BANGLA POST Year: 23 ♦ Issue: 1077 ♦ Friday 13 February - Thursday 19 February 2026 FREE

বাংলা পোস্ট

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED FREE BANGLA NEWSPAPER

অক্সফোর্ডে উন্মোচিত হলো নোবেলজয়ী মালালার প্রতিকৃতি

--১৫ পৃষ্ঠায়

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর মসনদ নড়বড়ে

পোস্ট ডেস্ক : যুক্তরাজ্যের সাবেক মন্ত্রী ও প্রভাবশালী রাজনীতিক লর্ড পিটার ম্যান্ডেলসনকে ঘিরে সৃষ্ট বিতর্কে গভীর রাজনৈতিক সংকটে পড়েছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার। এই পরিস্থিতিতে তার পদত্যাগের দাবি তুলেছেন স্কটিশ লেবার পার্টির নেতা আনাস সারোয়ার। গত দুই দিনে প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ দুই শীর্ষ কর্মকর্তার পদত্যাগে সংকট আরো ঘনীভূত হয়েছে। সম্প্রতি আলোচনায় আসে বিতর্কিত মার্কিন ধনকুবের ও সাজাপ্রাপ্ত যৌন অপরাধী জেফরি এপস্ট্যাইনের সঙ্গে লর্ড ম্যান্ডেলসনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের তথ্য।

এমন একজন বিতর্কিত ব্যক্তিকে ২০২৪ সালের শেষ দিকে যুক্তরাষ্ট্রে যুক্তরাজ্যের রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগ দেওয়ায় তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েন স্টারমার। গত বছরের সেপ্টেম্বরে তিনি ম্যান্ডেলসনকে বরখাস্ত করলেও বিতর্ক থামেনি। এর ধারাবাহিকতায় গত সপ্তাহে ম্যান্ডেলসন লেবার পার্টি এবং ব্রিটিশ পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ হাউস অব লর্ডস থেকেও পদত্যাগ করেন। সোমবার এক সংবাদ সম্মেলনে আনাস সারোয়ার সরাসরি প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমারের পদত্যাগ দাবি করেন।

তিনি বলেন, ‘লেবার সরকার অনেক ভালো কাজ করলেও এই বিতর্ক সেগুলোকে আড়াল করে দিচ্ছে। জনগণ সেসব কাজ সম্পর্কে জানতে পারছে না। এই বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির অবসান প্রয়োজন। ডাউনিং স্ট্রিটে নেতৃত্বের পরিবর্তন দরকার।

এই সংকটের জেরে সোমবার পদত্যাগ করেন প্রধানমন্ত্রীর যোগাযোগপ্রধান টিম অ্যালান। এর এক দিন আগেই রবিবার পদত্যাগ করেন চিফ অব স্টাফ মরগান ম্যাকসুইনি। ম্যান্ডেলসনকে নিয়োগ দেওয়ার ক্ষেত্রে ভুল পরামর্শ দেওয়ার দায় স্বীকার করেই তারা সরে দাঁড়িয়েছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে চাপের মুখেও পদত্যাগের কোনো পরিকল্পনা নেই বলে জানিয়েছেন কিয়ার স্টারমারের মুখপাত্র। তবে যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার তার পদত্যাগের দাবিকে দৃঢ়ভাবে নাকচ করে স্পষ্ট জানিয়েছেন, সরকার পরিচালনার জন্য তার প্রাপ্ত ম্যান্ডেট এখনো সম্পূর্ণভাবে বহাল রয়েছে।

পিটার ম্যান্ডেলসনের সঙ্গে জেফরি এপস্টেইনের সম্পর্ক নতুন করে আলোচনায় আসায় লেবার পার্টির ভেতরে ও বাইরে অস্থিরতা তৈরি হলেও স্টারমার নিজের অবস্থান থেকে সরে আসছেন না। ডাউনিং স্ট্রিট জানিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী এই মুহূর্তে --১৬ পৃষ্ঠায়

নির্বাচিত যেকোন সরকারের সঙ্গেই কাজ করবে যুক্তরাষ্ট্র

পোস্ট ডেস্ক : বাংলাদেশের জনগণ যাকে নির্বাচিত করবে, যুক্তরাষ্ট্র তার সঙ্গেই কাজ করবে বলে জানিয়েছেন ঢাকায় নিযুক্ত দেশটির রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি. ক্রিস্টেনসেন। মঙ্গলবার বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে এ কথা জানান তিনি। এর পাশাপাশি বাংলদেশে চীনের প্রভাব নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন ট্রাম্প প্রশাসনের ওই কর্মকর্তা।

রয়টার্সের খবরে বলা হয়েছে, এবারের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে সাবেক দুই রাজনৈতিক মিত্র। যার মধ্যে একটি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি, অন্যটি বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। জনমত জরিপে বিএনপি কিছুটা এগিয়ে রয়েছে বলে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে।

মার্কিন রাষ্ট্রদূত বলেন, দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের প্রভাব বৃদ্ধি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র উদ্বিগ্ন। তার ভাষ্য, বাংলাদেশের পরবর্তী সরকারকে চীনা সামরিক সরঞ্জামের বিকল্প হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা প্রস্তাব করার পরিকল্পনা রয়েছে ওয়াশিংটনের।

বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হবে ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচন। চব্বিশের আগস্টে তরুণ প্রজন্মে নেতৃতে এক গণঅভ্যুত্থানে ভারত-সমর্থিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হন। এরপর তিনি ভারতে আশ্রয় নেন। তার বিদায়ের পর বাংলাদেশে ভারতের প্রভাব কমে এবং চীনের উপস্থিতি আরও জোরদার হয়।

সম্প্রতি চীন বাংলাদেশের সঙ্গে একটি প্রতিরক্ষা চুক্তি সই করেছে, যার আওতায় ভারত সীমান্তের কাছে একটি ড্রোন কারখানা স্থাপন করা হবে। বিষয়টি নিয়ে কূটনৈতিক মহলে উদ্বেগ রয়েছে। এ ছাড়া পাকিস্তানের সঙ্গে যৌথভাবে চীনের --১৬ পৃষ্ঠায়

সিলেটে তিন কেন্দ্রে উত্তেজনা, আটক ৩ জন

সিলেট অফিস : সিলেটে রাঁতের আধারে তিন কেন্দ্রে দলে দলে লোক ঢুকে পড়ার ঘটনায় দেখা দেয় উত্তেজনা। পরে পুলিশ ও সেনাবাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে। বুধবার রাত ১০ টার দিকে সিলেট-১ আসনের মিরাবাজার জামেয়া ভোট কেন্দ্রে পর্যবেক্ষক পরিচয়ে ঢুকে পড়ে তিন যুবক। এ সময় স্থানীয় জনতা তাদের দেখে প্রতিবাদ জানালে ওই যুবকরা সরে যাওয়ার চেষ্টা করে। পরে জনতা তাদের আটক করে রাখে। রাত ১১ টার দিকে সুবহানীঘাট থানা পুলিশ এসে তাদের আটক করে নিয়ে যায়। এর আগে ওই কেন্দ্রে উত্তেজনা দেখা দেয়।

একই সময় নগরের ৪ নম্বর ওয়ার্ডে আম্বরখানা সরকারী কলোনী ভোট কেন্দ্রে একদল লোক ঢুকে পড়া নিয়ে উত্তেজনা দেখা দেয়। উপস্থিত স্থানীয় বিএনপি কর্মীরা এর প্রতিবাদ করলে পুলিশ এসে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে।

বিএনপি কর্মীরা অভিযোগ করেছেন- জামায়াতের লোকরা জাল ভোট দেওয়ার জন্য কেন্দ্রে ঢুকে --১৬ পৃষ্ঠায়

আমিরাতের ক্লাবে বাংলাদেশের জায়ান

পোস্ট ডেস্ক : সংযুক্ত আরব আমিরাতের তৃতীয় বিভাগের ক্লাব রিমাল --১৬ পৃষ্ঠায়

লন্ডনগামী যাত্রীদের যে নির্দেশনা দিল বাংলাদেশ বিমান

পোস্ট ডেস্ক : লন্ডনগামী সকল যাত্রীকে ভ্রমণের আগে তাদের ভিসা ও পাসপোর্ট বৈধ ও সঠিক আছে কিনা নিশ্চিত করতে হবে। যাত্রার কমপক্ষে ৪৮ ঘণ্টা আগে সর্বশেষ পাসপোর্টের তথ্য টকঠও অ্যাকাউন্টে আপডেট করা বাধ্যতামূলক।

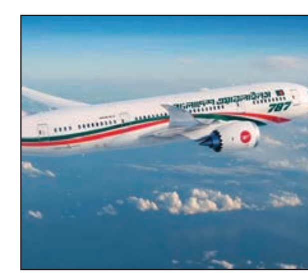

টক ইড়ৎফবৎ ঋড়ৎপব-এর নির্দেশনা অনুযায়ী, পাসপোর্ট বা ভিসার তথ্য হালনাগাদ না থাকলে যুক্তরাজ্যে প্রবেশে অতিরিক্ত যাচাই, বিলম্ব বা ভ্রমণ জটিলতা হতে পারে। যাত্রীদের অনুরোধ করা যাচ্ছে, তারা যেন যাত্রা শুরুর আগে প্রয়োজনীয় সব তথ্য সঠিকভাবে সম্পন্ন করে নেন।

কোটিপতি ইউনূসসহ অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টাদের কার সম্পদ কত

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসসহ অন্তর্র্বর্তী সরকারের উপদেষ্টারা প্রথমবারের মতো সম্পদের বিবরণী প্রকাশ করেছেন; যাতে সবচেয়ে বেশি সম্পদ বাণিজ্য উপদেষ্টার এবং সবচেয়ে কম সাবেক তথ্য উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের। অন্তর্র্বর্তী সরকারে দায়িত্ব পালন করা প্রধান উপদেষ্টা, উপদেষ্টা এবং উপদেষ্টার পদমর্যাদা অনুযায়ী ২৭ জনের মধ্যে ২৫ জনের সম্পদ বিবরণী গতকাল মঙ্গলবার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ প্রকাশ করেছে। প্রকাশিত তালিকায় উপদেষ্টাদের সঙ্গে তাদের স্বামী বা স্ত্রীদের সম্পদের বিবরণীও প্রকাশ করা হয়েছে। প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী আলী রীয়াজ এবং আন্তর্জাতিক বিষয়ক বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকী তাদের সম্পদের বিবরণী দেননি। এ বিষয়ে মন্তব্যের ঘরে বলা হয়েছে, আলী রীয়াজ ১৫ নভেম্বর থেকে উপদেষ্টার পদমর্যাদায় যোগ দিয়েছেন এবং লুৎফে সিদ্দিকী --১৬ পৃষ্ঠায়

দাওয়াতুল ইসলাম ইউকে এন্ড আয়ারের কেন্দ্রীয় সদস্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত

বিশেষ প্রতিনিধিঃ রোববার ৮ ফেব্রুয়ারি পূর্ব লন্ডনের বিগ ল্যান্ড স্ট্রীটে অবস্থিত ‘ দারুল উম্মাহ্ সেন্টার’এ দাওয়াতুল ইসলাম ইউকে এন্ড আয়ারের কেন্দ্রীয় ষাণ্মাসিক সদস্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সংগঠনের আমীর মাওলানা আব্দুর রহমান মাদানীর সভাপতিত্বে এবং সেক্রেটারি জেনারেল খলিলুর রহমানের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভার শুরুতে পবিত্র কালামে পাক থেকে দারসে কুরআন পেশ করেন মাওলানা মুমীনুল ইসলাম ফারুকী।

এরপর সংগঠনের আমীর মাওলানা আব্দুর রহমান মাদানী তাঁর স্বাগত বক্তব্যে রাখেন। তিনি দাওয়াতী জীবনের গুরুত্ব শীর্ষক বিষয়ে বলেন, আমরা ওয়াদা করে এই সংগঠনে শরীক হয়েছি। আমাদের প্রধান কাজ হবে, মানুষকে মহান আল্লাহর দিকে আহবান করা এবং দ্বীনের উপর ঠিকে থাকা, দ্বীনের প্রচার করা। সর্বাবস্থায় জামাত বদ্ধ জীবন যাপন করা। সংগঠনের কর্মী বাহিনীদের মধ্যে দ্বীনী সম্পর্ক গড়া এবং পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা। একজন মুমিন হিসেবে সৎ কাজের আদেশ এবং অন্যায় অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকা। তাছাড়া দুনিয়া এবং আখেরাতের কল্যাণ ও সফলতা লাভের জন্য দায়ী ইল্লাল্লাহর ভুমিকা পালন করা।

তিনি বলেন সাম্প্রতিক সময়ে মুসলিম উম্মাহ নানা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। আল্লাহপাক আমাদেরকে যেন হেফাজতে করেন সেই দোয়া করেন।

এরপর গত সভার কার্য বিবরণী পেশ এবং প্রশ্নত্তোর পর্ব চলে।

সংগঠনের গ্রেটার লন্ডন এবং অন্যান্য শাখার ষাণ্মাসিক রিপোর্ট ও আগামী ৬ মাসের পরিকল্পনা পেশ করেন, যথাক্রমে হাফেজ মাওলানা আব্দুল মুকিত, ব্যারিস্টার রফিকুল হক, আবুল মিয়া, মহিলা বিভাগের রিপোর্ট পেশ করেন মাহরুহা খাতুন।

পরে পঠিত রিপোর্টের উপর প্রশ্নোত্তরের পর জোহরের বিরতি দেয়া হয়।

সদস্য সম্মেলনের দ্বিতীয় পর্বের অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন সংগঠনের ডিপুটি সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা ফারুক হোসেইন। সভার শুরূতে একটি নাশিদ পরিবেশন করেন আফজল নাঈম।

এরপর গত ৬ মাসের আর্থিক রিপোর্ট পেশ করেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কোষাধ্যক্ষ শাব্বির আহমদ কাওসার।

দাওয়াতুল ইসলামের সিলেবাস বিষয়ে আপডেট দেন সংগঠনের তারবীয়া সেক্রেটারি অধ্যাপক ফরিদ আহমদ রেজা।

এছাড়া সংগঠনের অন্যান্য বিভাগের কার্যক্রমের আপডেট প্রদান করেন সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলবৃন্দ।

মুহাসাবা পর্বের পর সংগঠনের আমীর মাওলানা আব্দুর রহমান মাদানীর বিদায়ী বক্তব্য এবং তাঁর দোয়ার মাধ্যমে সভার কাজ শেষ হয়।

দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত সদস্য সম্মেলনে যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহর থেকে সদস্য-সদস্যা সম্মেলনে যোগ দেন।

হাউস অব গিভিংঃ ক্ষুধার বিরুদ্ধে ড্যাগেনহামের সম্মুখসারির লড়াই

এমদাদ রহমানঃ ড্যাগেনহামের হাউস অব গিভিং ফুডব্যাংক জীবনযাত্রার ব্যয় সংকটের কঠিন চাপের মুখে থাকা শত শত স্থানীয় বাসিন্দার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ জীবনরেখায় পরিণত হয়েছে। এখানে পরিবার, পেনশনভোগী ও শিশুদের জন্য দরজা খোলা থাকে। খাদ্য প্যাক, টয়লেট্রিজ, প্রয়োজনীয় গৃহস্থালি সামগ্রী এবং স্যানিটারি পণ্য সরবরাহ করা হয়, যা দৈনন্দিন জীবনকে এগিয়ে নিতে সহায়তা করে।

বার্কিং ও ড্যাগেনহাম লন্ডনের সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত বরোগুলোর একটি। বাড়তে থাকা ভাড়া, আকাশছোঁয়া জ্বালানি বিল এবং খাদ্যদ্রব্যের দাম অনেক কর্মজীবী পরিবারকে চরম সংকটের মুখে ঠেলে দিয়েছে।

জাতীয় পর্যায়ে, যুক্তরাজ্যে ১ কোটিরও বেশি মানুষ খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন বলে ধারণা করা হয়। দাতব্য সংস্থাগুলো সতর্ক করছে যে এখন প্রতি পাঁচজন শিশুর একজন এমন পরিবারে বাস করছে, যারা পর্যাপ্ত খাবার জোগাড় করতে হিমশিম খাচ্ছে। স্থানীয়ভাবে, এই পরিসংখ্যানগুলোর পেছনে আছে বাস্তব মানুষের গল্প।

দুই সন্তানের এক মা খাদ্যপ্যাক সংগ্রহ করতে এসে বলেন, “আমি কখনো ভাবিনি আমাকে ফুডব্যাংকে আসতে হবে। আমি কাজ করি, হিসাব করে চলি, কিন্তু ভাড়া আর বিল মেটানোর পর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। হাউস অব গিভিং আমাকে খাবার আর গরম রাখার মধ্যে বেছে নিতে না গিয়ে আমার সন্তানদের খাওয়াতে সাহায্য করছে। এটি আমাকে একটু স্বস্তির জায়গা দিচ্ছে।”

হাউস অব গিভিং ফুডব্যাংক শুধু টিনজাত ও প্যাকেটজাত খাবারই নয়, টয়লেট্রিজ ও স্যানিটারি পণ্যও দেয়-যেগুলো প্রায়ই উপেক্ষিত হলেও এখানে বিলাস নয়, বরং অপরিহার্য হিসেবে বিবেচিত। উদ্বোধনের দিন স্বেচ্ছাসেবীরা স্থানীয় প্রতিবেশীদের কথা শোনার সময় নিয়েছেন, কারণ তারা বোঝেন ক্ষুধা শুধু খালি আলমারি নয়, একাকিত্ব ও মানসিক চাপের সঙ্গেও জড়িত।

একজন আয়োজক ব্যাখ্যা করেন কেন এই সেবা এখন আগের চেয়েও বেশি প্রয়োজনীয়। “অনেকে মনে করেন ফুডব্যাংক কেবল জরুরি অবস্থার জন্য, কিন্তু এটি এখন একটি দীর্ঘস্থায়ী সংকটে পরিণত হয়েছে। আমরা নার্স, কেয়ারার, ডেলিভারি ড্রাইভারদের দেখছি-কর্মরত মানুষ, যারা আর তাল মেলাতে পারছেন না। শিশুদের আজই ক্ষুধার্ত থাকতে হলে ধীরগতির সমাধানের জন্য কমিউনিটি অপেক্ষা করতে পারে না, তাই আমরা এগিয়ে আসি।”

স্বেচ্ছাসেবীরাই এই কার্যক্রমের মেরুদণ্ড, যা জাতীয় পর্যায়ের একটি বৃহত্তর প্রবণতাকেও প্রতিফলিত করে-যেখানে নিরাপত্তা ব্যবস্থার ফাঁকগুলো পূরণে কমিউনিটিগুলো এগিয়ে আসছে। বার্কিং ও ড্যাগেনহামে, যেখানে যৌথ কষ্টের মধ্য দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে সহনশীলতা গড়ে উঠেছে, সেখানে প্রতিবেশীরা প্রতিবেশীর পাশে দাঁড়াচ্ছেন।

ফুডব্যাংকের কাজ উদার স্থানীয় অংশীদারিত্বের মাধ্যমে আরও শক্তিশালী হয়েছে।

দান ও সরবরাহ সংগঠনে সহায়তার জন্য টেসকোকে জানাই আন্তরিক ও হৃদয়ছোঁয়া ধন্যবাদ। সেই সহযোগিতা সরাসরি আরও ভরা তাক এবং প্রয়োজনীয় পরিবারগুলোর জন্য আরও স্থিতিশীল সহায়তায় রূপ নিয়েছে।

বার্কিং ও ড্যাগেনহামের জীবন কঠোর পরিশ্রম, গর্ব ও কমিউনিটি চেতনায় গড়া।

হাউস অব গিভিং ফুডব্যাংক প্রমাণ করে যে, বাড়তে থাকা দারিদ্র্য ও অনিশ্চয়তার মাঝেও সম্মিলিত উদ্যোগ আঘাতকে কিছুটা নরম করতে পারে। এটি ক্ষুধার সম্পূর্ণ সমাধান নয়, তবে এটি আশা-যত্নসহকারে একটি ব্যাগে ভরে তুলে দেওয়া।

যুক্তরাজ্য অনলাইন প্রেসক্লাবের কমিটি রিফর্মে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত, গঠিত হলো বিশেষ সমন্বয় কমিটি

আজিজুল আম্বিয়াঃ যুক্তরাজ্য বাংলা অনলাইন প্রেসক্লাবের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন (কমিটি রিফর্ম) এবং সংগঠনের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল ও কার্যকর করার লক্ষ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সভাটি গতকাল ৮ ই ফেব্রুয়ারি রবিবার ভার্চুয়ালি দুপুর ২ ঘটিকায় (যুক্তরাজ্য সময়) জুম (তড়ড়স) প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সংগঠনের বর্তমান অবস্থা, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা,সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি এবং একটি সময়োপযোগী ও গঠনমূলক সংবিধান প্রণয়ন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

সংগঠনের সভাপতি ডঃ মোঃ জয়নুল আবেদীন রোজ এর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক ডঃ আজিজুল আম্বিয়ার প্রানবন্ত উপস্থাপনায় অনুষ্ঠিত সভায় সুচিন্তিত মতামত ও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ইউকে বিডি টিভির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মকিস মনসুর, লেখক সৈয়দ তওহীদ ফিতরাত, চ্যানেল এস-এর সাংবাদিক কামরুল আই রাসেল, আমিনুল হক জিলু, হেলেন ইসলাম, এ রহমান অলি, নজরুল ইসলাম,নুরুননবী আলী, মিসবাহুল হক মাসুম, রোমান আহমদ, উর্মি রহমান, মাসুম বিল্লাহ, শাকিল আহমেদ সোহাগ, ও শিপন মিয়া সহ অন্যান্য সাংবাদিক ও সংগঠনের সদস্যবৃন্দ।

সভায় ব্যাপক আলোচনার পর যুক্তরাজ্য বাংলা অনলাইন প্রেসক্লাবকে আরও গতিশীল ও কার্যকর করার লক্ষ্যে সিনিয়র সাংবাদিক মোহাম্মদ মকিস মনসুরকে চিফ কো-অর্ডিনেটর ও লেখক সৈয়দ তওহীদ ফিতরাতকে কো-অর্ডিনেটর করে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি বিশেষ সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়।

সমন্বয় কমিটির সদস্যবৃন্দরা হচ্ছেন ডঃ মোঃ জয়নুল আবেদীন রোজ (সভাপতি), ডঃ আজিজুল আম্বিয়া (সাধারণ সম্পাদক)ইমদাদুন খান,আমিনুল হক জিলু খায়রুল আলম লিংকন, হেলেন ইসলাম, নজরুল ইসলাম, আসমা মতিন, নুরুননবী আলী, মিসবাহুল হক মাসুম, রোমান আহমদ, মাসুম বিল্লাহ, শাকিল আহমেদ সোহাগ, সৈয়দ কাহের ও শিপন মিয়া।

এই কমিটি আগামী দু' মাসের মধ্যে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ, একটি গঠনমূলক ও যুগোপযোগী সংবিধান প্রণয়ন ও পূর্ণাঙ্গ কমিটি রিফর্মের প্রস্তাব প্রস্তুত করার দায়িত্ব পালন করার সীদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

সভায় উপস্থিত নেতৃবৃন্দ আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, এই কমিটির কার্যকর ভূমিকার মাধ্যমে যুক্তরাজ্য অনলাইন প্রেসক্লাব একটি আরও শক্তিশালী, ঐক্যবদ্ধ ও সক্রিয় সাংবাদিক সংগঠনে পরিণত হবে।

সাংবাদিক কায়সারুল ইসলাম সুমন-এর মৃত্যুতে গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকে'র শোক প্রকাশ

যুক্তরাজ্যের বার্মিংহাম নিবাসী বড়লেখা উপজেলার সদর ইউনিয়নের মহদিকোনা গ্রামের মাস্টার বাড়ির এই প্রজন্মের কৃতিসন্তান,এটিএন বাংলা ইউকের বিশিষ্ট সাংবাদিক ও বড়লেখা ফাউন্ডেশন ইউকে’র সাধারণ সম্পাদক সমাজসেবক কাওসারুল ইসলাম সুমন এর মৃত্যুতে গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকে'র কেন্দ্রীয় কনভেনের মোহাম্মদ মকিস মনসুর,

কো-কনভেনের মসুদ আহমদ,সদস্য সচিব ড. মুজিবুর রহমান, ও অর্থ সচিব কাউন্সিলর আসরাফ মিয়া সহ অন্যান্য কেন্দ্রীয় ও রিজিওনাল কমিটির পক্ষ থেকে গভীর শোক প্রকাশ ও শোকাবহ পরিবারবর্গ এর প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন সহ মহাণ আল্লাহু রাব্বুল আলামিন যেনো উনাকে জান্নাতবাসী করেন এই দোয়া করার জন্য সবার প্রতি বিনীতভাবে অনুরুধ জানিয়েছেন।

কাওসারুল ইসলাম সুমন এর আকস্মিক মৃত্যুতে

সাংবাদিকতা মহলের ও কমিউনিটির অপূরনীয় ক্ষতি হয়েছে বলে উল্লেখ করে শোকবার্তায় গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকে'র কেন্দ্রীয় কনভেনের ও ইউকে বিডি টিভির চেয়ারম্যান কমিউনিটি লিডার ও সিনিয়র সাংবাদিক মোহাম্মদ মকিস মনসুর বলেন, আমার মায়ার ভাই সুমন ছিলেন একজন স্পষ্টবাদী ও দায়িত্বশীল সংবাদকর্মী। প্রবাসী বাংলাদেশ কমিউনিটির নানা সমস্যা, সংকট ও সম্ভাবনা নিয়ে তিনি নিয়মিত প্রতিবেদন করতেন। তার সহকর্মী ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছে তিনি ছিলেন আপনজন। ছিলেন একজন দক্ষ কমিউনিটি সংগঠকও। একজন মানবিক হৃদয়ের মানুষ হিসেবে পরিচিত ছিলেন তিনি।একজন দক্ষ সাংবাদিকের চেয়েও তিনি ছিলেন একজন অসাধারণ হৃদয়ের মানুষ।

উল্লেখ্য যে, ৪ ফেব্রুয়ারি তিনি বাংলাদেশে মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা উপজেলার নিজ বাড়িতে হৃদরোগে আক্রান্ত হন। সিলেট হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতালে নেওয়ার পথে ৪ ফেব্রুয়ারি বুধবার বাংলাদেশ সময় ভোর পৌনে ছয়টায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তাঁর মৃত্যুর সংবাদে যুক্তরাজ্য ও সিলেটের গণমাধ্যম অঙ্গনে যেনো গভীর শোকের ছায়া নেমেছে।

গত ৫ ই ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় বড়লেখা উপজেলার সদর ইউনিয়নের দরগা বাজার অজমির স্কুল মাঠে হাজার হাজার লোকের উপস্থিতিতে নামাজে জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে।

মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিলো ৫২ বছর। তিনি স্ত্রী, দুই ছেলে, দুই মেয়েসহ বহু আত্মীয়স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

টাওয়ার হ্যামলেটসে শুধুমাত্র মেয়েদের জন্য নতুন বিশেষায়িত ইয়ুথ সেন্টার উদ্বোধন

লন্ডনের টাওয়ার হ্যামলেটস বরোতে মেয়েদের জন্য একটি নতুন বিশেষায়িত ইয়ুথ সেন্টারের দরজা খুলে দেয়া হয়েছে।

বো-এর সেন্ট পলস ওয়েতে অবস্থিত এই কেন্দ্রটি ২৯ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়েছে। বারার তরুণ জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে মেয়েদের মতামতের ভিত্তিতে এই কেন্দ্রটি চালু করা হয়েছে, যা টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের যুব সেবা 'ইয়ং

টাওয়ার হ্যামলেটস'-এর অংশ।

টাওয়ার হ্যামলেটস হচ্ছে লন্ডনের সবচেয়ে কম বয়সী জনসংখ্যার এলাকা, এখানকার গড় বয়স মাত্র ৩০ বছর। বর্তমানে বরোর ইয়ুথ সেন্টারগুলোতে যোগদানকারীদের মধ্যে প্রায় তিন-চতুর্থাংশ (৭৪ শতাংশ) ছেলে। কাউন্সিলের জরিপ ও ওয়ার্কশপে পাওয়া তথ্যে দেখা গেছে যে, মেয়েরা আরও নিরাপদ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক স্থানের ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়েছেন। এই নতুন 'গার্লস অনলি' কেন্দ্রটি তাদের সেই চাহিদার প্রত্যক্ষ ফসল।

এই কেন্দ্র নিয়ে বর্তমানে টাওয়ার

হ্যামলেটসে মোট ইয়ুথ সেন্টারের সংখ্যা ২০-এ দাঁড়িয়েছে। কাউন্সিলের লক্ষ্য প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি করে ইয়ুথ সেন্টার বা যুব কেন্দ্র গড়ে তোলা। 'ইয়ং টাওয়ার হ্যামলেটস' প্রকল্পে কাউন্সিল মোট ১৩.৭ মিলিয়ন পাউন্ড বিনিয়োগ করেছে, যার মধ্যে রয়েছে যুব কেন্দ্র, খেলাধুলা, অ্যাডভেঞ্চার লার্নিং, লক্ষ্যভিত্তিক সহায়তা এবং যুবকদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর উদ্যোগ।

উদ্বোধনের পর টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান বলেন, "বারার তরুণ সম্প্রদায় আমাদের বলেছে যে মেয়েদের জন্য আরও বিশেষায়িত ও নিবেদিত স্থান তারা চান। আমরা তাদের কথা শুনেছি। এই নতুন কেন্দ্রটি সেই প্রতিক্রিয়ার বাস্তব উত্তর। আমরা তরুণ মেয়েদের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করে এই স্থান ও এর সেশনগুলো তৈরি করেছি। দেশের সবচেয়ে উচ্চাভিলাষী ইয়ুথ সার্ভিসগুলির একটি হচ্ছে আমাদের 'ইয়ং টাওয়ার হ্যামলেটস্' নামের ইয়ুথ সার্ভিস, যেখানে ১৩.৭ মিলিয়ন পাউন্ড বিনিয়োগ করে আমরা বারার কিশোর-তরুণ বয়সীদের বিভিন্ন ধরনের সুযোগ দিচ্ছি যাতে তারা উন্নতি করতে পারে। মেয়েদের সুস্থতা ও আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর ক্ষেত্রে টাওয়ার হ্যামলেটস নেতৃত্ব দিচ্ছে বলে আমি গর্বিত।"

এডুকেশন, ইয়ুথ এন্ড লাইফলং লার্নিং বিষয়ক ডেপুটি মেয়র কাউন্সিলর মাইউম তালুকদার বলেন, "এই নতুন কেন্দ্র আমাদের বিদ্যমান মেয়েদের সেশনগুলোকে আরও শক্তিশালী করবে। আমাদের মেয়েরা যেন তাদের উপযোগী পরিবেশে প্রত্যাশিত সেবা পেতে পারেন, তা নিশ্চিত করাই আমাদের লক্ষ্য। আশা করি এই সেন্টার আরও বেশি সংখ্যক মেয়েদেরকে বিদ্যমান সুযোগগুলোর সঙ্গে যুক্ত করবে।"

গত দুই বছরেরও বেশি সময়ে টাওয়ার হ্যামলেটস্ কাউন্সিলের ইয়ুথ সার্ভিস 'ইয়ং টাওয়ার হ্যামলেটস' থেকে অর্জিত ফলাফল:

* ১৮১,০০০ বার ইয়ুথ সেন্টার ভিজিট
* ২০টি যুব কেন্দ্র বা ইয়ুথ সেন্টার (এখন সেন্ট পলস ওয়ের মেয়েদের কেন্দ্রসহ)
* ইয়ুথ সেন্টারগুলিতে নিবন্ধিত তরুণের সংখ্যা ৫,৬৩২
* ২০২৪-২০২৫ সালে ৫,০০০-এর বেশি সেশন প্রদান

এই কেন্দ্র নারী ও মেয়েদের নিরাপত্তা, সুস্থতা ও সুযোগ বাড়ানোর জন্য কাউন্সিলের বৃহত্তর প্রতিশ্রুতির অংশ। এর মধ্যে রয়েছে নারী কেন্দ্র (নারী সেন্টার) চালু, ১৬+ বয়সী নারী ও মেয়েদের জন্য ফ্রি সাঁতার, পপলার বাথস-এ নতুন উইমেন-অনলি জিম নির্মাণ, লোকাল লেজার সেন্টারে পপ-আপ ক্রেশ সুবিধা, স্কুল ও কমিউনিটি গ্রুপের সঙ্গে এসটিইএম, খেলাধুলা ও নেতৃত্বে মেয়েদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর অংশীদারিত্ব, এবং ২০২০ সাল থেকে নারী অ্যাপ্রেন্টিসশিপে ১৮% বৃদ্ধি।এই উদ্যোগ বারার তরুণদের কণ্ঠস্বরকে প্রাধান্য দিয়ে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক ভবিষ্যৎ গড়ার প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত করে।

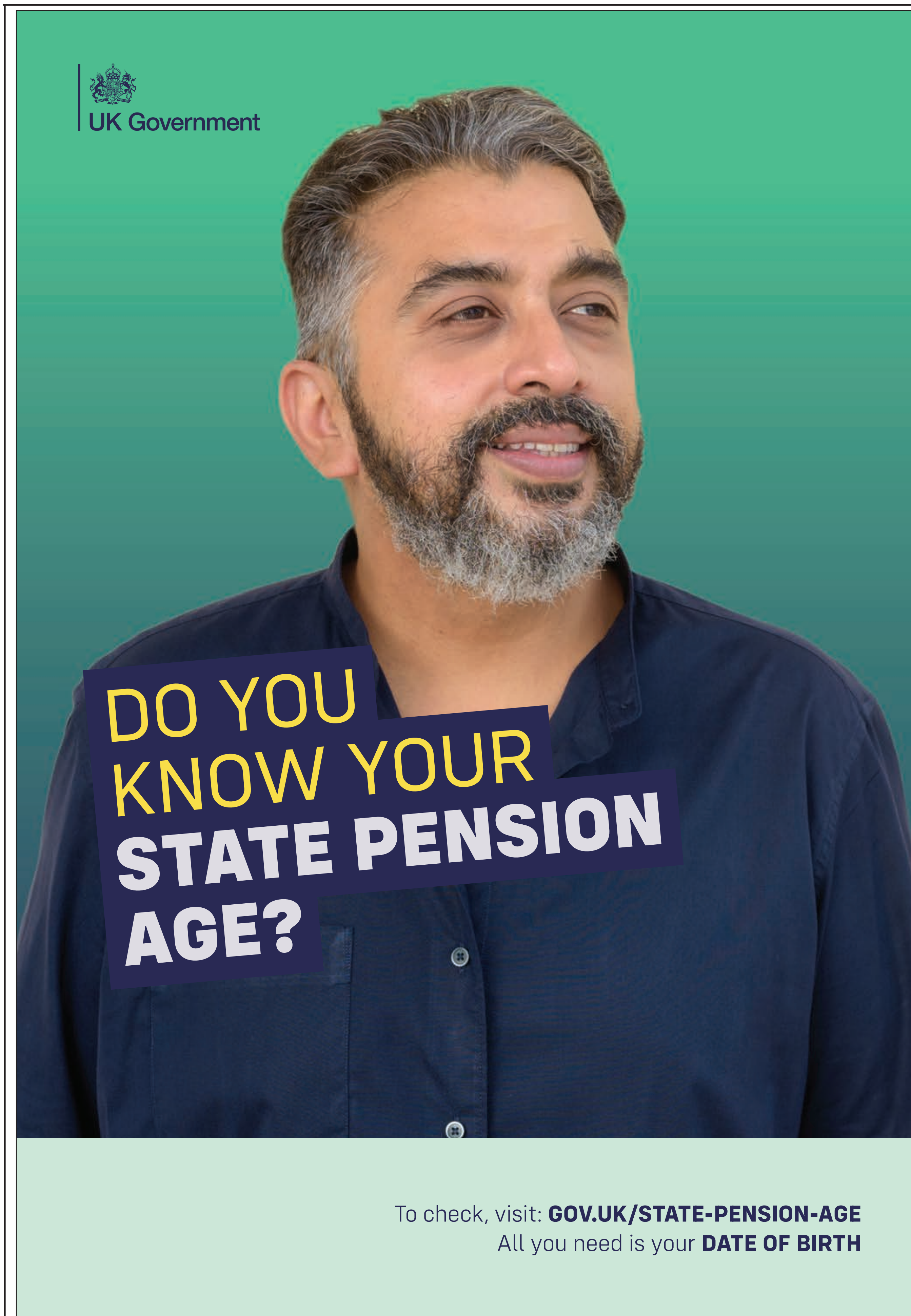

বঙ্গবীর এম এ জি ওসমানীর ৪২তম মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা

মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক বঙ্গবীর এম এ জি ওসমানীর ৪২তম মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে আজ ৪ঠা ফেব্রুয়ারী বুধবার বঙ্গবীর ওসমানী মেমোরিয়েল ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে পুর্ব লণ্ডনের ভ্যলেন্স রোডস্থ এক রেস্তোরায় প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠণের সহ সভাপতি আলহাজ্ব শেখ মোঃ মফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে ও ভারপ্রাপ্ত সাধারন সম্পাদক খান জামাল নুরুল ইসলামের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় আলোচনায় অংশ নেন -সংগঠণের সভাপতি আলহাজ্ব কবির উদ্দিন, সিনিয়র সহ সভাপতি কে এম আবু তাহের চৌধুরী, সলিসিটর মোহাম্মদ ইয়াওর উদ্দিন, হাজী বুলু মিয়া, হিরু কোরেশী, ইলিয়াছ চৌধুরী প্রমুখ। সভায় আগামী ১৬ ফেব্রুয়ারী সোমবার বিকাল সাড়ে ৫টায় বঙ্গবীর ওসমানী স্মরণে এক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল পূর্ব লণ্ডনের গ্রেটারক্স স্ট্রীটস্থ মাইক্রো বিজনেস পার্কে অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সভায় মাননীয় হাই কমিশনার, নির্বাহী মেয়র, স্পীকার, কাউন্সিলার, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের দাওয়াত প্রদানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। অনুষ্ঠানকে সফল করে তুলতে সকলের সর্বাত্মক সহযোগিতা কামনা করা হয়।

জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের খেজুর গাছ প্রতীকের চার প্রার্থীসহ বিএনপি-জমিয়ত জোটের সকল প্রার্থীর বিজয় নিশ্চিত করতে নেতাকর্মীদের প্রতি আহ্বান

লন্ডন মহানগর জমিয়তের উদ্যোগে "বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও আমাদের ভূমিকা" শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত শুক্রবার, ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ইংরেজি, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকে লন্ডন মহানগর শাখার আয়োজনে উক্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

লন্ডন মহানগর জমিয়তের সভাপতি মাওলানা আশফাকুর রহমান-এর সভাপতিত্বে এবং সেক্রেটারি সৈয়দ রিয়াজ আহমদ-এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ থেকে আগত বিশিষ্ট ওয়াইজ ও গবেষক, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ সিলেট মহানগরের সহ-সভাপতি মাওলানা সিরাজুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ইউকে জমিয়তের সহ-সভাপতি ও বাংলাদেশ জমিয়তের সহ আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক হাফিজ মাওলানা সৈয়দ তামীম আহমদ, ইউকে জমিয়তের সহ-সভাপতি হাফিজ হোসাইন আহমদ বিশ্বনাথী, এবং ইউকে জমিয়তের জেনারেল সেক্রেটারি মাওলানা সৈয়দ নাঈম আহমদ।

সভায় জমিয়তের খেজুর গাছ প্রতীকের চারজন প্রার্থীর নাম উল্লেখ করে বলা হয়-

সিলেট-০৫ আসনে জমিয়ত-বিএনপি জোটের মনোনীত প্রার্থী জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের সভাপতি মাওলানা উবায়দুল্লাহ ফারুক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ (সরাইল-আশুগঞ্জ) আসনে সহ-সভাপতি মাওলানা জুনায়েদ আল হাবিব, নীলফামারী-০১ আসনে মহাসচিব মাওলানা মঞ্জুরুল ইসলাম আফেন্দি

এবং নারায়ণগঞ্জ-০৪ আসনে যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা মনির হুসাইন কাসেমীসহ বিএনপি-জমিয়ত জোটের সকল প্রার্থীকে বিজয়ী করতে সবাইকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

ইউকে জমিয়ত নেতৃবৃন্দ আশা প্রকাশ করেন, নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ ও দায়িত্বশীল ভূমিকার মাধ্যমে জনগণের সমর্থনে বিএনপি-জমিয়ত জোটের প্রার্থীরা আসন্ন নির্বাচনে বিজয় অর্জন করবেন।

সভায় বক্তারা বলেন, আমরা যে যেখানে আছি সেখান থেকেই ধানের শীষ ও খেজুর গাছ প্রতীকের প্রার্থীদের সর্বোচ্চ সফলতার জন্য আন্তরিকভাবে কাজ করে যাবো-এটাই আজকের অঙ্গীকার হওয়া উচিত। বক্তারা আরো বলেন, জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী শক্তির ঐক্য না থাকলে আজ দেশের অস্তিত্ব মারাত্মক হুমকির মুখে পড়তো। দেশ ও জাতিকে রক্ষা করতে হলে আপামর জনসাধারণের সমর্থন ও শক্তি কে কাজে লাগিয়ে এ ঐক্য সর্বাবস্থায় ধরে রাখতে হবে। দেশ গঠন ও উন্নয়নের জন্য এই ঐক্যের কোনো বিকল্প নেই।

নেতৃবৃন্দ বলেন, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জনগণের ভোটাধিকার নিশ্চিত করা এবং বিএনপি-জমিয়ত জোটের প্রতিটি প্রার্থীর বিজয় নিশ্চিত করতে জোটের নেতাকর্মীরা ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। এ লক্ষ্য অর্জনে তৃণমূল থেকে কেন্দ্রীয় পর্যায় পর্যন্ত সকল নেতাকর্মীকে সততা, নিষ্ঠা ও ঐক্যের সঙ্গে মাঠে সক্রিয় থাকার আহ্বান জানান তাঁরা।

তাঁরা আরও বলেন, ভোটকেন্দ্রভিত্তিক সাংগঠনিক কার্যক্রম জোরদার করা, ভোটারদের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ বজায় রাখা এবং যেকোনো অনিয়ম প্রতিরোধে আইনানুগ ও শান্তিপূর্ণ ভূমিকা পালন করা নেতাকর্মীদের অন্যতম দায়িত্ব। জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের চারজন প্রার্থীসহ বিএনপি-জমিয়ত জোটের সকল প্রার্থীর বিজয় নিশ্চিত করতে প্রত্যেককে নিজ নিজ অবস্থান থেকে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন আব্দুল হামিদ খান হেভেন-সাবেক যুব বিষয়ক সম্পাদক, ইউকে বিএনপি; মোঃ শাহজাহান-সহ-সভাপতি, যুক্তরাজ্য যুবদল; আব্দুস সামাদ-সহ-সভাপতি, যুক্তরাজ্য যুবদল; শিব্বীর আহমদ সুমন-যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, যুক্তরাজ্য যুবদল; মোঃ হাসান আহমদ-বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক, যুক্তরাজ্য যুবদল; সৈয়দ মামুন আহমদ-বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক, যুক্তরাজ্য যুবদল; যুবদল নেতা মোঃ মঈনুল ইসলাম; ইউকে জমিয়তের উপদেষ্টা আলহাজ্ব খালিছ মিয়া; লন্ডন মহানগর জমিয়তের জয়েন্ট সেক্রেটারি মাওলানা নাজমুল হাসান; লন্ডন মহানগর জমিয়তের সাংগঠনিক সম্পাদক হাফিজ মাওলানা মাছুম আহমদ; লন্ডন মহানগর জমিয়তের প্রচার সম্পাদক হাফিজ মাওলানা আব্দুল হাই প্রমুখ।

বিএনপি-জমিয়ত জোটের সকল প্রার্থীর বিজয় নিশ্চিত করতে নেতাকর্মীদের প্রতি আহ্বান

জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকে নেতৃবৃন্দ বলেছেন আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জনগণের ভোটাধিকার নিশ্চিত করা এবং জোটের সকল প্রার্থীকে বিজয়ী করতে বিএনপি-জমিয়ত জোটকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। আগামী কাল তৃণমূল থেকে কেন্দ্রীয় পর্যায় পর্যন্ত সকল নেতাকর্মীকে সততা, নিষ্ঠা ও ঐক্যের সঙ্গে মাঠে সক্রিয় থাকার আহ্বান জানিয়েছেন ইউকে জমিয়ত নেতৃবৃন্দ ।

জমিয়তের খেজুর গাছ প্রতীকের চারজন প্রার্থী সিলেট-০৫ আসনে জমিয়ত-বিএনপি জোটের মনোনীত প্রার্থী জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের সভাপতি মাওলানা উবায়দুল্লাহ ফারুক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ (সরাইল-আশুগঞ্জ) আসনে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের সহ-সভাপতি মাওলানা জুনায়েদ আল হাবিব, নীলফামারী-০১ আসনে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের মহাসচিব মাওলানা মঞ্জুরুল ইসলাম আফেন্দি এবং নারায়ণগঞ্জ-০৪ আসনে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা মনির হুসাইন কাসেমীসহ বিএনপি-জমিয়ত জোটের সকল প্রার্থীকে বিজয়ী করতে সবাইকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

ইউকে জমিয়ত নেতৃবৃন্দ আশা প্রকাশ করেন, নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ ও দায়িত্বশীল ভূমিকার মাধ্যমে জনগণের সমর্থনে বিএনপি-জমিয়ত জোটের প্রার্থীরা আসন্ন নির্বাচনে বিজয় অর্জন করবেন।

ভোট একটি আমানত। এই আমানত রক্ষা করা প্রত্যেক সচেতন নাগরিকের নৈতিক, সামাজিক ও ঈমানি দায়িত্ব। সঠিকভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে সমাজে ন্যায়, সততা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

আমাদের দায়িত্ব এমন নেতৃত্ব নির্বাচন করা, যারা সত্যবাদী, আমানতদার, দেশ ও মানুষের কল্যাণে আন্তরিক এবং জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় দৃঢ়চেতা। ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে উঠে আদর্শ, নীতি ও সেবার মানসিকতাকে প্রাধান্য দেওয়াই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

আমরা বিশ্বাস করি, যে নেতৃত্ব ইসলামি মূল্যবোধ, নৈতিকতা ও ন্যায়ভিত্তিক শাসনব্যবস্থাকে সমুন্নত রাখবে এবং নিজ নিজ এলাকার উন্নয়ন, অধিকার ও জনকল্যাণে কার্যকর ভূমিকা রাখবে-তাদেরই সমর্থন করা উচিত।

আসুন, আমরা সচেতনভাবে, বিবেকের আলোকে এবং আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার অনুভূতি নিয়ে আমাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করি।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের তাওফিক দান করুন। আমীন।

গণমাধ্যমে প্রেরিত এক বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ এসব কথা বলেছেন।

আলোর পথে এক যাত্রা : যুক্তরাজ্যে থেকে মক্কা

এহসানুল ইসলাম চৌধুরী শামীম

কখনও কখনও জীবনের ব্যস্ততম অধ্যায়ের মাঝেও হৃদয়ের গভীর থেকে একটি ডাক আসে-এক পবিত্র আহ্বান। যুক্তরাজ্যের নর্থাম্পটনের কর্মব্যস্ত জীবন, সংবাদমাধ্যমের নিরন্তর দায়িত্ব আর প্রবাস জীবনের বাস্তবতার ভেতর সেই আহ্বান অনুভব করেছিলাম বহুদিন ধরে।

অবশেষে শনিবার (৭ ফেব্রুয়ারি) আমি পরিবার নিয়ে এসেছি পৃথিবীর সবচেয়ে পবিত্র ভূমিতে, পবিত্র মসজিদুল হারামের প্রাঙ্গণে।

প্রথম দর্শন : কাবার সামনে দাঁড়ানো

পবিত্র কাবা শরীফ প্রথম দেখার মুহূর্তটি ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। লাখো মানুষের ভিড়ের মাঝেও এক অদ্ভুত নীরবতা-এক গভীর আত্মিক কম্পন। মনে হচ্ছিল, পৃথিবীর সমস্ত শব্দ যেন থেমে গেছে; কেবল হৃদস্পন্দন আর দোয়ার শব্দই স্পষ্ট।

"সেই মুহূর্তে বুঝেছিলাম-মানুষ যত দূরেই যাক, তার আত্মার ঠিকানা একটাই।"

তাওয়াফের প্রতিটি চক্কর যেন জীবনের প্রতিটি ভুল, প্রতিটি অনুশোচনা, প্রতিটি আশা-আকাঙ্ক্ষাকে নতুন করে বিন্যস্ত করছিল। মানুষের স্রোতের সঙ্গে আমিও মিশে গেলাম-জাতি, ভাষা, বর্ণের ভেদাভেদহীন এক মানবসমুদ্রে।

সাঈ : ইতিহাসের পথে হাঁটা

সাফা থেকে মারওয়া-এই সংক্ষিপ্ত পথ যেন অসীম ইতিহাসের এক জীবন্ত প্রতীক। হজরত হাজেরা (আ.)-এর আত্মত্যাগ ও অবিচল আস্থার স্মৃতি প্রতিটি পদক্ষেপে আমাকে নাড়া দিয়েছে।

ধৈর্য, বিশ্বাস ও আল্লাহর ওপর পূর্ণ নির্ভরতার শিক্ষা-আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

সাঈ শেষে মাথা নত করে দাঁড়ানোর মুহূর্তে মনে হলো-অন্তরের ভার যেন লাঘব হয়েছে। এক অপার্থিব প্রশান্তি হৃদয় জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল।

তিন দিনের আধ্যাত্মিক নিবাস

মক্কায় তিন দিনের অবস্থান ছিল যেন পৃথিবীর কোলাহল থেকে দূরে এক নির্মল আশ্রয়। ফজরের আজানের ধ্বনি, আলোকোজ্জ্বল মসজিদুল হারামের প্রাঙ্গণ, বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর ঐক্যবদ্ধ কাতার-সব মিলিয়ে এক অবর্ণনীয় অভিজ্ঞতা।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামাতে আদায়, কোরআন তেলাওয়াত, দীর্ঘ সময় ধরে ব্যক্তিগত মোনাজাত-এই সময়গুলোতে নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করেছি।

পেশাগত জীবনে নানা চ্যালেঞ্জ, সামাজিক দায়বদ্ধতা, প্রবাস জীবনের ব্যস্ততা-সবকিছুর মাঝেও এই সফর আমাকে দিয়েছে এক নতুন মানসিক দৃঢ়তা।

একজন সাংবাদিকের আত্মসমালোচনা

সাংবাদিকতা আমাকে শিখিয়েছে সত্যের অনুসন্ধান। কিন্তু এই সফর শিখিয়েছে আত্মার অনুসন্ধান।

আল্লাহর ঘরে দাঁড়িয়ে উপলব্ধি করেছি-মানুষের সাফল্য, পরিচিতি, অর্জন-সবই ক্ষণস্থায়ী; চিরস্থায়ী হলো ঈমান, মানবতা ও নৈতিকতা।

আমি দোয়া করেছি-আমার পরিবার, প্রিয়জন, যুক্তরাজ্যের প্রবাসী কমিউনিটি এবং সমগ্র মানবজাতির শান্তি ও কল্যাণের জন্য। এই সফর আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছে-কলমের শক্তি তখনই অর্থবহ, যখন তা মানবতার পক্ষে ব্যবহৃত হয়।

ফিরে দেখা : এক অন্তর্গত বিপ্লব

মক্কার আকাশের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল-এই সফর কেবল একটি ধর্মীয় কর্তব্য নয়; এটি এক অন্তর্গত বিপ্লব। জীবনের অগ্রাধিকারগুলো নতুন করে নির্ধারণের এক অনন্য সুযোগ।

যুক্তরাজ্যের নর্থাম্পটনে ফিরে গিয়েও এই পবিত্র ভূমির অনুভূতি থাকবে আমার কলমে।

মক্কা-র কবুতর চত্বর: পবিত্রতার আঙিনায় এক শান্তির মুহূর্ত:

পৃথিবীর অন্যতম পবিত্র নগরী মক্কা। এখানে প্রতিদিন লাখো মুসল্লি ও হাজির পদচারণায় মুখর থাকে প্রাঙ্গণ। আর এই পবিত্র নগরীর হৃদয়ে অবস্থিত মসজিদুল হারাম-এর আশপাশে রয়েছে এক অনন্য দৃশ্য-কবুতর চত্বর।

সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়ালেই বোঝা যায়, এটি শুধু একটি খোলা প্রাঙ্গণ নয়; এটি যেন শান্তি, সহাবস্থান আর আধ্যাত্মিক প্রশান্তির এক জীবন্ত প্রতীক।

আকাশভরা ডানার শব্দ

চত্বরজুড়ে শত শত, কখনো হাজারো কবুতরের আনাগোনা। কেউ উড়ছে আকাশে বৃত্ত এঁকে, কেউবা মাটিতে বসে খাদ্য কুড়োচ্ছে। তাদের ডানার শব্দ আর মানুষের নীরব দোয়া-দুটি সুর যেন মিলে যায় এক অপার্থিব আবহে।

মুসল্লিরা নামাজ শেষে কিছুক্ষণ বসে থাকেন। কেউ ছবি তোলেন, কেউ শিশুদের নিয়ে কবুতরদের মাঝে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে সময় কাটান। কবুতরগুলোও যেন মানুষকে ভয় পায় না; বরং মানুষের সঙ্গে সহাবস্থানের এক অনন্য উদাহরণ তৈরি করেছে।

পবিত্রতার সঙ্গে মমতার বন্ধন

ধারণা করা হয়, মক্কার এই কবুতরগুলো বহু বছর ধরে এখানে আশ্রয় নিয়ে আছে। স্থানীয়দের বিশ্বাস, এদের প্রতি মমতা প্রদর্শন এক ধরনের সওয়াবের কাজ। তাই অনেকেই খাদ্য নিয়ে এসে কবুতরদের খাওয়ান।

পবিত্র নগরীর পরিবেশ রক্ষায় কর্তৃপক্ষও সতর্ক। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রেখে কবুতরদের উপস্থিতি যেন সৌন্দর্য ও ঐতিহ্যের অংশ হয়ে থাকে, সেদিকে নজর রাখা হয়।

হাজিদের অনুভূতি

হজ বা ওমরাহ পালন করতে আসা অনেক মুসল্লির কাছে এই চত্বর এক বিশেষ অনুভূতির স্থান। কাবা শরিফ তাওয়াফের পর যখন কেউ ক্লান্ত শরীরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে বসেন, তখন চারপাশের কবুতরের ঝাঁক তার মনে এক অদ্ভুত প্রশান্তি এনে দেয়।

বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে আসা মানুষ এখানে একই আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে একই দৃশ্য উপভোগ করেন-এ যেন বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্যের প্রতিচ্ছবি।

নীরবতার ভাষা

কবুতর চত্বরের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য তার নীরব আবেদন। এখানে কোলাহল নেই, আছে মৃদু গুঞ্জন; আছে শান্তির বার্তা।

মক্কা-র এই কবুতর চত্বর তাই শুধু একটি পর্যটন-আকর্ষণ নয়; এটি একটি অনুভূতি, একটি স্মৃতি, যা হাজিদের হৃদয়ে দীর্ঘদিন ধরে রয়ে যায়।

শেষকথা

পবিত্র নগরীর ব্যস্ততার মাঝেও এই ছোট্ট চত্বর যেন মনে করিয়ে দেয়-আল্লাহর ঘরের ছায়ায় মানুষ ও প্রকৃতি পাশাপাশি বেঁচে থাকতে পারে শান্তি ও সহমর্মিতার বন্ধনে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে কবুতরদের উড়ে যাওয়া দেখলেই বোঝা যায়, কখনো কখনো নীরবতাই সবচেয়ে গভীর কথা বলে।

মিনা:

মক্কার পবিত্র ভূমিতে হজের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলোর একটি হলো মিনা।

হজের দিনগুলোতে এখানে অবস্থান করেন লাখো হাজি। বাইরে থেকে দেখলে এটি যেন সারি সারি সাদা তাবুর এক বিশাল নগরী; কিন্তু ভেতরে রয়েছে গভীর আধ্যাত্মিক আবহ, ত্যাগ ও শৃঙ্খলার এক অনন্য চিত্র।

তাবুর নগরী: শৃঙ্খলার অনন্য উদাহরণ

মিনাকে বলা হয় বিশ্বের বৃহত্তম অস্থায়ী শহর। নির্দিষ্ট নিয়মে সাজানো তাবুগুলোতে হাজিরা অবস্থান করেন ৮ থেকে ১২ জিলহজ পর্যন্ত। প্রতিটি তাবুতে নির্ধারিত সংখ্যা অনুযায়ী মানুষ থাকেন, রয়েছে খাবার ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা। শৃঙ্খলা, সহমর্মিতা ও ধৈর্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার এক বাস্তব অভিজ্ঞতা এটি।

জামারাতে প্রতীকী শয়তানকে পাথর নিক্ষেপ

মিনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো জামারাত এলাকা। এখানে হাজিরা প্রতীকীভাবে শয়তানকে পাথর নিক্ষেপ করেন, যা আত্মসংযম ও মন্দ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে অবস্থানের প্রতীক। বহুতল বিশিষ্ট জামারাত সেতুতে সুসংগঠিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে লাখো মানুষের অংশগ্রহণ নিরাপদভাবে সম্পন্ন হয়।

আত্মসমর্পণ ও ত্যাগের শিক্ষা

মিনায় অবস্থান কেবল একটি আনুষ্ঠানিকতা নয়; এটি ত্যাগ ও ধৈর্যের অনুশীলন। সীমিত জায়গা, নির্ধারিত সময়সূচি ও নিরবচ্ছিন্ন ইবাদত-সব মিলিয়ে হাজিরা অনুভব করেন আত্মশুদ্ধির এক অনন্য পরিবেশ।

এখানে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ নেই; একই তাবুর নিচে বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন ভাষার মানুষ একসঙ্গে সময় কাটান-একই উদ্দেশ্যে, এক স্রষ্টার সন্তুষ্টির আশায়।

অনুভূতির রেশ

মিনায় কিছুক্ষণ কাটিয়ে মনে হলো-

এটি কেবল তাবুর শহর নয়, বরং সংযম, সহনশীলতা ও ভ্রাতৃত্ববোধের জীবন্ত পাঠশালা।

প্রতিটি মুহূর্ত যেন মনে করিয়ে দেয়-ত্যাগ ছাড়া অর্জন নেই, আর ধৈর্য ছাড়া পূর্ণতা নেই।।

আরাফাত ময়দান :

ঘুরে এলাম সৌদি আরবের মক্কার আরাফাত ময়দান-যেখানে মানুষের কণ্ঠে কণ্ঠে মিশে যায় দোয়া, অশ্রু আর আশার সুর।

ইসলামের ইতিহাসে এই প্রান্তর কেবল একটি ভৌগোলিক স্থান নয়; এটি আত্মশুদ্ধি, অনুতাপ ও ক্ষমাপ্রার্থনার এক অনন্য মঞ্চ।

আরাফাতের পরিচয়

মক্কা নগরী থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে বিস্তৃত এই সমতল ভূমি। হজের সময় ৯ জিলহজ তারিখে বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে আসা লাখো হাজি এখানে সমবেত হন। ইসলামী শরিয়তে বলা হয়, "হজ হলো আরাফাত।" অর্থাৎ, আরাফাতে অবস্থান (উকুফ) ছাড়া হজ পূর্ণতা পায় না।

জাবালুর রহমাহ-রহমতের পাহাড়

আরাফাতের মাঝখানে অবস্থিত ছোট্ট পাহাড়টি পরিচিত জাবালুর রহমাহ নামে। ইতিহাস অনুযায়ী, এখানেই আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) পুনর্মিলিত হয়েছিলেন। পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে যখন চারপাশে তাকাই, মনে হয়-মানুষের সমুদ্র যেন আল্লাহর দরবারে একসঙ্গে হাত তুলে আছে।

হজের হৃদস্পন্দন

হজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত হলো আরাফাতের দিন। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত হাজিরা এখানে অবস্থান করে দোয়া, জিকির ও ইবাদতে মগ্ন থাকেন। সাদা ইহরামে মোড়া অসংখ্য মানুষ-কোনো ভেদাভেদ নেই, নেই জাতি-ধর্ম-বর্ণের পার্থক্য-সবাই এক স্রষ্টার সামনে সমান।

অনুভূতির রঙ

আরাফাত ময়দানে দাঁড়িয়ে অনুভব করলাম-

- ❑ সময় যেন থমকে গেছে
- ❑ হৃদয়ের গভীর থেকে উঠে আসছে প্রার্থনা
- ❑ পৃথিবীর সব অহংকার যেন মুছে যায় এক নিমিষে

সূর্যাস্তের সময় আকাশের রঙ বদলে যায়; ঠিক তেমনই বদলে যায় মানুষের অন্তর। মনে হয়, নতুন এক শুরু অপেক্ষা করছে।

শেষকথা

আরাফাত কেবল একটি স্থান নয়, এটি আত্মসমর্পণের প্রতীক। এখানে এসে বুঝলাম-মানুষ যত বড়ই হোক, আল্লাহর সামনে সে এক বিনম্র বান্দা।

এই সফর শুধু ভ্রমণ নয়, এটি ছিল আত্মার এক জাগরণ।

জাবাল আন-নূর:

মক্কার আকাশ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে থাকা জাবাল আন-নূর-যার অর্থই 'আলোর পাহাড়'।

ইসলামের ইতিহাসে এই পাহাড়ের গুরুত্ব অপরিসীম। এখানকার হেরা গুহাতেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর প্রথম কোরআনের ওহি নাজিল হয়।

হেরা গুহা: ইতিহাসের সূচনা

জাবাল আন-নূরের চূড়ায় অবস্থিত ছোট্ট হেরা গুহা। নির্জন এই গুহায় মহানবী (সা.) গভীর ধ্যান-চিন্তায় সময় কাটাতেন। ৬১০ খ্রিস্টাব্দে, রমজান মাসের এক রাতে, ফেরেশতা জিবরাইল (আ.)-এর মাধ্যমে নাজিল হয় পবিত্র কোরআনের প্রথম আয়াত-

"ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাজি খালাক্"

এই মুহূর্ত থেকেই শুরু হয় ইসলামের দাওয়াতের যুগান্তকারী অধ্যায়।

কঠিন আরোহন, গভীর অনুভূতি

প্রায় ৬৪০ মিটার উচ্চতার এই পাহাড়ে উঠতে হয় খাড়া পথ বেয়ে। পাথুরে সিঁড়ি আর সংকীর্ণ গলি পেরিয়ে যখন গুহার সামনে পৌঁছানো যায়, তখন মনে হয়-এখান থেকেই মানবতার জন্য নূরের আলো ছড়িয়ে পড়েছিল সারা পৃথিবীতে।

হাজারো মুসল্লি ও দর্শনার্থী প্রতিদিন এখানে আসেন সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তের স্মৃতি অনুভব করতে।

আধ্যাত্মিকতার কেন্দ্রবিন্দু

জাবাল আন-নূর শুধু একটি পাহাড় নয়; এটি আত্মজাগরণের প্রতীক। পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে আগত মুসলমানরা এখানে এসে অনুভব করেন কোরআনের প্রথম বাণীর শক্তি ও তাৎপর্য।

নীরব গুহায় দাঁড়িয়ে মনে হয়-এই নীরবতাই একদিন বদলে দিয়েছিল ইতিহাসের গতিপথ।

ফিচারের শেষকথা

মক্কার জাবাল আন-নূরে কিছু সময় কাটানো মানে ইতিহাসের এক জীবন্ত অধ্যায়ের সামনে দাঁড়ানো। এখানেই নাজিল হয়েছিল পবিত্র কোরআনের প্রথম ওহি, যা মানবজাতির জন্য হয়ে উঠেছে হেদায়েতের আলো।

আজও সেই পাহাড় সাক্ষী-কীভাবে এক নির্জন গুহা থেকে ছড়িয়ে পড়েছিল বিশ্বজনীন বার্তা।

লেখক:এহসানুল ইসলাম চৌধুরী শামীম ,,যুক্তরাজ্যের সিনিয়র সাংবাদিক।

SHAHBAG JAMIA MADANIA
QASIMUL ULUM
MADRASHA &ORPHANAGE

UK Charity No. 1126168
NGO Affairs Bureau Bangladesh
Registration No- 3052

UK: 71-75 Blakeland Street, Birmingham, B9 5XQ
Bangladesh : P.O: Shahbag, Zakiganj, Sylhet.
Phone: 0088 01716602167 / 0088 0171 5336357

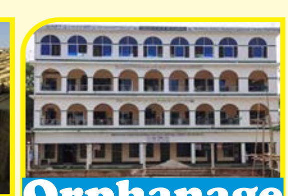

Please Help supporting the poor & needy with your:
Lillah Sadaqah Zakat Fitra
Fidya Kaffara Qurbani

CAN DONATE VIA :
Paypal: shahbagjamia@yahoo.com
Online: www.shahbagjamia.com
Telephone: 0798 335 7324
UK Bank Details:
Shahbag Jamea Madania Quasimul Ulum Trust
HSBC Bank
Sort Code: 40-21-05 Account No: 51625608
B.I.C Swift Code- HBUKGB4112U
IBAN-GB98HBUK40210551625608

PROJECTS
Hafiz Sponsor £250 x 3 = £750 .00
Shops (permanent income for Orphanage) Per Shop £2500.00
Class/Living Room for Orphanage Per Room £3000.00
Support Needed FISHERY Project to Generate Permanent Income for Madrasha & Orphanage
33 Decimal Land £1000, One Cow £400 Minnow (Fishery), Tree plant £100
Ashab-e-Badr Fund one off payment £700.00 x 313 Donor

For further information please contact:
Maulana Abdul Hafiz, Principal
Mobile: 0798 335 7324
e: shahbagjamia@yahoo.com www.shahbagjamia.com

SHAH JALAL MADRASA AND EATIM KHANA TRUST

Sulemanpur, Sunamganj

www.shahjalalmadrasa.com

(UK Charity Reg: 1126912)

শাহজালাল মাদরাসা ও এতিম খানার প্রয়োজন মেটাতে আপনি যেভাবে সাহায্য করতে পারেন:

আসসালামু আলাইকুম, সম্মানীত দানশীল ভাই ও বোনেরা আপনাদের দান সাদাকাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সুনামগঞ্জ এর ভাটি এলাকা সুলেমান পুরে বিশাল শাহজালাল (রহ:) মাদ্রাসা ও এতিম খানা। বর্তমানে অসংখ্য দরিদ্র এতিম ছাত্রদের থাকা ও লিখাপড়ার জায়গা সংকুলান না হওয়ায় নতুন একটি ছয়তলা ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। আল্লাহর ওয়াস্তে আপনার অথবা আপনার মা বাবার নামে একটি রুম দান করে এতিম ছেলে মেয়েদের কোরআনে হাফিজ ও আলিম হওয়ার জন্য আপনার সাহায্য কামনা করা হচ্ছে। আপনার দানের জন্য আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে এর ছোয়াব দান করবেন ইনশাআল্লাহ।

The ways in which you can fulfil the needs of Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana:

Assalamu Alaikum

Respectable Brothers and Sisters – Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana Trust, is an established UK based charitable organisation which provides and supports poor/ orphan student's education, free living accommodation, food and clothes through your kind donations.

Alhamdulillah, we have started construction of a new 6 story building for the students of Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana, Sulemanpur, Sunamganj - we are appealing to all our well-wishers and donors to give Sadaqah Jariyah to complete this building.

May Allah (SWT) reward you in this life and hereafter. Ameen.

The ways in which you can fulfil the needs of Shahjalal Madrasa and Eatim Khana:

- £2500 - Towards a room in the Madrasa in your name or in the name of your parents
- £1000 - Life member
- £500 - Sponsor 1 poor/orphan student
- £250 - One Kear Land
- £150 - Bukhari Sharif, Muslim Sharif, Tafsir set (full title jamat set)
- £100 - 20 Bags of cement
- £90 - 1000 Bricks
- £25 - 5 Zil Quran
- £20 - 1 Bag rice

শাহজালাল মাদরাসা ও এতিম খানার প্রয়োজন মেটাতে আপনি যেভাবে সাহায্য করতে পারেন:

- ২৫০০ পাউন্ড একটি রুম
- ১০০০ পাউন্ড লাইফ মেম্বার
- ৫০০ পাউন্ড হাফিজ স্পন্সর
- ২৫০ পাউন্ড দিয়ে এক কেয়ার জমিন
- ১৫০ পাউন্ড দিয়ে ফুল টাইটেল জামাতের এক সেট কিতাব
- ১০০ পাউন্ড দিয়ে বিশ বস্তা সিমেন্ট
- ৯০ পাউন্ড দিয়ে এক হাজার ইট
- ২৫ পাউন্ড দিয়ে পাঁচ জিলদ কোরআন
- ২০ পাউন্ড দিয়ে এক বস্তা চাউল

You can also become a life sponsor of poor/orphan student by donating £5, £10, £20 or any amount by setting up monthly direct debit

Bank Details : HSBC
Shah Jalal Madrasha and Eatim Khana Trust
Account No: 81419366, Sort Code: 40-11-43

www.justgiving.com/campaign/SMETRUST
Email: smszaman@hotmail.co.uk
Website: www.shahjalalmadrasa.com

Contact: Founder Chairman, Syed Moulana Shamsuzzaman, Mobile: 07944 267 205

You can make donations by PayPal by logging into our website

হাউস অব লর্ডসে উন্মোচিত “আমার বাড়ি, আমার জীবন”

লন্ডনে বাংলাদেশি প্রবীণদের আবাসন বৈষম্য নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা

লন্ডন, ৫ ফেব্রুয়ারি: পূর্ব লন্ডনের বাংলাদেশি কমিউনিটির প্রবীণদের আবাসন বাস্তবতা নিয়ে পরিচালিত গবেষণা প্রতিবেদন “আমার বাড়ি, আমার জীবন” আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মোচন করা হয়েছে লন্ডনের হাউস অব লর্ডসের চোলমন্ডেলি রুমে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লর্ড বেস্ট, ঙইউ, উখ। তিনি গবেষণাটিকে “অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, সুসংহত ও লক্ষ্যভিত্তিক” হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন, এটি এমন একটি কাজ যা সিভিল সার্ভেন্ট ও মন্ত্রীদের গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নেওয়া উচিত। তাঁর মতে, গবেষণাটি বাস্তব ও অর্থবহ পরিবর্তন আনতে সক্ষম।

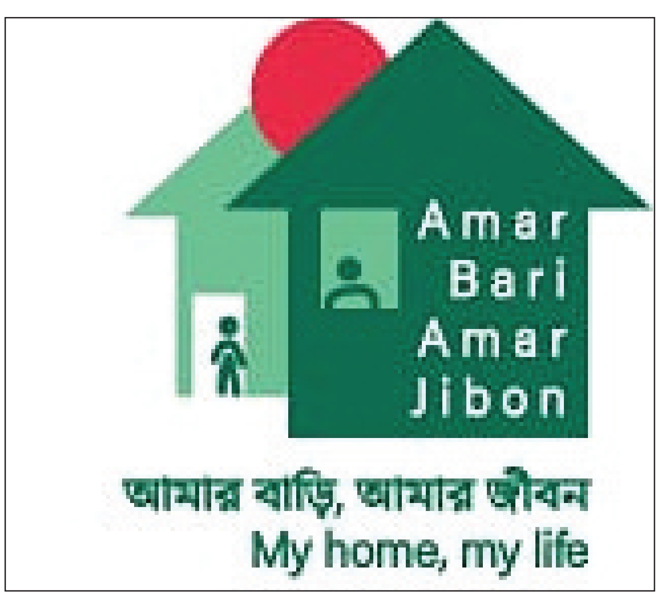

তিন বছরব্যাপী এই গবেষণাটি ভিভেনসা ফাউন্ডেশনের কমিশনে পরিচালিত হয় এবং এতে অংশীদার ছিল দ্য ওপেন ইউনিভার্সিটি, বাংলা হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন এবং হাউজিং লার্নিং অ্যান্ড ইমপ্রুভমেন্ট নেটওয়ার্ক (ঐড়ুংরহম খওঘ)। গবেষণায় টাওয়ার হ্যামলেটস, নিউহ্যাম, হ্যাকনি ও রেডব্রিজে বসবাসরত ৫০ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সী ৭৬ জন বাংলাদেশি নারী-পুরুষের পূর্ণাঙ্গ সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়।

গবেষণাটি দেখিয়েছে, আজীবন চলমান আবাসন বৈষম্য বার্ধক্যে এসে আরও ঘনীভূত হয় এবং তা প্রবীণদের স্বাস্থ্য, সামাজিক কেয়ার, পারিবারিক সম্পর্ক ও সামগ্রিক সুস্থতার ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। অংশগ্রহণকারী অনেক প্রবীণ এমন ঘরে বসবাস করছেন, যা তাদের বয়সজনিত শারীরিক সীমাবদ্ধতা, দীর্ঘমেয়াদি অসুস্থতা কিংবা চলাফেরার প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

বিশেষ করে সোশ্যাল হাউজিং ও প্রাইভেট ভাড়া বাসায় বসবাসকারীদের মধ্যে স্যাঁতসেঁতে পরিবেশ, বাতাস চলাচলের অভাব এবং হিটিং সমস্যার বিষয়টি ব্যাপকভাবে উঠে এসেছে। এসব কারণে শ্বাসকষ্ট, সংক্রমণ ও মানসিক অবসাদের ঝুঁকি বাড়ছে বলে গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে।

গবেষণায় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে উঠে এসেছে ‘কার্যকরী অতিরিক্ত ভিড়’ বা জনাকীর্ণ বসবাস। অধিকাংশ বাসস্থান একক পরিবারের ধারণায় নির্মিত হলেও বাস্তবে অনেক বাংলাদেশি পরিবার যৌথ বা মাল্টি-জেনারেশনাল কাঠামোয় বসবাস করে। এর ফলে ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অভাব, পারিবারিক টানাপোড়েন এবং ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক চর্চায় বাধা তৈরি হচ্ছে।

অনেক প্রবীণ অভিযোগ করেছেন, কাউন্সিল বা বাড়িওয়ালার কাছে সহায়তা চাইলে তারা ধীর বা অনুপযুক্ত সাড়া পান। ভাষাগত প্রতিবন্ধকতা এবং প্রশাসনিক জটিলতার কারণে অনেকেই শেষ পর্যন্ত আবেদন করা থেকে সরে দাঁড়ান। ফলে ঝুঁকিপূর্ণ ও অনুপযুক্ত পরিবেশেই তাদের বসবাস অব্যাহত থাকে, যা স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়ানোর পাশাপাশি পরিবারের ওপর কেয়ারের চাপও বৃদ্ধি করে।

দ্য ওপেন ইউনিভার্সিটির বার্ধক্য বিষয়ক সিনিয়র লেকচারার এবং গবেষণার প্রধান গবেষক মানিক গোপীনাথ বলেন, “দীর্ঘদিন ধরে বয়স্ক বাংলাদেশি মানুষরা বার্ধক্য ও আবাসন-সংক্রান্ত গবেষণা ও নীতিনির্ধারণে অদৃশ্য থেকেছেন। এই গবেষণা তাদের কণ্ঠকে কেন্দ্রে এনে দেখিয়েছে-বৈষম্য কেবল বিদ্যমান নয়, বরং তা প্রতিদিনের জীবনে কীভাবে অনুভূত হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে আজীবন বঞ্চনার পরিণতি হিসেবে কীভাবে প্রকাশ পায়।”

বাংলা হাউজিং অ্যাসোসিয়েশনের সিইও বশির উদ্দিন বলেন, “গবেষণা তখনই অর্থবহ হয়, যখন তা বাস্তব পদক্ষেপে রূপ নেয়। এটি একটি স্পষ্ট ‘কল টু অ্যাকশন’। বিদ্যমান ঘরগুলোকে বসবাসযোগ্য করে তুলতে প্রয়োজনীয় অভিযোজন নিশ্চিত করতে হবে এবং নতুন নির্মাণে বড় ও পরিবার-উপযোগী বাসস্থানের বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে।”

গবেষণাটি নীতিনির্ধারক ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের প্রতি কয়েকটি সুস্পষ্ট সুপারিশ তুলে ধরেছে। এর মধ্যে রয়েছে-জাতিগত ও বয়সভিত্তিক বিভাজিত আবাসন তথ্য নিয়মিত সংগ্রহ, প্রবীণদের জন্য বাসায় বিশেষ সুবিধা সংযোজনের পথে বৈষম্যমূলক বাধা দূর করা, মাল্টি-জেনারেশনাল বসবাসকে বৈধ আবাসন পছন্দ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া এবং আবাসনকে স্বাস্থ্য ও সামাজিক কেয়ারের সঙ্গে সমন্বিতভাবে বিবেচনা করা।

গবেষণায় সতর্ক করা হয়েছে যে, ২০৫০ সালের আবাসনের প্রায় ৮০ শতাংশ ইতোমধ্যেই বিদ্যমান। ফলে বিদ্যমান বাসস্থানগুলোকে আরও নিরাপদ, প্রবেশগম্য ও বয়স-উপযোগী করে তোলা এখনই জরুরি। অন্যথায় আবাসন-সংক্রান্ত বৈষম্য ভবিষ্যতে জাতিগত, স্বাস্থ্য ও কেয়ার-সংক্রান্ত বৈষম্যকে আরও গভীর করবে।

সব মিলিয়ে, “আমার বাড়ি, আমার জীবন” শুধু একটি গবেষণা প্রতিবেদন নয়-এটি পূর্ব লন্ডনের প্রবীণ বাংলাদেশি কমিউনিটির জীবনসংগ্রামের এক মানবিক দলিল। গবেষণাটি স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে: উপযুক্ত আবাসন ছাড়া মর্যাদাপূর্ণ ও সুস্থ বার্ধক্য নিশ্চিত করা সম্ভব নয়।

নির্বাচন পরবর্তিতে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের আহবান

বাংলাদেশে আসন্ন জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ ক্রমেই বাড়ছে। আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় মানবাধিকার সংস্থাগুলোর প্রতিবেদন অনুযায়ী, হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে লক্ষ্যভিত্তিক হামলা, ভয়ভীতি প্রদর্শন ও বাস্তুচ্যুতির ধারাবাহিক প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে যা নির্বাচন-পরবর্তী সাম্প্রদায়িক সহিংসতার গুরুতর ঝুঁকির ইঙ্গিত দিচ্ছে।

গত ১০ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, পূর্ব লন্ডনের লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত ‘ফোরাম ফর স্যাকুলার বাংলাদেশ’ এর উদ্যোগে লন্ডনে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়ে কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ নির্বাচন পরবর্তি সহিংতা ও সংখ্যলঘুদের নিরাপত্তা নিয়ে উদবেগ প্রকাশ করেছেন। মতবিনিময় সভায় আসন্ন জাতীয় নির্বাচনের প্রাক্কালে ও নির্বাচন পরবর্তীতে বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সরকার, সব রাজনৈতিক দল ও সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সিভিল

সোসাইটি সংগঠন সমুহকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের আহবান জানিয়েছেন । ফোরাম ফর স্যাকুলার বাংলাদেশ এর প্রেসিডেন্ট সৈয়দ এনামুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও শাহ মুস্তাফিজুর রহমান বেলালের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত মত বিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন সেক্যুলার বাংলাদেশ মুভমেন্টের, কাউন্সিলার পুষ্পিতা গুপ্তা, বাংলাদেশ হিন্দু এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট প্রশান্ত দত্ত পুরকায়েস্ত বি ই এম, জাসদের অ্যাডভোকেট মুজিবুল হক মনি, সৈয়দা নাজনিন সুলতানা শিখা, সনাতন এসোসিয়েশনের রবিন পাল, ড. হাসনিন চৌধুরী, সাংবাদিক আব্দুল বাসির,

সাংবাদিক সাজিদুর রহমান, হিন্দু সোসাইটির হারাধন ভৌমিক ও স্বরূপ শ্যাম চৌধুরী, অনলাইন এক্টিভিস্ট সুশান্ত দাস গুপ্ত, শাহাব উদ্দিন আহমেদ বাচ্চু, জয়দীপ রায় প্রমুখ।

আলোচকরা বলেন বাংলাদেশে আসন্ন জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ ক্রমেই বাড়ছে। আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় মানবাধিকার সংস্থাগুলোর প্রতিবেদন অনুযায়ী, হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে লক্ষ্যভিত্তিক হামলা, ভয়ভীতি প্রদর্শন ও বাস্তুচ্যুতির ধারাবাহিক প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে যা নির্বাচন-পরবর্তী সাম্প্রদায়িক সহিংসতার গুরুতর ঝুঁকির ইঙ্গিত দিচ্ছে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতেও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বারবার হামলার ঘটনা ঘটেছে, যার মধ্যে রয়েছে হত্যা, গণপিটুনি, অগ্নিসংযোগ ও বাংলাদেশ হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি এবং হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ সহ বিভিন্ন সংখ্যালঘু অধিকার সংগঠনের তথ্য অনুযায়ী ২০২২ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে ৩,০০০-এর বেশি ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা, ৫০০-এর বেশি যৌন সহিংসতার মামলা এবং কয়েক দশ হাজার মানুষের বাস্তুচ্যুতির ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে। সাম্প্রদায়িক সহিংসতার পাশাপাশি বাংলাদেশে সার্বিক জননিরাপত্তার পরিস্থিতিরও অবনতি ঘটেছে। পুলিশ স্টেশন থেকে আগ্নেয়াস্ত্র লুট, উগ্রবাদী যোগাযোগ থাকা বন্দিদের পলায়ন এবং চরমপন্থী গোষ্ঠীগুলোর তৎপরতা নির্বাচনী সময়ে সংখ্যালঘুদের জন্য ঝুঁকি আরও বাড়িয়ে তুলছে। স্বাধীন পর্যবেক্ষকরাও আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় গুরুতর ঘাটতি ও জবাবদিহির অভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। পুলিশের দেরিতে বা অসংগত প্রতিক্রিয়া এবং সাম্প্রদায়িক অপরাধকে রাজনৈতিক বিরোধ হিসেবে ভুল ভাবে চিহ্নিত করার প্রবণতা উদ্বেগজনক।

গত এক সপ্তাহে প্রচারিত আল জাজিরা ও বিবিসি বাংলার সরেজমিন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে বর্তমানে হিন্দু ও অন্যান্য সংখ্যালঘু ভোটাররা আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন এবং ভয়ভীতি প্রদর্শনের কারণে আসন্ন নির্বাচনে তাঁদের অংশগ্রহণ গুরুতরভাবে বাধাগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। যথাযথ পদক্ষেপ নিলে নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতা থেকে সংখ্যালঘুদের রক্ষা করা সম্ভব। কিন্তু আশঙ্কার ব্যাপার হচ্ছে নির্বাচনের দুই দিন আগেও সংখ্যালঘুদের উপর আসন্ন বিপদ নিয়ে সর্বমহলে আশ্চর্য্য নিরবতা বিরাজ করছে।

সংগঠনের সভাপতি বলেন ফোরাম ফর সেক্যুলার বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কাছে জমা দেওয়া স্মারকলিপিতে যুক্তরাজ্য সরকারের প্রতি কয়েকটি কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে।এর মধ্যে রয়েছে নির্বাচন-সংক্রান্ত সাম্প্রদায়িক সহিংসতার বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতার বার্তা দিয়ে কূটনৈতিক যোগাযোগ জোরদার করা, বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় সংখ্যালঘু সুরক্ষার বিষয়টি দেওয়া, স্বাধীন নির্বাচন ও মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান এবং সংখ্যালঘু অধিকারবিষয়ক জাতিসংঘের বিশেষ প্রতিবেদনকারীদের সঙ্গে সহযোগিতা উৎসাহিত করা।

স্মারকলিপিতে বলা হয়েছে, “যুতক্তরাজ্যের পক্ষ থেকে দ্রুত ও দৃঢ় সম্পৃক্ততা নবায়িত সাম্প্রদায়িক সহিংসতা প্রতিরোধ করতে পারে এবং বাংলাদেশে একটি শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়াকে সহায়তা করতে পারে। গণহামলা, চরমপন্থী তৎপরতা ও দায়মুক্তির পুনরাবৃত্তি স্পষ্টভাবে দেখায় যে, বাংলাদেশের হিন্দু সংখ্যালঘু এখনো তীব্র ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

এছাড়াও সংগঠনটি সহিংসতা প্রতিরোধে সুপারিশ করেছে, ১ সরকার প্রধান ও সেনা প্রধানকে প্রকাশ্যে অংগীকার করতে হবে কোন অযুহাতেই সংখালঘু নির্যাতন নয়, ২ ঝুকিপুর্ণ সংখ্যালঘু এলাকায় ভোটের পর ১৫ দিন পর্যন্ত বিজিবি পুলিশ র‍্যাব মোতায়েন রাখতে হবে, ৩ মুল প্রতিদ্বন্ধী রাজনৈতিক দলগুলোকে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিতে হার জিত যাই হোক সংখ্যালঘুদের দায়ী করা হবে না এবং কোন সহিংসতা করা হবে না ও ৪ দেশপ্রেমিক সামাজিক সাংস্কৃতিক ও সিভিল সোসাইটি সংগঠন কে ঝুকিপুর্ণ এলাকায় সংখালঘু নিরাপত্তা বেস্টনি গড়ে তুলতে হবে।

বিএনপির জনসভায় যাওয়ার পথে সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যানের মৃত্যু

সিলেট অফিস : মিছিল নিয়ে বিএনপির নির্বাচনী জনসভায় যাওয়ার পথে মারা গেছেন বিশ্বনাথ উপজেলা পরিষদের সাবেক দুই বারের চেয়ারম্যান সুহেল আহমদ চৌধুরী। সোমবার বিকেল সাড়ে ৩ টার দিকে সিলেটের বিশ্বনাথ পৌরসভায় সিলেট-২ আসনে বিএনপি মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী তাহসিনা রুশদীর লুনার ধানের শীষ প্রতিকের সমর্থনে অনুষ্ঠিত শেষ নির্বাচনী জনসভায় যাওয়ার পথে তিনি মারা যান।

২০২৪ সালে উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে বিশ্বনাথ উপজোর চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন সুহেল আহমদ চৌধুরী। তিনি সিলেট জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি।

জানা যায়, আজ সোমবার বিকেলে বিশ্বনাথ পৌর শহরের নতুন বাজারে সিলেট-২ আসনে বিএনপি মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী তাহসিনা রুশদীর লুনার ধানের শীষ প্রতিকের সমর্থনে শেষ নির্বাচনী জনসভা ছিল। মিছিল নিয়ে জনসভাস্থলের কাছাকাছি যাওয়া মাত্রই হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে মাটিতে লুঠিয়ে পড়েন সুহেল আহমদ চৌধুরী। সঙ্গে সঙ্গে তার সঙ্গীয় নেতাকর্মী ও স্বজনরা তাকে দক্ষিণ সুরমার নর্থ ইষ্ট মেডিকেলে নিয়ে গেলে বিকেল ৪টার দিকে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করে সিলেট জেলা বিএনপি সভাপতি আব্দুল কাইয়ূম চৌধুরী জানান, সুহেল আহমদ চৌধুরী নির্বাচনী জনসভায় যাওয়ার পথে মিছিলে হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে মাটিতে লুঠে পড়েন। পরে তাকে হাসপাতালে নেওয়ার পরে তিনি মারা যান। তার লাশ বর্তমানে বাড়িতে আছে। আমি এখন সেখানে যাচ্ছি।

সুহেল আহমদ চৌধুরীর মৃত্যুতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুক ও উপজেলার সর্বত্র নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

রাজনগরে জামায়াত কর্মীদের ওপর বিএনপি সমর্থকদের হামলার অভিযোগ

রাজনগর সংবাদদাতা : মৌলভীবাজারের রাজনগরে বিএনপির কর্মী সমর্থকদের হামলায় ৩ জন আহত হয়েছেন। এসময় জামায়াতের সমর্থকদের একটি পিক আপ ভাঙচুর করা হয়েছে। আহত একজনকে হসপিটালে ভর্তি করা হয়েছে। একই সময়ে বিএনপির আরও একজন কর্মী আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। এ ঘটনায় পরিস্থিতি উত্তপ্ত হলে রাজনগর থানার পুলিশ সেনাবাহিনী ও বিজিবিসহ পুলিশ সদস্যরা রাজনগর বাজারে অবস্থান নেয়।

পরে রাজনগরের দক্ষিণ দিকে জামায়াতের কর্মী সমর্থকরা ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনে বিএনপি সমর্থকরা অবস্থান করেন প্রায় দুই ঘন্টা। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার রাতে।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, রাজনগর বাজারে বিএনপি যুবদলের কর্মী সমর্থকরা শোডাউন করে। রাত সাড়ে ৯ টার পরে জামায়াতের কর্মী সমর্থকরা মোটরসাইকেল ও কয়েকটি পিকআপ গাড়ির শোডাউন নিয়ে আসেন। জামায়াত সমর্থকরা দাবী করেন এময় বিএনপি সমর্থকরা রাজনগর বাজারের 'জামতলায়' পথরোধ করে জামায়াতের গাড়ির সামনে দাঁড়ান।

অপরদিকে জামায়াতের গাড়ি থেকে তাদের ওপর ইট মারার দাবী করেন বিএনপির সমর্থকরা। এসময় জামায়াতের কর্মীদের ওপর বিএনপি সমর্থকরা হামলা চালালে জামায়াতের ৩ জন আহত হন। আহতরা হলেন - দত্তগ্রামের সাইফ আহমদ (১৭) ও শাওন (১৮) এবং সালন গ্রামের মিনহাজ। এ সময় শাওন আহমেদের একটি পিকআপ গাড়ি ভাংচুর করা হয়। অপরদিকে বিএনপির ইমরান (৩০) নামে একজন আহত হয়েছেন।

এদিকে এ ঘটনায় পরিস্থিতি উত্তপ্ত হলে রাজনগর বাজারের দক্ষিণ দিকে জামায়েত ইসলামের কর্মী সমর্থকরা ও রাজনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনে বিএনপির কর্মী সমর্থকরা লাঠিসোটা নিয়ে অবস্থান নেয়। খবর পেয়ে রাজনগর থানার পুলিশ, সেনাবাহিনী ও বিজিবির টিম রাজনগর বাজারে অবস্থান নেয়। পরে সহকারি রিটার্নিং কর্মকর্তা ও রাজনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার বিপুল সিকদার ঘটনাস্থলে আসেন। এ ঘটনায় রাজনগর থানায় এখনো কেউ অভিযোগ দেয়নি।

রাজনগর থানার ওসি ফরিদ উদ্দিন আহমেদ ভূঁইয়া বলেন, খবর পেয়েই পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়েছে। বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে। এ ঘটনায় এখনো কেউ অভিযোগ দেয়নি। অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

কানাডায় এমপি মনোনয়ন পেলেন সিলেটের ডলি

সিলেট অফিস : কানাডায় সংসদ সদস্য (এমপি) মনোনয়ন পেলেন সিলেট বিভাগের মৌলভীবাজারে জন্মগ্রহণকারী ডলি বেগম। তিনি কানাডার টরন্টোর স্কারবোরো সাউথওয়েস্ট আসনের দেশটির ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের মনোনয়ন পেয়েছেন। দীর্ঘদিনের লিবারেল দুর্গ হিসেবে পরিচিত এই আসনটি সাবেক মন্ত্রী বিল ব্লেয়ারের বিদায়ের পর শূন্য হয়েছিল।

ডলি বেগমের বাড়ি সিলেট বিভাগের মৌলভীবাজারের মনু নদের পাড়ে। বাবা রাজা মিয়া এবং মা জবা বেগমের হাত ধরে মাত্র ১২ বছর বয়সে তিনি পাড়ি জমান কানাডায়। টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতক শেষ করে তিনি লন্ডনের বিশ্বখ্যাত ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডন (ইউসিএল) থেকে উন্নয়ন প্রশাসন ও পরিকল্পনায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন।

কানাডার স্থানীয় সময় মঙ্গলবার সকালে লিবারেল পার্টি অব কানাডার পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়, স্কারবরো সাউথওয়েস্ট আসনের আসন্ন ফেডারেল উপ-নির্বাচনে ডলি বেগম প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নির নেতৃত্বাধীন লিবারেল দলের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

কানাডার আইনসভায় নির্বাচিত প্রথম বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত এমপিপি হিসেবে ডলি বেগম ২০১৮ সাল থেকে স্কারবরো সাউথওয়েস্টের প্রাদেশিক এমপিপি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

কুইন্স পার্কে ডলি বেগম কেবল একজন আইনপ্রণেতাই ছিলেন না, বরং অন্টারিও এনডিপির ডেপুটি লিডার এবং বিরোধী দলের একজন শক্তিশালী কণ্ঠস্বর হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। পরপর তিনবার বিশাল ব্যবধানে জয়ী হয়ে মানুষের হৃদয়ে ঠাঁই পান তিনি।

লিবারেল পার্টি অব কানাডার প্রেসিডেন্ট সাচিত মেহরা তার বিবৃতিতে বলেন, "ডলি বেগমের জনসেবার রেকর্ড অতুলনীয়। তিনি কেবল একজন দক্ষ রাজনীতিক নন, বরং সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক। প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নির নতুন টিমে ডলি বেগমের মতো নেতৃত্বের সংযুক্তি কানাডাকে আরও সমৃদ্ধ করবে।"

ডলি বেগম তার আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে লিবারেল দলে যোগ দেওয়ার কারণ হিসেবে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নির দূরদর্শী নেতৃত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, "আমি গত সাত বছর ধরে স্কারবরো সাউথ-ওয়েস্টের মানুষের জন্য লড়াই করেছি। তবে দেশের এই ক্রান্তিলগ্নে আমার মনে হয়েছে, আরও শক্তিশালী ও স্বাধীন অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ার জন্য কেন্দ্রীয় পর্যায়ে কাজ করা প্রয়োজন। প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নির নেতৃত্বে আমি সেই লক্ষ্য অর্জন করতে চাই।"

তিনি জানান, জীবনযাত্রার ব্যয় কমানো, সাশ্রয়ী আবাসন নিশ্চিত করা এবং কানাডাকে একটি ঐক্যবদ্ধ ও সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তোলার চ্যালেঞ্জ নিতে তিনি প্রস্তুত।

টরোন্টো প্রবাসী বিশিষ্ট কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব দেলোয়ার এলাহী বলেন, লিবারেল পার্টি ও প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নির এই সিদ্ধান্তে আবারও প্রমাণিত হয়, দল নয়, ব্যক্তির সততা, কর্মদক্ষতা, জনসংযোগ ও কানাডার বহুজাতিক, বহুবর্ণ ও বহুধর্মের মানুষের দেশ কানাডার সমতার রাষ্ট্রীয় দর্শন ধারণ ও চর্চাকারী রাজনীতির মানুষ মূলত কানাডার যেকোনও দলের আরাধ্য। ডলি বেগম যে এক্ষেত্রে সর্বাগ্রগণ্য গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছেন, তা বারবার প্রমাণিত। ডলি বেগমকে নিজ দলে টেনে মার্ক কার্নিই জয়ী হয়েছেন।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কানাডার প্রাদেশিক রাজনীতি থেকে ফেডারেল বা কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে ডলি বেগমের পদার্পণ তার ক্যারিয়ারে ভিন্ন মাত্রা যোগ করবে। পাশাপাশি রাজনীতিতে তার এই সাফল্য বাংলাদেশিদের বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের মাঝে দেশটির মূলধারার রাজনীতিতে অনুপ্রেরণা যোগাবে।

হবিগঞ্জে প্রেমের ফাঁদে ফেলে কিশোরীকে ধর্ষণ

হবিগঞ্জ সংবাদদাতা : প্রেমের ফাঁদে ফেলে কিশোরীকে ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। হবিগঞ্জের বানিয়াচং থানাধীন এলাকার এ ঘটনা ঘটে। ধর্ষেণের অভিযোগে বানিয়াচং থানায় মামলা করেন কিশোরীর পিতা। এরপর থেকে আত্মগোপনে চলে যান শিহাব উদ্দিন (২২) নামের ওই যুবক। সোমবার (২ জানুয়ারি) রাতে র‍্যাব গোপন তথ্যের ভিত্তিতে শিহাবকে নরসিংদী জেলার শিবপুর থানাধীন নারায়ণপুর এলাকায় অভিযান পরিচালনা গ্রেফতার করে। গ্রেফতার হওয়া শিহাব হবিগঞ্জের বানিয়াচং থানাধীন দুমারগাঁও গ্রামের জারু মিয়ার ছেলে।

র‍্যাব জানায়, শিহাব ভিকটিমের প্রতিবেশী হওয়ায় প্রায় সময়ই বাড়িতে যাওয়া আসা করত। এক পর্যায়ে তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠে। এরই ধারাবাহিকতায় গত বছরের ২ নভেম্বর রাতে কিশোরীর বাড়ির লোকজন না থাকায় কিশোরীর শয়ন কক্ষে ঢুকে তাকে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে একাধিকবার ধর্ষণ করে। পরের দিন ৩ নভেম্বর রাতে গ্রেফতার হওয়া শিহাব আবারও কিশোরীর শয়ন কক্ষে যায়। সেখানে অবস্থানকালীন সময়ে পুরুষের উপস্থিতি টের পেয়ে কিশোরীর পিতা ও মাতা কিশোরীর শয়ন কক্ষে গিয়ে তাদের দুজনকে আপত্তিকর অবস্থায় দেখতে পেয়ে শিহাবকে আটক করেন।

অতঃপর স্থানীয় মেম্বার, গণ্যমান ব্যক্তি ও বিবাদীর পিতা-মাতার উপস্থিতিতে পরদিন সকালে বিষয়টি সমাধানের জন্য শিহাবকে কিশোরীর বাড়িতে রেখে তারা চলে যান। গভীর রাতে শিহাব প্রসাব করার কথা বলে ঘর হতে বাহির হয়ে সকলের অগোচরে পালিয়ে যায়। এরপর কিশোরীর পিতা থানায় নারী ও শিশু আইনে মামলা দায়ের করেন।

লন্ডনে নিহত কানাইঘাটের শাকিলের পরিবারের পাশে ৩ রাইডার গ্রুপ

সিলেট অফিস : পূর্ব লন্ডনের কমার্শিয়াল রোডে মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত কানাইঘাটের তরুণ নাফিজুল হক শাকিলের শোকাহত পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে লন্ডনের সর্ববৃহৎ বেথনাল গ্রিন রাইডার গ্রুপসহ আরও দুটি রাইডার সংগঠন।

মঙ্গলবার (১০ ফেব্রুয়ারি) সকালে বেথনাল গ্রিন রাইডার গ্রুপের পক্ষ থেকে ৬ লাখ ১০ হাজার ১৯৩ টাকা, বেথনাল গ্রিন এমসিডি রাইডার গ্রুপের পক্ষ থেকে ৪ লাখ ১২ হাজার টাকা এবং সারা লন্ডন'র ব্রাদার্স গ্রুপের পক্ষ থেকে ২ লাখ ৬৫ হাজার টাকা-মোট ১২ লাখ ৮৭ হাজার ১৯৩ টাকা শাকিলের পরিবারের হাতে সহায়তা হিসেবে হস্তান্তর করা হয়।

সংগঠনগুলোর পক্ষে হিলাল আহমদ, ইমরান আহমদ, হাবিব আহমদ ও জাহেদ আহমদ বুলবুল এই অর্থ শাকিলের ছোট ভাই হাসানুল হক কামরান ও বোনের জামাই ইমাদুর

রহমানের হাতে তুলে দেন। এ সময় তারা শোকাহত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

উল্লেখ্য, গত ১৪ জানুয়ারি লন্ডনের কমার্শিয়াল রোডে এক ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন কানাইঘাট উপজেলার গাছবাড়ি ব্রাহ্মণগ্রামের বাসিন্দা নাফিজুল হক শাকিল। পরবর্তীতে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় লন্ডনের একটি হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়।

এদিকে ছেলের দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দেশে অবস্থানরত শাকিলের বাবা ফজলুল হক স্ট্রোক করেন। দ্রুত তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনিও মৃত্যুবরণ করেন।

বাবা ও ছেলের পরপর মৃত্যুর ঘটনায় প্রবাসী কমিউনিটিসহ সর্বত্র নেমে আসে শোকের ছায়া। শাকিলের পরিবারের এই দুঃসময়ে প্রবাসী বাংলাদেশিদের মানবিক ও সহমর্মিতাপূর্ণ উদ্যোগ সর্বমহলে প্রশংসা কুড়িয়েছে।

শাকিলের পরিবারের পক্ষ থেকে এই সহযোগিতার জন্য সংশ্লিষ্ট সংগঠনসহ সকলের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়েছে।

নতুন মন্ত্রীদের জন্য প্রস্তুত ৫০ গাড়ি, সম্ভাব্য শপথ ১৭ ফেব্রুয়ারি

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর নতুন মন্ত্রীদের জন্য ৫০টি গাড়ি প্রস্তুত রাখা হয়েছে। আগামী ১৭ কিংবা ১৮ ফেব্রুয়ারি নতুন মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীদের শপথ অনুষ্ঠান হতে পারে।

মঙ্গলবার (১০ ফেব্রুয়ারি) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এ তথ্য জানিয়েছে।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ জানায়, নতুন মন্ত্রীদের শপথের সম্ভাব্য তারিখ ধরা হয়ে হয়েছে ১৭ কিংবা ১৮ ফেব্রুয়ারি। তবে এর আগেও হতে পারে বলে জানায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

দায়িত্বশীল কর্মকর্তারা বলছেন, '৫০টি গাড়ি প্রস্তুত রাখা মানে ৫০ জন মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী করা হচ্ছে, বিষয়টি এমন নয়। মন্ত্রিসভার যতজন সদস্য করা হবে, তার থেকে বেশি গাড়ি প্রস্তুত রাখা হয়। অধিকাংশ মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী গাড়ি নিলেও কেউ কেউ নেন না।

গত ৫ ফেব্রুয়ারি এক সংবাদ সম্মেলনে প্রধান উপদেষ্টার প্রেসসচিব বলেছিলেন, 'সবচেয়ে দ্রুত সময়ে (ক্ষমতা) হস্তান্তর হবে। যদি দেখা যায় তিন দিনের মধ্যে এমন হয় যে সংসদ সদস্যরা শপথ নিয়েছেন, তারপর সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের লিডারকে (নেতা) ডাকা হচ্ছে যে আপনি আসেন শপথ নেন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে। তিন দিনের মধ্যে এটা হয়ে যেতে পারে। ১৫, ১৬ ফেব্রুয়ারিতে হতে পারে। আমার মনে হয় না এটি ১৭, ১৮ ফেব্রুয়ারির পরে যাবে।'

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট গ্রহণ করা হবে ১২ ফেব্রুয়ারি। একই দিনে জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নে গণভোটও অনুষ্ঠিত হবে।

দেশে খাদ্যশস্যের মজুদ রয়েছে ২২ লাখ ১০ হাজার ৬৭০ টন

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : দেশে নিরাপদ খাদ্য মজুদের লক্ষ্যমাত্রাকে ছাড়িয়ে খাদ্যশস্যের সরকারি মজুদ গত ছয় বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। বর্তমানে সরকারি গুদামগুলোতে ২২ লাখ ১০ হাজার টনেরও বেশি খাদ্যশস্য মজুদ রয়েছে, যা দেশের খাদ্য নিরাপত্তায় এক অভাবনীয় সাফল্য।

মঙ্গলবার সকালে খাদ্য মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত এক ব্রিফিংয়ে এই তথ্য জানান খাদ্য উপদেষ্টা আলী ইমাম মজুমদার। সংবাদ সম্মেলনে গত ৬ বছরের খাদ্যশস্যের মজুদসংক্রান্ত একটি পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়।

এ সময় খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব এ এস এম সালেহ আহমেদ এবং খাদ্যসচিব মো. ফিরোজ সরকার উপস্থিত ছিলেন।

খাদ্য উপদেষ্টা বলেন, 'আমাদের নিরাপদ খাদ্য মজুদের লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে ১৩ দশমিক ৫ লাখ টন; কিন্তু বর্তমানে আমাদের গুদামগুলোতে ২২ লাখ ১০ হাজার টনেরও বেশি খাদ্যশস্য মজুদ আছে। আল্লাহর রহমতে আমাদের খাদ্য মজুদ এখন সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছে।'

তিনি সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, 'আমি সব সময় বলতাম যে আমরা দায়িত্ব ছাড়ার সময় যতটুকু মজুদ থাকার কথা, ইনশাআল্লাহ তার চেয়ে বেশিই রেখে যাবো।

এখন সেই লক্ষ্য পূরণ হয়েছে। ফলে দুই দিন পর যিনি দায়িত্ব নেবেন, তাকে তাৎক্ষণিকভাবে তড়িঘড়ি করে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হবে না। তিনি ধীরস্থিরভাবে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবেন।'

ব্রিফিংয়ে গত ছয় বছরের (২০২১-২০২৬) খাদ্য মজুদের একটি তুলনামূলক প্রতিবেদন তুলে ধরা হয়।

তথ্য অনুযায়ী, ১০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চালের মজুদ ১৮ লাখ ৭৬ হাজার ৮৮ টন, গমের মজুদ ৩ লাখ ২২ হাজার ৭৪৩ টন এবং ধানের মজুদ ১ লাখ ৭ হাজার ৮১৫ টন।

অর্থাৎ দেশে চাল, গম ও ধান মিলিয়ে মোট খাদ্যশস্যের মজুদ দাঁড়িয়েছে ২২ লাখ ১০ হাজার ৬৭০ টনে। এটি গত ছয় বছরের একই সময়ের তুলনায় সর্বোচ্চ মজুদ। আর বিপুল মজুদ গত বছরের (২০২৫) একই সময়ের তুলনায় প্রায় ৮ লাখ ৩৪ হাজার টন বেশি।

বিগত বছরগুলোর পরিসংখ্যান তুলে ধরে বলা হয়েছে, ২০২১ সালে এই মজুদ ছিল মাত্র ৬ লাখ ৬৯ হাজার ৩৬৮ টন।

২০২২ সালে ২০ লাখ ৯ হাজার ৯২৪ টন। ২০২৩ সালে মজুদ ছিল ২০ লাখ ২৬ হাজার ১৯৬ টন। ২০২৪ এবং ২০২৫ সালে মজুদ যথাক্রমে ১৬ লাখ ৮৪ হাজার ৩৩০ এবং ১৩ লাখ ৭৬ হাজার ৫৫৫ টনে নেমে এসেছিল।

একুশে বইমেলা শুরু ২০ ফেব্রুয়ারি

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা :
প্রকাশকদের একটি অংশের আপত্তি সত্ত্বেও আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি থেকেই শুরু হচ্ছে অমর একুশে বইমেলা। এ পরিস্থিতিতে প্রকাশকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে স্টল ভাড়ায় ৫৫ শতাংশ মওকুফ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। মঙ্গলবার (১০ ফেব্রুয়ারি) বাংলা একাডেমিতে প্রকাশকদের সঙ্গে এক মতবিনিময়সভায় এ সিদ্ধান্ত জানানো হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংস্কৃতি উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী।

এর আগে 'পাঠকশূন্যতার আশঙ্কা', 'মানবিক বিপর্যয়' ও 'অর্থনৈতিক ঝুঁকি'র কথা উল্লেখ করে ৩২১টি প্রকাশনা সংস্থা এক যৌথ বিবৃতিতে ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে অনুষ্ঠেয় বইমেলায় অংশ না নেওয়ার ঘোষণা দেয়।

বিবৃতিতে বলা হয়, ২০২৬ সালের জাতীয় নির্বাচন-পরবর্তী বাস্তবতা ও পবিত্র রমজান মাসের কারণে ফেব্রুয়ারিতে বইমেলা আয়োজন হলে ব্যাবসায়িক ও মানবিক ঝুঁকি তৈরি হতে পারে। তবে ঈদুল ফিতরের পর বইমেলা হলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ এবং মেলা সফল করতে কর্তৃপক্ষকে সর্বাত্মক সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেয় তারা। এই প্রেক্ষাপটে মঙ্গলবার বইমেলা পরিচালনা কমিটির জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলা একাডেমির শহীদ মুনীর চৌধুরী সভাকক্ষে আয়োজিত সভায় সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মফিদুর রহমান, বাংলা একাডেমির মহাপরিচালকসহ পরিচালনা কমিটির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

সভায় প্রকাশকরা প্রকাশনা শিল্পের বর্তমান সংকট তুলে ধরে সরকারের কাছে বিভিন্ন দাবি পেশ করেন। সংস্কৃতি উপদেষ্টা গ্রন্থনীতি প্রণয়নসহ অধিকাংশ দাবির সঙ্গে নীতিগতভাবে একমত প্রকাশ করে এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে লিখিত প্রস্তাব দেওয়ার আহ্বান জানান।

বাংলা একাডেমির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, আসন্ন বইমেলায় অংশগ্রহণকারী প্রকাশকদের জন্য স্টল ভাড়ায় ৫৫ শতাংশ মওকুফ কার্যকর হবে।

এ বিষয়ে বইমেলা পরিচালনা কমিটির সদস্যসচিব সেলিম রেজা বলেন, যেসব প্রকাশক ইতোমধ্যে স্টল ভাড়ার টাকা জমা দিয়েছেন, তাদের অতিরিক্ত অর্থ ফেরত দেওয়া হবে। আর যারা এখনো টাকা জমা দেননি, তারা নবনির্ধারিত হারে সরাসরি টাকা জমা দিতে পারবেন।

বেতাগীতে আগুনে পুড়ল বসতঘর

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : বরগুনার বেতাগী উপজেলার সদর ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের ঝোপখালী গ্রামের খালেক মিলিটারির বসতঘরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। মঙ্গলবার (১০ ফেব্রুয়ারি) রাত ৯টায় বসতঘরটি সম্পূর্ণভাবে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। আগুনে ঘরের আসবাবপত্র, নগদ টাকা ও প্রয়োজনীয় মালামাল পুড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার রাত ৯টার দিকে হঠাৎ করে খালেক মিলিটারির বসতঘরে আগুনের সূত্রপাত হয়।

মুহূর্তের মধ্যেই আগুন ছড়িয়ে পড়লে ঘরের ভেতরে থাকা জিনিসপত্র বের করার সুযোগ পাননি পরিবারটির সদস্যরা। আগুনের লেলিহান শিখা দেখতে পেয়ে আশপাশের লোকজন ছুটে এসে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। পরে বেতাগী ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্সের সদস্যরা এসে আগুন নিয়ন্ত্রণ করেন।

অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

তবে একমাত্র বসতঘর হারিয়ে খালেক মিলিটারির পরিবারটি চরম দুর্ভোগে পড়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারটি বর্তমানে খোলা আকাশের নিচে মানবেতর জীবনযাপন করছে বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন। অবসরপ্রাপ্ত সেনা সদস্য আব্দুল খালেক বলেন, আগুন লাগার সঠিক কারণ এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

বেতাগী ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্সের ইনচার্জ আব্দুল লতিফ বলেন, 'আগুনের খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণ করেন। ধারণা করা হচ্ছে, বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট অথবা রান্নার চুলা থেকে আগুনের সূত্রপাত হতে পারে। তবে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

প্রধান উপদেষ্টাসহ সব উপদেষ্টার সম্পদ বিবরণী প্রকাশ

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা এবং সমমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি এবং তাদের স্ত্রী-স্বামীর সম্পদ বিবরণী প্রকাশ করা হয়েছে। মঙ্গলবার (১০ ফেব্রুয়ারি) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এ বিবরণী প্রকাশ করা হয়েছে।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে ২০২৪ সালের ১ অক্টোবর জারি করা প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা এবং সমমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ এবং তাদের স্ত্রী-স্বামীর ৩০ জুন ২০২৪ ও ৩০ জুন ২০২৫ তারিখের সম্পদ বিবরণী প্রকাশ করা হলো।

২০২৪ সালের আগস্টে দায়িত্ব গ্রহণের দুই সপ্তাহের মাথায় জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, দ্রুততম সময়ের মধ্যে তার সরকারের সব উপদেষ্টার সম্পদের বিবরণ প্রকাশ করা হবে।

বাংলা পোস্ট

Bangla Post
Unit - S7, The Whitechapel Centre
85 Myrdle Street, London E1 1HL
Tel: News - 0203 488 7990
Sales - 0203 633 2545
Email: info@banglapost.co.uk
Web: www.banglapost.co.uk

Honorary Chairman
Sheikh Md. Mofizur Rahman
Founder & Managing Director
Taz Choudhury
Marketing Director
Sayantan Das Adhikari

Board of Directors
Kamruz Zaman Shuheb
Gulam Kibria Oyes

Advisers
Mahee Ferdhaus Jalil
Tafazzal Hussain Chowdhury
Shofi Ahmed
Abdul Jalil

Editor in Chief
Taz Choudhury
Editor
Barrister Tareq Chowdhury
News Editor
Hasanul Hoque Uzzal
Sub Editor
Shaleh Ahmed
Head of Marketing
Md Joynal Abedin

Sylhet Bureau Chief
Md Moin Uddin Monju
Dubai Correspondent
Md Sarwar Uddin Rony
Birmingham Correspondent
Atikur Rahman

Sylhet Office
Abdul Aziz Zafran
Dhaka Office
Md Zakir Hossen

সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন

বাংলাদেশে নির্বাচন এলেই সংখ্যালঘু নির্যাতন বেড়ে যায়। এটা বন্ধ করতে হবে। তাদের মনে এই আশ্বাস দিয়ে হবে নির্বাচনে যাই হোক তাদের নিরাপত্তা সরকার দেবে। একই সং রাজনৈতিক দোল গুলো দেবে।

সাম্প্রতিক নির্বাচনী প্রচারে বিএনপি নেতা ও মুক্তিযোদ্ধা ফজলুর রহমান হিন্দু সম্প্রদায়ের উদ্দেশে দেওয়া বক্তৃতায় বলেন, 'আপনারা এই দেশ ছেড়ে যাইয়েন না, দুই ভাইয়ের মধ্যে এক ভাই যদি দেশ ছেড়ে চলে যায়, আরেক ভাই ঠিকমতো বাঁচতে পারে না।' তিনি আরও বলেন, 'হিন্দু আর মুসলমান, বাঙালির দুই হাত। একটা হাত চলে গেলে আরেকটা হাত ঠিকমতো কাজ করে না। যত দিন আমি আছি, যত দিন আমার বয়স আছে, আপনারা থাকেন।' এই বক্তৃতার ভিডিওতে দেখা যায়, সামনে বসে থাকা এক হিন্দু বৃদ্ধ চোখ মুছছিলেন, কান্না আড়াল করার চেষ্টা করছিলেন।

নির্বাচনী জনসভায় যখন একজন প্রার্থী এমন কথা বলেন, তখন এটা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে সমাজে সংখ্যালঘুদের মধ্যে ভয় আছে, আশঙ্কা আছে। যদি ভয় না থাকে, তবে কাউকে তো এভাবে আশ্বস্ত করতে হয় না। এই ভয় শুধু আবেগ নয়, এর পেছনে অনেক স্তরের অভিজ্ঞতা আছে। আমাদের সমাজে সংখ্যালঘুদের প্রতি নিত্যদিনের ছোট ছোট পৃথকীকরণ খুব সহজেই আমাদের চোখ এড়িয়ে যায়।

যেমন সম্প্রতি নামকরা এক করপোরেট প্রতিষ্ঠানের প্রকাশিত এক চাকরির বিজ্ঞপ্তিতে কয়েকটি পদে নিয়োগের জন্য 'শুধুমাত্র পুরুষ' ও 'প্র্যাকটিসিং মুসলিম' প্রার্থীদের আবেদন করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানের ২৭ ও ২৮ অনুচ্ছেদে ধর্ম ও লিঙ্গের ভিত্তিতে বৈষম্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। একটি বড় পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির চাকরিতে নারী ও অমুসলিম নাগরিকদের আবেদন করার সুযোগ না দেওয়া, এসব সাংবিধানিক নিশ্চয়তার সরাসরি বিরোধিতা করে।আরেকটা উদাহরণ দেখি। বাংলাদেশের তিনটি বড় পত্রিকা একসঙ্গে প্রায় একই ভাষায় শিরোনাম করেছে, 'ধামরাইয়ে স্বামীকে খুঁটিতে বেঁধে রেখে স্ত্রীকে দলবদ্ধ ধর্ষণ হিন্দু যুবকদের।' খবরের বর্ণনায় বলা হয়েছে, হিন্দু-অধ্যুষিত গ্রামে এক মুসলিম গৃহবধূ স্বামীর সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে হিন্দু যুবকদের দ্বারা রাতভর ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। কিন্তু বাস্তব ঘটনা কী ছিল? দ্য ডিসেন্ট এ ঘটনায় সরেজমিনে অনুসন্ধান করেছে। তারা 'ধামরাইয়ে "মুসলিম গৃহবধূ ধর্ষণের" খবর: সরেজমিনে যা জানা গেল' শিরোনামের একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।

এই প্রতিবেদন থেকে আমরা জানতে পারি, ধামরাইতে এ ধরনের কোনো ধর্ষণের ঘটনা ঘটেনি এবং প্রতিবেদনে যে তথ্য দেওয়া হয়েছে, তা সত্য নয়। কিন্তু যতক্ষণে এ খবর আমাদের কাছে এসেছে, ততক্ষণে ওই বিতর্কিত প্রতিবেদনকে কেন্দ্র করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে হিন্দুবিরোধী ক্যাম্পেইন চলেছে। 'হিন্দু বাড়ি', 'মুসলিম গৃহবধূ' শব্দগুলো দিয়ে পত্রিকার প্রতিবেদন সস্তা সাম্প্রদায়িক ফ্রেম ব্যবহার করেছে। এ ধরনের ফ্রেমিংয়ের জন্য আমাদের পত্রিকাকে তেমন কোনো জবাবদিহি করতে হয় না।এসব ঘটনা কি খুব বিচ্ছিন্ন কিছু? সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আরেকটি প্রচারণা মেলালে আমরা বুঝতে পারব, এগুলো বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। 'টিএমডি' বা 'টোটাল মালাউন ডেথ' শিরোনামে এক ক্যাম্পেইন চলছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। খুব ধীরে ধীরে এই ক্যাম্পেইন বড় হচ্ছে, যেখানে সরাসরি 'মালাউনদের খতম করা'র কথা বলা হচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে হিন্দুদের টার্গেট করে অনেক সময় ভুল তথ্য ও মিথ্যা গল্প দিয়ে ধর্মীয় ঘৃণা প্রচার করা হচ্ছে।

২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পরের সপ্তাহে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ এক খোলাচিঠিতে জানায়, মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে ৫২টি জেলায় সংখ্যালঘুদের ওপর ২০৫টি হামলা, নির্যাতন ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের ঘটনা তারা নথিভুক্ত করেছে। যদিও সরকার এ ঘটনার প্রতিবাদ করেছে এবং এই সংখ্যাকে অতিরঞ্জিত বলে উল্লেখ করেছে।

একুশে পদক : কবি-সাহিত্যিকদের নামগন্ধও নেই

ড. মাহবুব হাসান

এবারের একুশে পদক বড় ধরনের প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। একদিকে কবি সাহিত্যিকদের নামগন্ধও নেই। আবার যাদেরকে পদক দেওয়া হয়েছে, তাদের কতজনকে সাধারণ চেনে, সে প্রশ্নও উঠেছে। তারা কোন কৃতিত্বে এবং ওই কৃতিত্বে কতটা স্বীকৃত, তা নিয়েও গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। ফলে পদক কারা দিচ্ছে, আর কারা পাচ্ছে, সে আলোচনা ভালোভাবেই শোনা যাচ্ছে।

২.

এবার যাদের একুশে পদক দেওয়া হয়েছে, তাদের তিন-চারজনকে চিনি আমি। আমি জানি, এ পদক পেতে হলে উপদেষ্টা/মন্ত্রীর কাছে নিজের পদক পাওয়ার যোগ্যতাগুলো সবিনয়ে জানাতে হয়। এ কাজটিকে আমি অপমানজনক মনে করি। যিনি এ রেওয়াজ চালু করেছিলেন, তার চারপাশে যারা বুদ্ধির খড়্গ নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, তারা কেউই এ দেশের জন্মইতিহাসের আসল শরিক নন। তাই অবলীলায় দরখাস্ত করে পদক নেওয়ার রেওয়াজ চালু করেছেন।

তার ও তাদের মনে কী ছিল, তা তো বোঝার উপায় নেই। তবে, এটুকু বুঝি, আত্মমর্যাদাবোধ যে তার ছিল না, তা হলফ করে বলতে পারি। আমি জানি, একই প্রক্রিয়া স্বাধীনতা পদকেরও। দরখাস্ত দিয়ে নিজের গীত নিজেকেই গাইতে হবে। তা নাহলে পরজীবনতক অপেক্ষা করতে হবে। আমি কখনোই পদক নেওয়ার পদ্ধতি নিয়ে ভাবিনি। আজও ভাবতাম না, যদি না জনৈক সাংবাদিক ফেসবুকে লিখেছেন কোনো উপযুক্ত কবি-সাহিত্যিক পাওয়া যায়নি বলে, এবার একুশের পদক দেওয়া হয়নি। ধৃষ্টতার একটা সীমা আছে। এ উক্তি কবি সাহিত্যিকদের সঙ্গে বেয়াদবির শামিল।

এ কথার পর আমি মন্তব্য করেছি, আপনি আমাদের কবি, সাহিত্যিকদের রচিত কবিতা/প্রবন্ধ/গবেষণা ইত্যাদি পড়েছেন কিনা। কোনো প্রতিউত্তর মেলেনি। না, তিনি বা তারা পড়েননি। সাহিত্যের কোনো নামগন্ধও তারা জানেন বলে মনে হয় না।

এখন স্বস্তি পাচ্ছি না একুশের পদক প্রাপকদের তালিকা দেখে। নামগুলো লিখি, তাহলে তাদের চেনা যাবে।

সাংবাদিকতায় শফিক রেহমান, চলচ্চিত্রে ববিতা, সঙ্গীতে মরণোত্তর পদক পেলেন আইয়ুব বাচ্চু, চিত্রকলায় অধ্যাপক মোহাম্মদ আবদুস সাত্তার... এরা, স্বনামখ্যাত, তাদের ক্ষেত্রে। বাদবাকিদের নাম উল্লেখ না করাই শ্রেয়, কেন না, আমি যখন চিনি না, তখন আমজনতাও তাদের চেনেন না, ধরে নিতে পারি।

চেনা-জানার বিষয়টি খুবই স্থূল। রবীন্দ্রনাথকে ১৮ কোটি মানুষের দেশের কতজন চেনেন? কিংবা বিদ্রোহী কবি, জনগণের কবি, কাজী নজরুল ইসলামকে কতজন চেনেন? তিনি তো আমাদের জাতীয় কবিও। তারপরও এটা দ্বিধাহীনচিত্তে বলতে পারি, চার কোটি মানুষ তার নাম শুনে থাকতে পারেন, চেনা-জানা তো দূর কী বাৎ। তাতে কি তাদের প্রতিভার ঘাটতি আছে তা কেউ বলবেন? না বলবেন না। যারা অপরিচিত আমাদের কাছে, তারা তার অ্যারেনায় বিখ্যাত।

অর্থী ইসলাম নৃত্যকলায় কী এমন বিশেষত্ব যোগ করেছেন যে, তার জন্য তিনি একুশের পদক পেলেন? কিংবা নাট্যকলায় ইসলাম উদ্দিন পালাকার, স্থাপত্যে মেরিনা তাবাসসুম, ভাস্কর্যে তেজস হালদার জশ কী জশযোগ্যতা নির্মাণ করেছেন? সাইটেশনে পুরস্কার দাতারা যদি বলতেন, তাহলে এসব অবান্তর প্রশ্ন মনে জাগত না। কেবল একুশে পদক নয়, স্বাধীনতা পদকের প্রাপকদের সম্পর্কে বয়ান নির্মাণ করতে হবে। না করলে আমরা বলব, দাতারা যাকে তাকে ধরে এনে এই রাষ্ট্রীয় পদকে ভূষিত করেছেন। এটা যে দুর্নীতি, এটা যে রাষ্ট্রীয় চেতনার পরিপন্থি, এটা যে নেপুটেশন তার খেসারত দিতে হবে তাদের।

৩.

কেন এরকম প্রণোদনা চালু করা হয়েছিল, তার ব্যাখ্যাও করতে হবে আমাদের। না হলে তাকে অপচয় বলাই উচিত। যদিও আমাদের ঔচিত্যবোধের ঘাটতি আছে, কিন্তু তা স্বীকার করি না আমরা। সমাজ-সংসারে কোনটা যোগ্যতর, সেই বিবেচনা যদি নেতারা করতে না পারেন, তাহলে নেতৃত্ব থাকাটা অন্যায়। এসব অন্যায়ই আমরা দেখতে পাচ্ছি সর্বত্র, কম আর বেশি। যে বদনাম হলো একুশে পদক নিয়ে, তার জন্য পদক প্রাপকরা নন, দায়ী সেই আমলারা, যারা এ অপকর্ম করেছেন। নিজেরা যে যোগ্য মানুষ খুঁজে বের করার যোগ্যতাও রাখেন না, বিসিএস পাশ করে চাকরি করা সহজ, কিন্তু একটি মননশীল রচনা সৃষ্টি করা দুরূহ। আমলাদের মধ্যে প্রজ্ঞাবান মানুষের অভাব আছে, তবে কিছু যোগ্য চিন্তকও আছেন, সেই সত্য আমরা জানি। ভালো লেখকও আছেন, কিন্তু তারা গণ্য হন না কেন? নানান তন্ত্রসাধক আমলাতন্ত্রকে বের করে আনতে হবে বাস্তবের রোদে ঝলসানো মানুষের পাশে। তাদের শিখতে হবে, উৎপাদক জনগণ কারা, সেই জ্ঞানই তাদের চেনাবে দেশের শিল্প-সাহিত্যের সৃষ্টি ও মননশীল মানুষদের। আমি জানি, তারা বলবেন আমরা তো শফিক রেহমানকে পুরস্কৃত করেছি।

আমি বলবো-তিনি পঁচিশ বছর আগে পেলে তা মানানসই হতো। ববিতার ব্যাপারেও ওই একই কথা আমার। তিনি কেন তার সৃষ্টিশীল জীবনের মধ্যভাগে একুশে/স্বাধীনতা পদক পেলেন না? আবার এই প্রশ্নও করছি যে, পদক দেওয়ার মতো কবি/সাহিত্যিক যারা পেলেন না, তারা যাদের পদক দিয়েছেন, তাদের পেলেন কী করে? একুশে/স্বাধীনতা পদক পাওয়ার মতো অসাধারণ যোগ্যলোক এ সমাজেই আছে, কেবল তাদের চিনিয়ে দেওয়ার জন্য যে পথ ও পদ্ধতি, তা নেই বলেই তারা অনালোকিত আজও। এটা আমাদের দুর্ভাগ্য। আমি অনেক ডাকসাইটে সচিবকে জানি, যারা অবসরে এসে বিড়ালে পরিণত হয়েছেন। তাদের কোনো লিটেরারি কীর্তি না থাকায়, কেউ তাদের পোছে না।

কিন্তু একজন অসচিব বা সাধারণ জীবনযাপনকারী রিটেরারি ব্যক্তির ঔজ্জ্বল্য বাড়তেই থাকে। জনগণের চাকরি মানে সরকারি চাকরি...যারা করেন তারা কর্মচারী জনগণের, এ কারণে সার্ভেন্ট, গভর্নমেন্ট সার্ভেন্ট...মানে জনগণের চাকর। এ আক্ষরিক অর্থের বয়ান রচিত হওয়া উচিত, কিন্তু তারা ক্ষমতা কেন্দ্রে বসে আছেন বলে, স্যার হয়েছেন। কিন্তু জনগণ যে তাদের ষাঁড় সম্বোধন করেন, তা কি জানা আছে? রাগী, গুঁতোমারা ষাঁড়ের সঙ্গে তুলনা করাটা অমার্জিত হলো, বুঝতে পারি, কিন্তু যখন তারা বলেন বা ভাবেন, যে দেশের চিন্তক ভাবুক ও খ্যাতিমান কবি/সাহিত্যিক নেই, তখন ওই ষাঁড় শব্দটিই যোগ্য অভিধা মনে হয়।

এত কথার পরও আমাদের স্বভাবসূত্রানুযায়ী বলব, তারা আমাদের কবি, সাহিত্যিকদের খুঁজে না পেয়ে ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। কেন না আমরা কচ্ছপের মতো মাথা লুকিয়ে থাকতেই ভালোবাসি। তাতে অনেক সুবিধা। কেউ আর খোঁচাতে আসে না। জীবনটা নির্বিঘ্ন হয়ে বহমান থাকে।

যাদুকাটার তীরে ফাগুনের আগেই লেগেছে ফুলপল্লবে আগুন

সুনামগঞ্জ থেকে সংবাদদাতা : আর ক'দিন বাদেই শুরু হবে ফাগুন মাস। বইতে শুরু করবে বসন্তের হাওয়া। আসবে বসন্ত ঋতু। গাছে গাছে জাগবে নতুন কুঁড়ি। ডালে ডালে ফুটবে ফুল। ফুটবে পলাশ-শিমূল। তবে বসন্তের আগে শীতেই ফাগুন লেগেছে তাহিরপুরে। হাজারো ডালে ফুটে থাকা ফুল মনকে রাঙ্গিয়ে দিচ্ছে শীতেই। এমনটাই দেখা গেলো তাহিরপুরের যাদুকাটা নদীর তীরে শিমূল বাগানে।

ষড়ঋতুর দেশ বাংলাদেশ। ঋতুর বৈচিত্র্যে এখন শীতকাল। বসন্তকালের এখনো বেশ কয়েক দিন বাকি। কিন্তু যাদুকাটা তীরে সারিবদ্ধভাবে লাগানো শিমূল গাছগুলোয় ফুটে থাকা শিমূলের লাল পাঁপড়ি দেখে এই শীতেও বাগান ঘুরে দেখতে দেখতে অনেকেরই মনে পড়বে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সেই চিরচেনা কবিতা 'ফুল ফুটুক আর না ফুটুক আজ বসন্ত'। কিংবা আনমনে অনেকেই গেয়ে উঠবেন রবী ঠাকুরের গান 'আহা আজি এ বসন্তে, এত ফুল ফোটে' সত্যি অবাক করার মত। নয়ন জুড়ানো অপরূপ সৌন্দর্য ফেরানো দায়। পাতা ঝড়ার দিন শুরুর আগেই ডালে ডালে ফুটে থাকা লাল ফুল যেমন রাঙ্গিয়ে দেয় দর্শনার্থীদের মন তেমনি বর্ষায় সারিবদ্ধ শিমুল বাগানের সবুজ পাতার সুনিবিড় ছায়া পর্যটকদের দিনের ক্লান্তি প্রশমিত দেয়। তাইতো এ বাগান দেখতে বর্ষায় যেমন লোকজন ভিড় করেন, তেমনি ফুল ফোটে থাকার দিনগুলোতেও ফুলের সৌন্দর্য উপভোগ করতে প্রতিদিন যাদুকাটার তীরে ছুটে আসেন শত শত পর্যটক। সেই সাথে আশপাশের গ্রামের দর্শনার্থীরাও ভিড় জমান প্রতিদিন বিকেল বেলা সেখানে। প্রতি বছর ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহ থেকেই গাছে গাছে ফুল ফুটতে শুরু করলেও এবার ফুল ফুটতে শুরু করেছে মধ্য জানুয়ারী থেকেই। এমনটাই জানা গেল বাগান ঘুরে। বাগানের আশপাশের লোকজন ও বাগানের মালিক প্রয়াত চেয়ারম্যান জয়নাল আবেদীনের বড় ছেলে বাদাঘাট ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান রাখাব উদ্দিন জানান, এবারই শীতের শেষ দিক থেকেই ফুলের মেলা বসেছে বাগানে। শিমূল বাগান তার প্রয়াত বাবা আল্বহাজ্ব জয়নাল আবেদীনকে সারা দেশের মানুষের সাথে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে বলেও তিনি জানান।

যাদুকাটা নদীর তীরে মানিগাঁওয়ে দেশের সবচেয়ে বড় শিমুল বাগান। দেশে এত বড় পরিসরে আর কোনো শিমূল বাগান আছে কি-না জানা নেই। তাইতো হাজারো ফুলের মেলা দেখতে বাগানে ছুটে আসেন দূর দূরান্ত থেকে সাধারণ দর্শনার্থী ও পর্যটক। তাদের মতে এক সাথে এত গাছ, এত ফুলের দেখা কোথাও মেলেনি। তাই শুধু মাত্র একসাথে এত ফুল দেখতেই পর্যটকরা ভিড় করেন বাগানে।

ট্রাভেল গ্রুপ কান্টি ট্যুরিজম বাংলাদেশ এর স্বত্বাধিকারী রাসেল ভুইয়া জানান, গত বছর মধ্য ফেব্রুয়ারিতে তিনি বাগান দেখতে আসেন। এবার ফুল আগে ফোটায় ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাতেই আসছেন তারা। তার মতে বাগানে ফুল ফোটার মুহূর্তটা অন্য রকম।

জানা যায়, ২০০২ সালে শুধু মাত্র বাণিজ্যিক ভাবনা থেকেই তাহিরপুর উপজেলার বাদাঘাট ইউনিয়নের প্রয়াত চেয়ারম্যান জয়নাল আবেদীন তার ইউনিয়নের পাশে উত্তর বড়দল ইউনিয়নে মানিগাঁওয়ে যাদুকাটা নদীর পশ্চিম পারে ৯৭ বিঘা অনাবাদি ধু ধু বালিয়াড়িতে শিমূল বাগান তৈরী করেন। বাগানটিতে সারিবদ্ধভাবে ৩ হাজার শিমূলের চারা রোপণ করা হয়। ২৪ বছরের ব্যবধানে বাগানের শিমূল গাছগুলো আজ অনেক বড় হয়েছে। পত্র পল্লবে পেখম মেলছে। গাছে গাছে প্রস্ফুটিত ফুলে লালে লাল হয়ে যায় যাদুকাটা নদীর তীর। আর এ নান্দনিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে প্রতিদিন যাদুকাটার নদীর তীরে বাড়ছে পর্যটকদের ভিড়।

বিশ্বজয়ী হাফিজদের রাষ্ট্রীয় মূল্যায়নের দাবি

সিলেট অফিস : কুরআন কম্পিটিশনের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেছেন, 'আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় বিশ্বজয়ী হাফিজে কুরআনরা

বাংলাদেশের মর্যাদা ও সুনামকে সমুন্বত করছেন। দেশের ইতিবাচক পরিচয় বিনির্মাণে অবদান রাখছেন। সময় এসেছে বিশ্বজয়ী হাফিজদের কৃতিত্বের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও মূল্যায়নের।' সিলেটে ইলমপাথ নেটওয়ার্ক আয়োজিত কুরআন কম্পিটিশনে বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে বক্তারা এ দাবি জানান।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে গ্র্যান্ড সিলেট হোটেলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ফখরুদ্দিন রাজি বলেন, খুদে শিশুরা কুরআন মুখস্থ করে প্রমাণ করেছে, চেষ্টা ও সাধনা থাকলে অসাধ্যকেও আয়ত্ব করা সম্ভব। তিনি পুরস্কারপ্রাপ্তদের শুভেচ্ছা ও অংশগ্রহণকারীদের শুভকামনা জানান।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে সিরাত মিডিয়ার সিইও, সাংবাদিক নোমান বিন আরমান বলেন, সাহিত্য-শিল্পকর্ম, খেলা-বিনোদনের জন্য রাষ্ট্রীয় মূল্যায়ন ও পুরস্কার প্রদান করা হয়। কিন্তু আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে বাংলাদেশি হাফিজরা বিশ্বজয় করলেও তাদের মূল্যায়ন করা হয় না।

আসন্ন নির্বাচনে দেওয়া দলগুলোর ইশতেহার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি বলেন, জুলাই গণঅভ্যুত্থানের ফলে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে পরিবর্তন আসতে যাচ্ছে। আমরা দেখেছি, দলগুলো তাদের ইশতেহারে কওমি মাদরাসার শিক্ষা, বিশেষত বিশ্বজয়ী হাফিজদের মূল্যায়ন করার ভাবনা-পরিকল্পনার কথা জানাচ্ছে। এই পরিকল্পনা বাস্তায়ন করার সময় এসেছে। আগামীর বাংলাদেশ বিশ্বজয়ী হাফিজে কুরআনদের রাষ্ট্রীয়ভাবে মূল্যায়ন করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

মারকাজুন নূর তাহফিজুল কুরআন মাদরাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা তাওহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও নাশিদ শিল্পী শেখ এনামের সঞ্চালনয় বক্তব্য রাখেন সিলেট মদন মোহন কলেজের হেড অব ইসলামিক ডিপার্টমেন্ট যিননূরাইন, মাওলানা হাদি চৌধুরী। তেলাওয়াত পরিবেশন করেন জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত হাফিজ মাসউদ বিন খলিল। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইলমপাথের প্রতিনিধি মাহমুদ হাসান।

গ্র্যান্ড সিলেট হোটেলে সোমবার আয়োজিত অনুষ্ঠানে দশজন বিজয়ীকে সনদপত্র, উত্তরীয়, মেডেল ও গিফট বক্স প্রদান করা করা হয়। প্রথম তিন বিজয়ীকে পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হয় নগদ অর্থ। আন্তর্জাতিক পরিসরে কুরআন কম্পিটিশনের রিহার্সেল হিসেবে এই কম্পিটিশন আয়োজন করা হয় বলে জানায় ইলমপাথ নেটওয়ার্ক। শিক্ষাপ্রসারে প্রতিষ্ঠানটি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কাজ শুরু করেছে।

সিলেট কিডনি ফাউন্ডেশন হাসপাতালে গ্লোবাল জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের অ্যাম্বুলেন্স প্রদান

সিলেট অফিস : সিলেট কিডনি ফাউন্ডেশন হাসপাতালে একটি নতুন অত্যাধুনিক অ্যাম্বুলেন্স উপহার দিয়েছে গ্লোবাল জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন। শনিবার (৭ ফেব্রুয়ারি) সিলেটের বাদাঘাট রোডের তেমুখী নাজিরের গাঁওয়ে হাসপাতাল চত্বরে এই উপহার হস্থান্তর করা হয়।

অ্যাম্বুলেন্স হস্তান্তর অনুষ্ঠানে গ্লোবাল জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন, অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট মুহিবুর রহমান মুহিব, চিফ ট্রেজারার রফিকুল হায়দার, ভাইস প্রেসিডেন্ট আবুল কালাম আজাদ, ভাইস প্রেসিডেন্ট অলি উদ্দিন শামীম, ভাইস প্রেসিডেন্ট ফজলুল হক, ভাইস প্রেসিডেন্ট শেখ ফারুক আহমদ, ভাইস প্রেসিডেন্ট ডাক্তার সৈয়দ মাসুক আহমদ, ভাইস প্রেসিডেন্ট হাবিব, ভাইস প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার হারুন রশিদ, ওলি খান এমবিই, জুবায়ের আহমদ চৌধুরী, নজরুল ইসলাম বাসন, জামাল উদ্দিন, খলিলুর রহমান, কাপ্তান হোসেন, তজমুল ইসলাম চৌধুরী, হেলাল উদ্দিনসহ বিভিন্ন দেশ থেকে আগত অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ।

কিডনি ফাউন্ডেশন হাসপাতালের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন, কিডনি ফাউন্ডেশন হাসপাতালের প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ডা. জিয়াউদ্দিন আহমদ, জেনারেল সেক্রেটারি কর্নেল (অব.) মো. আব্দুস সালাম বীরপ্রতীক, ট্রেজারার জুবায়ের আহমদ চৌধুরী, অ্যাক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ডা. কাজী মুশফিক আহমদ, ডিরেক্টর (অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) সৈয়দ সাদিক হোসেন, ট্রাস্টি মেম্বার ডা. শাহজামান চৌধুরী, কনসালটেন্ট ডা. এম এ মাজিদ, অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর মো. মাআয রেজা চৌধুরী, জেনারেল ম্যানেজার (অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) মুহিবুর রহমান প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে সিলেট কিডনি ফাউন্ডেশন হাসপাতালের প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ডা. জিয়াউদ্দিন আহমদ বলেন, আজ সিলেট কিডনি হাসপাতালের জন্য একটি আনন্দের দিন। আমাদের একটি এম্বুলেন্স এর খুবই দরকার ছিল। গ্লোবাল জালালাবা অ্যাসোসিয়েশন অত্যাধুনিক এই অ্যাম্বুলেন্স প্রদান করায় হাসপাতালের স্বাস্থ্য সেবা আরো একধাপ এগিয়ে গেল। এর মাধ্যমে কিডনি রোগীদের যাতায়াত সহজতর হবে। ভবিষ্যতেও আমরা গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাথে সমন্বয় সাধন করে আরো অনেক কাজ করতে পারবো বলে আশাবাদী। গ্লোবাল জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট মুহিবুর রহমান মুহিব বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বৃহত্তর সিলেটের প্রবাসীদের নিয়ে গঠিত গ্লোবাল জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই সিলেট বিভাগের মানুষের কল্যাণ ও আর্তমানবতার সেবায় কাজ করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় আমরা সিলেট কিডনি ফাউন্ডেশন হাসপাতালে অত্যাধুনিক অ্যাম্বুলেন্স প্রদান করেছি। এর মাধ্যমে কিডনি রোগীরা অনেক উপকৃত হবেন বলে অমরা আশাবাদী। আমরা অতীতেও সিলেটের বিভিন্ন হাসপাতালে অ্যাম্বুলেন্স প্রদানসহ নানাভাবে পাশে থেকেছি। বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অবকাঠামো এবং দারিদ্র্য দূরীকরণে আমাদের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

সরকারের দায়িত্ব শেষে উপদেষ্টারা কে কী করবেন

উপরে বাঁ থেকে অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ, আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল, পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন ও খাদ্য ও ভূমি উপদেষ্টা আলী ইমাম মজুমদার; নিচে বাঁ থেকে জ্বালানি উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান, পরিবেশ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান ও সমাজকল্যাণ উপদেষ্টা শারমীন এস মুরশিদ

উপরে বাঁ থেকে অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ, আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল, পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন ও খাদ্য ও ভূমি উপদেষ্টা আলী ইমাম মজুমদার; নিচে বাঁ থেকে জ্বালানি উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান, পরিবেশ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান ও সমাজকল্যাণ উপদেষ্টা শারমীন এস মুরশিদ

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ওই বছরের ৮ আগস্ট অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়। দেড় বছর পর আগামীকাল বৃহস্পতিবার ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নে গণভোট অনুষ্ঠিত হওয়ার মাধ্যমে কার্যত এই সরকারের মেয়াদ শেষ হচ্ছে। নির্বাচনের পর নতুন সরকারের শপথের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হবে অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্বকাল।

তবে বিদায়ের সুর বেজে গেছে গতকাল মঙ্গলবার থেকেই। জাতীয় নির্বাচনের আগে ওই দিন ছিল শেষ কর্মদিবস। এ উপলক্ষে অনেক উপদেষ্টা মন্ত্রণালয়ে আনুষ্ঠানিক বিদায়ী অনুষ্ঠান করেছেন, যদিও তাঁরা এখনো দায়িত্বে আছেন। নির্বাচনের আগের দিন আজ বুধবার ছিল সরকারি ছুটি। তাই কেউ বাসায় সময় কাটিয়েছেন, কেউ অংশ নিয়েছেন বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, আবার কেউ অফিসেও গেছেন।

বর্তমানে উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যসংখ্যা প্রধান উপদেষ্টাসহ ২১। এ ছাড়া উপদেষ্টা পদমর্যাদায় বিশেষ সহকারী, বিশেষ দূত ও জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা মিলিয়ে আছেন চারজন। প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদায় প্রধান উপদেষ্টার চারজন বিশেষ সহকারীও রয়েছেন।

কর্মব্যস্ত সময় কাটান প্রধান উপদেষ্টা

প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস আজও কর্মব্যস্ত সময় কাটান। প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং জানায়, এশিয়ান নেটওয়ার্ক ফর ফ্রি ইলেকশনসের (আনফ্রেল) সাত সদস্যের একটি নির্বাচন পর্যবেক্ষক দল রোহানা হেত্তিয়ারাচ্চির নেতৃত্বে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় তাঁর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করে।

এ ছাড়া যমুনায় আরেকটি বিদেশি নির্বাচন পর্যবেক্ষক প্রতিনিধিদলও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে। প্রধান উপদেষ্টা আগামীকাল রাজধানীর গুলশান মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে ভোট দেবেন।

আবারও ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরবেন অর্থ উপদেষ্টা

অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ মুঠোফোনে প্রথম আলোকে জানান, আজ তিনি বাসায় ছিলেন। তবে আইন অনুযায়ী গুরুত্বপূর্ণ দুটি ফাইলে সই করেছেন। দায়িত্ব শেষে তিনি আবার ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেবেন। উপদেষ্টার দায়িত্ব নেওয়ার আগে তিনি সেখানে কর্মরত ছিলেন। ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। তিনি জানান, কিছুদিন বিশ্রাম নিয়ে মার্চের দিকে যোগ দেওয়ার পরিকল্পনা আছে। সরকারি বাসায় থাকতেন না বলে বাসা ছাড়ার প্রশ্ন নেই তাঁর।

শিক্ষকতায় ফিরবেন আসিফ নজরুল

আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল আজ সকালে সংসদ সচিবালয়ে গিয়েছিলেন। সংসদ সদস্যদের শপথ গ্রহণের প্রস্তুতি দেখেছেন। সেখান থেকে ফিরে দুপুরের পর বিচার বিভাগ-সংক্রান্ত একটি সভা করেছেন। সন্ধ্যার পর প্রধান উপদেষ্টার বাসভবনে একটি সভায় অংশ নেন।

আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুল

অধ্যাপক আসিফ নজরুল বলেন, নির্বাচনের পর উপদেষ্টার দায়িত্ব শেষে তিনি আবার আগের পেশায় অর্থাৎ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় ফিরে যাবেন। এ ছাড়া মৌলিক বিষয়ে লেখালেখি ও গবেষণা করবেন। তিনি বলেন, 'খুব অপেক্ষায় আছি, কখন আমার সেই প্রিয় জীবনে ফিরে যাব।'

লেখালেখিতে ফিরতে চান পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন বলেন, আজ সকাল সাড়ে ১০টায় তিনি মন্ত্রণালয়ে যান এবং বেলা দেড়টা পর্যন্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র গোছান। পরে বাসায় ফিরে বিকেলেও কিছু দাপ্তরিক কাজ করেন।

পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন

সরকারি দায়িত্ব শেষে কী করবেন-এ প্রশ্নে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, 'আপাতত কিছুদিন বিশ্রাম নেব। এরপর আগের মতোই লেখালেখিতে ফিরতে চাই।'

গণমাধ্যমে সম্পৃক্ত থাকবেন আলী ইমাম

খাদ্য ও ভূমি উপদেষ্টা আলী ইমাম মজুমদার জানান, নির্বাচনের আগের দিন বাসায় বন্ধু-স্বজনেরা দেখা করতে এসেছিলেন। দায়িত্ব শেষে তিনি আগের মতোই সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন ও গণমাধ্যমের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকবেন। উপদেষ্টা হওয়ার আগে তিনি সংবাদপত্রে কলাম লিখতেন।

লেখালেখিতে ফিরবেন ফাওজুল কবির খান

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান আজ বাসায় ছিলেন। নীতিনির্ধারণী কাজ না করলেও ভোট উপলক্ষে রাজধানী ছাড়ার সময় যাত্রীদের যাত্রা নির্বিঘ্ন আছে কি না, সে বিষয়ে খোঁজ নেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেন। বিশেষ করে পদ্মা সেতু, যমুনা সেতুসহ গুরুত্বপূর্ণ সড়ক-মহাসড়কে যানজট এড়াতে ব্যবস্থা নিতে বলেন। ট্রেনে অতিরিক্ত ভিড় সামাল দেওয়ার কৌশলও পর্যবেক্ষণ করেন।

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান

ফাওজুল কবির খান সরকারি পুলের গাড়ি ফেরত দিচ্ছেন। আগের ব্যক্তিগত গাড়ি বিক্রি করেছিলেন। আজ নতুন গাড়ি কেনার বিষয়ে খোঁজ নিয়েছেন।

সরকারি দায়িত্ব শেষ হওয়ার পরপরই শুরু হবে পবিত্র রমজান মাস। অবসর সময়ে রোজা ও ইবাদতে মনোনিবেশের পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর। রমজানের পর আবার লেখালেখি ও বই পড়ায় ফিরবেন।

আবারও বেলায় ফিরবেন রিজওয়ানা হাসান

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান জানান, ভোটের দিনসহ টানা কয়েক দিন ছুটি থাকায় অনেক উপদেষ্টা মঙ্গলবারই আনুষ্ঠানিক বিদায় নেন। তবে তাঁরা এখনো দায়িত্বে আছেন। আজ সকালে বাসায় কাগজপত্র গোছানোর পর রাজধানীর একটি হোটেলে বিদেশি নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের জন্য আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

নির্বাচন নিয়ে সৈয়দা রিজওয়ানা বলেন, অনেক শঙ্কা ও অপপ্রচার ছিল। আয়োজনে চ্যালেঞ্জও ছিল। এখন নির্বাচন হচ্ছে এবং তিনি আশা করেন, নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ হবে।

দায়িত্ব শেষে সৈয়দা রিজওয়ানা আবার বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতির (বেলা) কাজে ফিরবেন।

কিছুদিন নিরিবিলি থাকবেন শারমীন এস মুরশিদ

সমাজকল্যাণ উপদেষ্টা শারমীন এস মুরশিদ জানান, মঙ্গলবারই তিনি শেষ অফিস করেছেন। তিনি বলেন, 'অনেক কাজ সম্পন্ন করতে পেরেছি বলা যাবে না। তবে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাজ করেছি, কিছু কাজ শুরু করে দিতে পেরেছি।'

দায়িত্ব শেষে কিছুদিন নিরিবিলি থাকার পরিকল্পনা রয়েছে এই উপদেষ্টার। জানালেন, উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা লিখবেন। পাশাপাশি ব্রতীতে ফিরে যাবেন এবং মানবাধিকার বিষয়ে কাজ করবেন। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে যুক্ত নারীদের সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ করার ইচ্ছা রয়েছে তাঁর।

Dr Zaki Rezwana Anwar
FRSA, MBBS, DTM&H, MS & PhD

ভাষার নব্য উপনিবেশিকতা

২১শে ফেব্রুয়ারিকে ইউনেস্কোর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে মর্যাদা দেওয়াকে আমি সুলক্ষণ বলেই গণ্য করি কিন্তু একটি বিষয় আমাদের কোনোভাবেই গুলিয়ে ফেললে চলবে না। ৫২-এর ভাষা আন্দোলন কিন্তু মাতৃভাষার জন্য হয়নি, ভাষা আন্দোলন হয়েছিল রাষ্ট্রভাষার জন্য। ভাষা আন্দোলন নিছক বাংলা ভাষায় বাঙালি জনগোষ্ঠীর কথা বলার দাবি ছিল না। পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের বিরোধ মাতৃভাষা নিয়ে ছিল না, ছিল রাষ্ট্রভাষার অধিকার নিয়ে। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল এতে। ছিল রাষ্ট্রযন্ত্রে বাঙালি জনগোষ্ঠীর মালিকানা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। দীর্ঘ সংগ্রাম ও আত্মদানের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কাজের সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহার ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করাই ছিল সেই আন্দোলনের লক্ষ্য। কাজেই ২১শে ফেব্রুয়ারিকে যারা কেবলমাত্র আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে চান তারা আসলে এ সংগ্রামের তাৎপর্য ও গুরুত্বের বিষয়টিকে এড়িয়ে যেতে চান, সেটা অস্বীকার করতে চান অথবা যে কোনো কারণে বিষয়টির গভীরে প্রবেশ করতে তারা অনিচ্ছুক।

স্বাধীন বাংলাদেশে বাংলা ভাষা সম্পর্কিত চিন্তায় একটা বড় দূর্বলতা আমি লক্ষ্য করেছি - সেটি হচ্ছে বাংলা ভাষার ব্যাপারে আমাদের 'আবেগ' এবং 'উপযোগ'- এ দুটো বিষয়কে বিপরীতভাবে দেখা হয়। এ ধরনের চিন্তা ভাবনাটা একেবারেই অপ্রয়োজনীয়। শুধু অপ্রয়োজনীয়ই নয়, ভাষার ব্যাপারে আবেগ এবং উপযোগ এ দু'টোকে 'বাইনারি' করার যে প্রবণতা শিক্ষিতরা দেখান সচেতন বা অবচেতনভাবে - সেটা বেশ ক্ষতিকর। আমি মনে করি, আবেগ এবং উপযোগের মধ্যে একটা সমন্বয় করে এ দুটো একই সঙ্গে চলতে পারে। ভাষার ক্ষেত্রে আবেগ এবং উপযোগকে আলাদা করে রাখার বা বিপরীত অবস্থানে রাখার আমি মোটেই পক্ষপাতী নই যদিও আমি জানি যে, সমাজে এই ধারণাটি খুব জোরালোভাবে চলে আসছে। বাংলা ভাষাকে কি কেবল আমরা আবেগের ভাষা করেই রাখবো? কখনোই কি একে ব্যবহারিক ভাষা করব না? বিশ্বের বহু দেশে যেটি আবেগের ভাষা সেটিই ব্যবহারিক ভাষা।

পৃথিবীর বহু দেশে শিশুরা যেখানে দ্বিতীয় এবং কোথাও কোথাও তৃতীয় ভাষাও শিখছে সেখানে বাংলাদেশে বিশেষ করে শহরাঞ্চলে বহু স্কুলে বাংলা ভাষাকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবেও পড়ানো হচ্ছে না। ইংরেজী শিখাবার জন্যে বাংলাকে ভুলিয়ে ইংরেজী শিখাতে হবে কেন? উন্নত হয়েছে এমন প্রত্যেকটি দেশ মাতৃভাষায় শিক্ষা দান করেছে এবং উচ্চ শিক্ষা দিয়েছে। এমন কি তাদের দেশে উচ্চতর ডিগ্রি নিতে গেলে আপনাকে তাদের ভাষায় শিক্ষা নিতে হবে। গত বিশ তিরিশ বছরে সব চাইতে উন্নতি করেছে দক্ষিণ কোরিয়া। সেই দক্ষিণ কোরিয়াতেও শিক্ষা দেওয়া হয় তাদের নিজস্ব ভাষায়। ইউরোপের যেসব দেশে জনসংখ্যা মাত্র ১০/২০ লাখের মত তারাও তাদের ভাষায় শিক্ষা দেয় যদিও একটি দ্বিতীয় ভাষা তাদের পড়তে হয়। আমাদের সমস্যাটা হচ্ছে, ফেব্রুয়ারি মাসে সাদা কাল পরে বাংলা ভাষার জন্যে আমাদের বাঁধ না মানা ভালবাসা উপচে পড়ে আর বাকী এগারো মাস ইংরেজদের চাইতেও অধিক ইংরেজ হওয়ার উন্মাদনায় পায়ে প্লাষ্টার বেঁধে নেমে পড়তে হয়। ইংরেজী আন্তর্জাতিক ভাষা তা আমরা সবাই জানি। ইংরেজি বাংলা ভাষার সম্পূরক ভাষা হতে পারে। তাই বলে প্রতিদ্বন্দ্বি ভাষা হবে কেন? ইংরেজিকে বাংলার বিকল্প হিসেবে দাঁড় করানো হচ্ছে কেন? চৌকষ ইংরেজি জানা তো শুদ্ধ বাংলা জানার জন্যে অন্তরায় হতে পারে না। তাহলে এখানে অবশ্যই ইচ্ছে এবং উদ্যোগের একটি বিষয় রয়েছে। বাংলাদেশের বহু স্কুলে একেবারে শিশুশ্রেণী থেকে কেবলমাত্র ইংরেজিতে পাঠ দান

করা হয়। যদিও এ ধরনের শিক্ষা গ্রহণ করা গোষ্ঠী সংখ্যায় কম কিন্তু শক্তিতে তারা বেশী, সমাজে তাদের প্রভাব বেশী।

ভাষার মধ্যে সব সময় একটা শ্রণীগত ব্যাপার ছিল। ইতিহাসে সব সময়ই আমরা দেখেছি কোনো কোনো ভাষা বিশেষ মর্যাদা পেয়েছিল - ধর্মীয় কাজে ব্যবহার করার জন্যে অথবা অভিজাত লোকেরা বলে সেজন্যে অথবা রাজ সভার ভাষা, ইত্যাদি নানা কারণে। কিন্তু আমাদের এখন বুঝতে হবে যে এই ২০২৪ সালে আমাদের এই বিষয়টি ভিন্নভাবে প্রশ্ন করার অবকাশ রয়েছে। ভাষার শ্রেণী প্রশ্নে আগে যেভাবে আমরা বলতাম যে ওরা রাজপুরুত, ওরা মৌলানা, ওরা ভদ্রলোক - এসব বলে আমরা আগে যে ছাড় দিতে পারতাম সে ব্যাপারগুলো এখন আর আমরা সেভাবে দেখতে পারিনা, কারণ যুগের সাথে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টেছে, সমস্ত মানুষকে নিয়ে একসঙ্গে ভাববার তো একটা ব্যাপার তো গত কয়েক দশক ধরে সমস্ত পৃথিবীতে নানান ভাবে চর্চ্চিত হয়ে আসছে। ভাষার প্রশ্নটিকে এখন সেভাবেই দেখতে হবে এবং এই দেখা থেকে সরে আসা যাবে না।

ভাষা নিরীহ কোনো বিষয় নয়, ভাষার একটি অর্থনীতি আছে, রাজনীতি আছে। বিশ্বে ইংরেজি সব চাইতে প্রভাবশালী ভাষা। তারপরও ইংরেজির বৈশ্বিক গুরুত্ব সাম্রাজ্যের পাশাপাশি ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লব ও তার অর্থনীতির শক্তির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ইংরেজী বৃটেনের ভাষা, আমেরিকার ভাষা, অষ্ট্রেলিয়ার ভাষা - ইংরেজী সমস্ত পৃথিবীর একাডেমিয়ার ভাষা এবং ইংরেজীর এই যে সর্বত্র বিস্তার এটি আর কখনোই পৃথিবীর আর কোনো ভাষার ক্ষেত্রে ঘটেনি, সংস্কৃতের ক্ষেত্রে নয়, ল্যাটিনের ক্ষেত্রে নয়, গ্রীক ভাষার ক্ষেত্র নয়, আরবীর ক্ষেত্রে নয়- অর্থাৎ যুগে যুগে পৃথিবীতে যত প্রভাবশালী ভাষা ছিল তার কোনটিরই ইংরেজীর মত এভাবে প্রভাব বিস্তার ঘটে নি।

এখন ধরে নেওয়া যেতে পারে যে বিভিন্ন ভাষায় ভাবপ্রকাশী মানুষের সংখ্যা বিভিন্ন হলেও সর্বাধিক জনগোষ্ঠীর ভাষাই শক্তিশালী ভাষা হওয়ার যৌক্তিক দাবিদার। কিন্তু বাস্তবে সব ভাষাই সমান গুরুত্বপূর্ণ নয় ও হয়ে উঠে না। শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি ইত্যাদির পাশাপাশি বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে কোন ভাষার শক্তি বাড়বে ও গুরুত্বপূর্ণ হবে তার অনেকাংশই নির্ভর করে ওই ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ভাষাকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে। বিশ্বের অন্যতম দু'টো ভাষা ফরাসি ও জার্মান। অথচ ফরাসি ভাষায় কথা বলে মাত্র প্রায় সাত কোটি মানুষ ও জর্মান ভাষায় কথা বলে প্রায় ন'কোটি মানুষ। সুতরাং দেখাই যাচ্ছে কেবল বেশী জনগোষ্ঠী একটি ভাষায় কথা বললেই ভাষা বৈশ্বিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে না। গ্যোতের (এড়বঃযব) সাহিত্য জর্মান ভাষাকে সমৃদ্ধ করলেও আজকের পৃথিবীতে তাঁর অবস্থান তার অর্থনীতির জোরেই। এশিয়ার দিকে দেখলেও

চীনা ও জাপানিজ ভাষা শিক্ষার আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। এটা সম্ভব হয়েছে কেবল তাদের অর্থনীতির শক্তির জোরেই।

উত্তর উপনিবেশিকালে তো বটেই এমনকি বর্তমানে বাংলাকে পেছনে ফেলে ইংরেজীর প্রতি যে এক ধরনের উন্মাদনা সৃষ্টি হয়েছে তার সঙ্গে প্রযুক্তির একটা সম্পর্ক রয়েছে। উইনষ্টন চার্চিল হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে একবার এক বক্তৃতায় একটি কথা বলেছিলেন, সেটি হচ্ছে, "প্রিয় ভাই বোনেরা, উপনিবেশের নতুন জায়গাটা কোনো ভৌগলিক স্থান না, উপনিবেশের নতুন জায়গাটা হচ্ছে মানুষের মন।" আর মানুষের মনকে দখল করতে হলে তার ভাষাকে দখল করতে হবে। একটি মানুষের কাছ থেকে তার ভাষাকে কেড়ে নেওয়ার মাধ্যমে তার চেতনাকে ধ্বংস করা সম্ভব। বাংলাদেশে এখন উপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী আর নেই। তারা এখন স্বশরীরে নেই অর্থাৎ তারা ভূগোল থেকে চলে গেছে কিন্তু আমাদের মনের ভূগোল থেকে বা আমাদের চেতনার ভূগোল থেকে তারা যায় নি। শিক্ষার উপনিবেশিকতা, চেতনার উপনিবেশিকতা কিভাবে ভাষার মাধ্যমে একটি পদ্ধতির ভেতর দিয়ে আমাদের সত্ত্বার উপরে পাশ্চত্যের প্রভাব ফেলে যাচ্ছে - এটি ভেবে দেখবার বিষয়।

> বাংলাদেশে এখন উপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী আর নেই। তারা এখন স্বশরীরে নেই অর্থাৎ তারা ভূগোল থেকে চলে গেছে কিন্তু আমাদের মনের ভূগোল থেকে বা আমাদের চেতনার ভূগোল থেকে তারা যায় নি শিক্ষার উপনিবেশিকতা, চেতনার উপনিবেশিকতা কিভাবে ভাষার মাধ্যমে একটি পদ্ধতির ভেতর দিয়ে আমাদের সত্ত্বার উপরে পাশ্চত্যের প্রভাব ফেলে যাচ্ছে - এটি ভেবে দেখবার বিষয়

তাই সব কিছুর পরও আমাদের খুব সচেতনভাবে নিজেদের একটি প্রশ্ন করা খুব জরুরী। বাংলাদেশের অর্থনীতির দ্রুত বিকাশের সাথে সাথে আমাদের ভাষাটার যথাযথ উন্নয়ন ঘটছে তো? জনসংখ্যার বিচারে বাংলা ষষ্ঠ অবস্থানে থাকলেও প্রযুক্তি- ইন্টারনেট ব্যবহারে শীর্ষ ৪০টি ভাষার মধ্যে বাংলা ঠাঁই করে নিতে পারেনি। যতক্ষণ না বাংলা ভাষাকে আমরা অর্থকরী ও প্রযুক্তির ভাষা বলতে পারব- ততক্ষণ বাংলা ভাষার সংকোচন ঠেকিয়ে রাখা কষ্টকর হবে। এই প্রশ্নটি গুরুত্বপুর্ণ এই কারণে যে, আমরা ধীরে ধীরে যেদিন বিশ্বের অন্যতম প্রধান অর্থনৈতিক শক্তিগুলোর একটি হবো সেদিন আমাদের ভাষাটাও নিজ গুণেই আমাদের সাথে যাবে কিনা - সেই প্রশ্নটি আমাদের করতে হবে এবং অনবরতই এই প্রশ্নটি করে যেতে হবে।

লেখক: Dr Zaki Rezwana Anwar FRSA, MBBS, DTM&H, MS & PhD একজন চিকিৎসক, জনপ্রিয় সিনিয়র সংবাদ পাঠক, কলামিস্ট ও আন্তর্জাতিক স্পীকার।

বিমানের সাবেক এমডি সাফিকুরসহ ৪ জন রিমান্ডে

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : ১ বছরের শিশু গৃহকর্মীকে নির্যাতনের অভিযোগে করা মামলায় বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের সদ্য সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) সাফিকুর রহমান, তার স্ত্রী বীথিসহ চারজনের বিভিন্ন মেয়াদে রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। মঙ্গলবার ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. জাকির হোসাইন উভয় পক্ষের শুনানি শেষে এই আদেশ দেন।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, মো. সাফিকুর রহমানের পাঁচ দিন, তার স্ত্রী বীথির সাত দিন, গৃহকর্মী রুপালী খাতুনের পাঁচ দিন এবং মোছা. সুফিয়া বেগমের ছয় দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করা হয়েছে। এর আগে গত রোববার মামলার তদন্ত কর্মকর্তা উত্তরা ও পশ্চিম থানার উপপরিদর্শক (এসআই) রোবেল মিয়া প্রত্যেক আসামির বিরুদ্ধে সাত দিন করে রিমান্ডের আবেদন করেন। ওই দিন ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ইসরাত জাহানের আদালত আসামিদের উপস্থিতিতে রিমান্ড শুনানির জন্য আজকের দিন ধার্য করেন।

বেলা পৌনে তিনটার দিকে আসামিদের আদালতে হাজির করা হয়। পরে বেলা তিনটা ১৩ মিনিটে বিচারক এজলাসে এসে রিমান্ড আবেদনের শুনানি শুরু করেন। আসামিপক্ষের আইনজীবীরা রিমান্ড বাতিল চেয়ে জামিন আবেদন করেন। অন্যদিকে ভুক্তভোগীর পক্ষের আইনজীবীরা জামিনের বিরোধিতা করেন। শুনানি শেষে আদালত চার আসামির রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

এর আগে ২ ফেব্রুয়ারি রাত সাড়ে তিনটার দিকে উত্তরা ৯ নম্বর সেক্টরের বাসা থেকে আসামিদের গ্রেফতার করে উত্তরা পশ্চিম থানা-পুলিশ। পরে এই মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে সাফিকুর, তার স্ত্রী বীথিসহ চারজনকে কারাগারে পাঠানো হয়। কারাগারে যাওয়া অপর আসামিরা হলেন ওই বাসার অপর দুই গৃহকর্মী রুপালী খাতুন এবং মোছা. সুফিয়া বেগম। এ নির্যাতনের ঘটনায় সাফিকুরকে বিমানের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেয় সরকার।

প্রধান উপদেষ্টার সম্পদ সাড়ে ১৫ কোটি টাকার বেশি

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টাদের সম্পদের বিবরণী প্রকাশ করা হয়েছে। মঙ্গলবার (১০ ফেব্রুয়ারি) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এটা প্রকাশ করেছে। গত ৩০ জুন পর্যন্ত প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের মোট পরিসম্পদ ছিল ১৫ কোটি ৬২ লাখ টাকার। এক বছর আগে তা ছিল ১৪ কোটি ১ লাখ টাকা। অর্থাৎ এক বছরে প্রধান উপদেষ্টার সম্পদ বেড়েছে ১ কোটি ৬১ লাখ টাকা।

সঞ্চয়পত্র নগদায়ন, সঞ্চয়ী বা মেয়াদি আমানতে বৃদ্ধি, উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া শেয়ার ইত্যাদি কারণে মোট সম্পদ বেড়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

প্রধান উপদেষ্টার স্ত্রী আফরোজী ইউনূসের মোট পরিসম্পদ ১ কোটি ২৭ লাখ টাকা। যা আগের অর্থবছরে ছিল ২ কোটি ১১ লাখ টাকা। সে হিসেবে এক বছরে তার সম্পদ কমেছে ৮৪ লাখ টাকার বেশি।

আয়কর আইন অনুযায়ী, একজন করদাতার মালিকানাধীন স্থাবর-অস্থাবর, আর্থিক ও মূলধনী সম্পত্তির সমষ্টি হলো পরিসম্পদ।

ড. ইউনূসের সম্পদের বিবরণের তথ্য অনুযায়ী, তার আর্থিক সম্পদের পরিমাণ ১৪ কোটি ৭৬ লাখ টাকা। এক বছর আগে এই অর্থের পরিমাণ ছিল ১৩ কোটি ১৮ লাখ টাকা। আর তার নন-ফাইনান্সিয়াল সম্পদ আছে ২১ লাখ ৬ হাজার টাকার। এক বছর আগে যা ছিল ২০ লাখ ৯২ হাজার টাকা। দেশের বাইরে তার সম্পদ আছে ৬৪ লাখ ৭৩ হাজার টাকার। এক বছর আগে ছিল ৬১ লাখ ৭৫ হাজার টাকার।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ২০২৩ সালের আয়কর আইন প্রণয়নের সময় ব্যক্তির সম্পদের সংজ্ঞা আন্তর্জাতিক রীতি-নীতি অনুসারে ঠিক করা হয়। সেখানে আর্থিক সম্পদ বলতে বোঝায়, নগদ টাকার পাশাপাশি ব্যাংকে রাখা টাকা এবং সঞ্চয়পত্র, বিভিন্ন শেয়ার, কোম্পানি থেকে পাওয়া লভ্যাংশ ইত্যাদি। আর নন-ফাইন্যান্সিয়াল সম্পদ হলো আর্থিক সম্পদের বাইরে থাকা সম্পদ। এই তালিকায় আছে জমি, বাড়ি, ফ্ল্যাট, প্লটসহ সব ধরনের স্থাবর সম্পদ।

প্রধান উপদেষ্টার স্ত্রী আফরোজী ইউনূসের সম্পদ বিবরণীর তথ্য অনুযায়ী, তার আর্থিক সম্পদ আছে ৪ লাখ ৫১ হাজার ৮৬০ টাকার। এক বছর আগে এর পরিমাণ ছিল ৯৫ লাখ ৪১ হাজার ৬৭৯ টাকার। আর তার নন-ফাইনান্সিয়াল সম্পদের পরিমাণ ১ কোটি ২৩ লাখ ১১ হাজার ৫০০ টাকার। এক বছর আগে এর পরিমাণ ছিল ১ কোটি ১৬ লাখ ৩৫ হাজার ৫৯৫ টাকার। তার বিদেশে কোনো সম্পদ নেই। ড. ইউনূসের কোনো দায় না থাকলেও তার স্ত্রীর ১৬ লাখ ৯৬ হাজার টাকার দায় আছে।

২০২৪ সালের ২৫ আগস্ট জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে দুর্নীতির বিরুদ্ধে স্পষ্ট অবস্থানের কথা তুলে ধরে প্রধান উপদেষ্টা বলেছিলেন, সব উপদেষ্টা দ্রুততম সময়ের মধ্যে তাদের সম্পদের বিবরণী প্রকাশ করবেন। পর্যায়ক্রমে এটি সরকারি সব কর্মকর্তার ক্ষেত্রেও নিয়মিত ও বাধ্যতামূলক করা হবে। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে সংবিধানের ৭৭ অনুচ্ছেদে প্রতিশ্রুত ন্যায়পাল নিয়োগে অধ্যাদেশ প্রণয়ন করা হবে বলেও তিনি ভাষণে উল্লেখ করেছিলেন।

ওই বছরের ১ অক্টোবর 'অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা এবং সমমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের আয় ও সম্পদবিবরণী প্রকাশের নীতিমালা, ২০২৪' জারি করা হয়। নীতিমালায় বলা হয়, অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা এবং সমমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি, যারা সরকার বা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত, তারা প্রতিবছর আয়কর রিটার্ন জমা দেওয়ার সর্বশেষ তারিখের পরবর্তী ১৫ কর্মদিবসের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টার কাছে তাদের আয় ও সম্পদের বিবরণী জমা দেবেন। স্ত্রী বা স্বামীর পৃথক আয় থাকলে সেটিও জমা দিতে হবে। এই বিবরণী প্রধান উপদেষ্টা নিজ বিবেচনায় উপযুক্ত পদ্ধতিতে প্রকাশ করবেন।

কিন্তু এতদিনেও তা প্রকাশ না করায় সমালোচনা হচ্ছিল। এ বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম গত সোমবার জানিয়েছিলেন, অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টাদের সম্পদের বিবরণী দু-এক দিনের মধ্যে প্রকাশ করা হবে।

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর ৮ আগস্ট ড. ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন হয়। পরে কয়েক দফায় নতুন উপদেষ্টা নিয়োগ দেওয়া হয়। সংযোজন-বিয়োজনের পর বর্তমানে উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যসংখ্যা প্রধান উপদেষ্টাসহ ২১।

এছাড়া উপদেষ্টা পদমর্যাদায় বিশেষ সহকারী, বিশেষ দূত ও জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা চারজন। প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদায় প্রধান উপদেষ্টার চার বিশেষ সহকারী দায়িত্ব পালন করছেন।

নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্ন দাখিলে ইসির পরিপত্র, অমান্য করলে সর্বোচ্চ ৭ বছরের কারাদণ্ড

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী সকল প্রার্থীর নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল সংক্রান্ত বিশেষ পরিপত্র জারি করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্বাচনি ব্যয়ের হিসাব দাখিলে ব্যর্থ হলে জেল ও জরিমানাসহ কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের হুঁশিয়ারি দিয়েছে কমিশন। বুধবার (১০ ফেব্রুয়ারি) নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব মো. শহিদুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক পরিপত্রে এ তথ্য জানানো হয়।

পরিপত্রে বলা হয়েছে, নির্বাচিত প্রার্থীর নাম সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হওয়ার পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে সকল প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে (বিজয়ী ও পরাজিত উভয়) সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারের নিকট নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্ন (ফরম-২২) দাখিল করতে হবে।

যারা এজেন্ট নিয়োগ করেননি, তারা নিজেই এজেন্ট হিসেবে গণ্য হবেন এবং ফরম-২২ এ এফিডেভিটসহ হিসাব জমা দেবেন। এছাড়া প্রার্থীকে রিটার্নের একটি অনুলিপি রেজিস্টার্ড ডাকযোগে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়েও পাঠাতে হবে।

কমিশন স্পষ্ট করেছে, নির্বাচনে বিজয়ী বা পরাজিত- সকল প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকেই এই রিটার্ন দাখিল করতে হবে। এমনকি যারা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন অথবা যাদের কোনো প্রকার ব্যয় হয়নি, তাদেরও নির্ধারিত ফরমে শূন্য ব্যয় উল্লেখ করে রিটার্ন জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক।

শাস্তির বিষয়ে পরিপত্রে বলা হয়েছে, গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর অনুচ্ছেদ ৪৪ গ অনুযায়ী, নির্ধারিত সময়ে রিটার্ন দাখিল না করা বা আদেশ লঙ্ঘন করা একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এ অপরাধে দোষী ব্যক্তি অনধিক ৭ বছর এবং অন্যূন ২ বছর সশ্রম কারাদণ্ডসহ অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হতে পারেন।

রিটার্নিং অফিসারদের ভূমিকা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, নির্বাচনি ব্যয় সংক্রান্ত বিধান লঙ্ঘিত হলে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসার সরাসরি মামলা দায়ের করবেন। এ ক্ষেত্রে কমিশনের পূর্বানুমতির প্রয়োজন হবে না। অপরাধ সংঘটিত হওয়ার ৬ মাসের মধ্যে মামলা দায়ের করতে হবে। পরিপত্রে আরও বলা হয়েছে, স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে প্রার্থীদের দাখিলকৃত ব্যয় বিবরণী ও দলিলপত্র রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে এক বছর পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকবে। জনসাধারণ নির্ধারিত ১০০ টাকা ফি প্রদান সাপেক্ষে, এসব দলিল পরিদর্শন করতে পারবেন এবং প্রতি পৃষ্ঠা ১০০ টাকা ফি দিয়ে এর সত্যায়িত অনুলিপি সংগ্রহ করতে পারবেন।

নির্বাচন কমিশন ইতোমধ্যে সকল প্রয়োজনীয় ফরম (২২, ২২ক, ২২খ, ২২গ) রিটার্নিং অফিসারদের কাছে পাঠিয়েছে। একই সঙ্গে প্রতিটি প্রার্থীর নিকট এসব ফরমের প্রাপ্তি নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছে। এছাড়া গেজেট প্রকাশের ৩০ দিন পর সকল প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী হিসাব দাখিল করেছেন কিনা এবং যারা ব্যর্থ হয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে- তা কমিশনকে অবহিত করতে বলা হয়েছে।

৪০ দিনে রাজনৈতিক সহিংসতায় নিহত ১৩ : আসক

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : চলতি বছরের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম ১০ দিনে দেশে ১৩৩টি রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। এসব ঘটনায় ১৩ জন নিহত ও এক হাজার ১০৫ জন আহত হয়েছে। মঙ্গলবার (১০ ফেব্রুয়ারি) গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায় আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, নির্বাচন কমিশনের ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী আগামী বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

নির্বাচনের দিন ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে রাজনৈতিক সহিংসতা এবং এই সহিংসতায় হতাহত বৃদ্ধির ক্রমবর্ধমান প্রবণতা অপরিবর্তিত আছে।

আসক জানায়, জানুয়ারির প্রথম ১০ দিনে (১-১০ জানুয়ারি) রাজনৈতিক সহিংসতার ৮টি ঘটনা ঘটে। এই ঘটনাগুলোতে মোট ২৬ জন আহত এবং পাঁচজন নিহত হয়। পরবর্তী ১০ দিনে (১১-২০ জানুয়ারি) মোট সহিংসতার ঘটনা ছিল ১৮টি।

এতে আহত হয় ১৭৬ জন এবং নিহত হয় দুজন। জানুয়ারির শেষ ১০ দিনে (২১-৩১ জানুয়ারি) তারিখের মধ্যে মোট সহিংসতার ৪৯টি ঘটনা ঘটে। এতে আহত হয় ৪১৪ জন এবং নিহত হয় চারজন। এ ছাড়া চলতি ফেব্রুয়ারির প্রথম ১০ দিনে (১-১০ ফেব্রুয়ারি) ৫৮টি সহিংসতার ঘটনায় ৪৮৯ জন আহত এবং দুজন নিহত হয়েছেন।

সাংবাদিকদের হয়রানির ক্রমবর্ধমান প্রবণতার কথা উল্লেখ করে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত বছরের ডিসেম্বরে ১১ জন সাংবাদিক তাদের পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আক্রান্ত হন। চলতি বছরের জানুয়ারিতে এই সংখ্যা ছিল ১৬ জন। আর ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম ১০ দিনে মোট ৪৭ জন সাংবাদিক আক্রান্ত হন। গত ৭ ফেব্রুয়ারি অনলাইন নিউজ পোর্টাল বাংলাদেশ টাইমস পত্রিকার ২১ জন সাংবাদিককে তাদের কর্মস্থল থেকে আটক করে সেনা ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রায় দুই ঘণ্টা পর তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরো বলা হয়, সামগ্রিক বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে গত বছরের ডিসেম্বরের তুলনায় চলতি বছরের জানুয়ারিতে রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনা বেশি ঘটেছে। রাজনৈতিক সহিংসতার এই ক্রমবর্ধমান প্রবণতা ফেব্রুয়ারি মাসেও অপরিবর্তিত আছে। এই ঘটনাগুলোতে হতাহতের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অর্থাৎ, নির্বাচন এগিয়ে আসার সাথে সাথে রাজনীতির মাঠ ক্রমেই সহিংস হয়ে উঠছে। রাজনৈতিক সহিংসতা বৃদ্ধির সাথে সাথে সাংবাদিক আক্রান্তের হারেও বৃদ্ধির প্রবণতা অপরিবর্তিত আছে।

রাজনৈতিক সহিংসতা ও সাংবাদিক হয়রানির ক্রমাগত বৃদ্ধিতে উদ্বেগ জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার আহ্বান জানিয়েছে আসক।

পশ্চিম তীরকে ইসরাইলে সংযুক্তির বিরোধিতায় ট্রাম্প

পোস্ট ডেস্ক : ফিলিস্তিনের অধিকৃত পশ্চিম তীরকে ইসরাইলের সঙ্গে সংযুক্ত করে নেওয়ার পদক্ষেপের বিরোধিতা করছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। মার্কিন প্রশাসনের এক কর্মকর্তা এ তথ্য জানিয়েছেন।

সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি) সাংবাদিকদের কাছে পাঠানো হোয়াইট হাউজের এই কর্মকর্তার এক বিবৃতিতে বলা হয়, 'প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প স্পষ্টভাবে বলেছেন, তিনি পশ্চিম তীর ইসরায়েলের সঙ্গে জুড়ে নেওয়ার পক্ষে নন। একটি স্থিতিশীল পশ্চিম তীর ইসরাইলকে নিরাপদ রাখে এবং ওই অঞ্চলে শান্তি বজায় রাখার জন্য এটি যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসনের লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ'।

ইসরাইলের অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মোট্রিচ এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইসরাইল কাটজ পশ্চিম তীরে ইসরাইলের নিয়ন্ত্রণ বাড়ানোর নতুন পদক্ষেপ ঘোষণা করার পরদিন হোয়াইট হাউজের এ মন্তব্য এল।

তবে হোয়াইট হাউজের কর্মকর্তার বিবৃতিতে ইসরাইলের এই নতুন পদক্ষেপের সরাসরি নিন্দা জানানো হয়নি। এমনকি বিষয়টি উল্লেখও করা হয়নি।

ইসরাইলের নিরাপত্তা মন্ত্রিসভার অনুমোদিত নতুন পদক্ষেপগুলোর কারণে ইহুদি বসতি স্থাপনকারীদের জন্য ব্যক্তিগতভাবে জমি কেনা সহজ হবে, যা আন্তর্জাতিক আইনে অবৈধ।

ইসরাইলের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সোমবার সৌদি আরব, তুরস্ক, মিশর, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, জর্ডান আটটি মুসলিম প্রধান দেশ যৌথ বিবৃতি দিয়েছে।

দেশগুলো পদক্ষেপটিকে অবৈধ এবং ফিলিস্তিনি জনগণকে উচ্ছেদ করার প্রচেষ্টা বলে অভিহিত করেছে। জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেসও ইসরাইলের পদক্ষেপের নিন্দা জানিয়েছেন।

তার মুখপাত্র স্টিফেন ডুজারিক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, সিদ্ধান্তগুলো ইসরাইল ও ফিলিস্তিন দ্বি-রাষ্ট্র সমাধানের সম্ভাবনা থেকে আমাদের আরো দূরে সরিয়ে দিচ্ছে।

যুক্তরাজ্য সরকার এক বিবৃতিতে ইসরাইলের সিদ্ধান্তকে 'সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য' এবং আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থি বলে বর্ণনা করেছে। তারা অবিলম্বে এই সিদ্ধান্ত বাতিলের জন্য ইসরাইলকে আহ্বান জানিয়েছে। স্পেন ও ইউরোপীয় ইউনিয়নও পৃথকভাবে এ পদক্ষেপের নিন্দা জানিয়েছে।

নতুন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বিতর্কিত এই পদক্ষেপগুলোর মধ্যে আছে হেবরন শহরে ভবন নির্মাণের অনুমোদনের ক্ষমতা ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ইসরাইলের হাতে নেওয়া।

এছাড়া দক্ষিণ পশ্চিম তীরের দুটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় স্থান, বেথলেহেমের কাছে রাহেলের সমাধি এবং হেব্রনের ইব্রাহিমি মসজিদের (কেভ অব দ্য প্যাট্রিয়ার্কস) ওপর ইসরাইলি নিয়ন্ত্রণ জোরদার করার কথা বলা হয়েছে।

ইইউ মুখপাত্র আনোয়ার এল আনোনি সাংবাদিকদের বলেন, 'পশ্চিম তীরে ইসরাইলি নিয়ন্ত্রণ বাড়ানোর সিদ্ধান্তের নিন্দা জানায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন। এটি আরো একটি ভুল পদক্ষেপ।'

ইসরাইলি মন্ত্রী স্মোট্রিচ রোববার বলেন, এই পরিবর্তনের লক্ষ্য হল ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র গঠনের ধারণাকে কবর দেওয়া।

অন্যদিকে স্পেনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সতর্ক করে বলেছে, এ ধরনের উসকানিমূলক পদক্ষেপ নতুন করে সহিংসতার তৈরি করতে পারে।

সিএনএনের বিশ্লেষণ

জেন-জি নেতৃত্বাধীন বিপ্লবের পরও আধিপত্য পুরোনোদের

পোস্ট ডেস্ক : আর মাত্র দুদিন পর বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হবে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। রক্তাক্ত বিপ্লবের পর ভোট হওয়ায় বাংলাদেশের এবারের নির্বাচন অন্য যে কোনো সময়ের চেয়ে আলাদা।

সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি) প্রকাশ করা প্রতিবেদনে বলা হয়, সাবেক স্বৈরাচার শেখ হাসিনাকে হটানোর বিপ্লবে বাংলাদেশের জেন-জি জয়ী হয়েছে। কিন্তু দেশের রাজনীতিতে আধিপত্য রয়ে গেছে সেই পুরোনো রাজনীতিবিদদেরই। এমনকি এবারের নির্বাচনেও যারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তাদের অধিকাংশই জেন-জির বাইরে।

সাধারণ মানুষের বিক্ষোভের মুখে হেলিকপ্টারে শেখ হাসিনার পালিয়ে যাওয়ার দৃশ্য এবং তার বাড়িতে জনতার যাওয়ার বিষয়টি বিশ্বকে চমকে দিয়েছিল। এরপর এই আন্দোলন থেকে উদ্বুদ্ধ হয়ে নেপাল ও মাদাগাস্কারের তরুণরাও তাদের সরকারের পতন ঘটিয়েছে।

কিন্তু বাংলাদেশে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তরুণরা বিপ্লব ঘটালেও যে দুজন সম্ভাব্য প্রার্থী পরবর্তী বাংলাদেশকে নেতৃত্বে দিতে যাচ্ছেন তাদের সঙ্গে সেই তরুণদের পার্থক্য অনেক বেশি।

প্রতিবেদনে বিএনপির ৬০ বছর বয়সী চেয়ারম্যান তারেক রহমান এবং বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর ৬৭ বছর বয়সী আমির ড. শফিকুর রহমানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়।

সাদমান মুস্তাবা নামে এক বিক্ষোভকারী আক্ষেপ করে বলেছেন, বিপ্লবের পর যে পরিবর্তন ও সংস্কারের আশা তারা করেছিলেন, তার কিছুই হয়নি। তিনি বলেছেন, 'আমরা এমন দেশের স্বপ্ন দেখেছিলাম যেখানে লিঙ্গ, বর্ণ, ধর্মসহ সবকিছুর ওপর সবাই একইরকম সুবিধা ভোগ করবে। আমরা নীতি পরিবর্তন এবং সংস্কার প্রত্যাশা করেছিলাম। কিন্তু আমরা এ নিয়ে যেসব স্বপ্ন দেখেছিলাম, সেগুলো পূরণ হওয়ার ধারেকাছেও যায়নি।'

হাসিনার পতনের পর ১৭ বছর দমন-নিপীড়নের পর প্রধান রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়েছে বিএনপি। নির্বাসিত জীবন কাটিয়ে দেশে ফেরা দলটির প্রধান নেতা তারেক রহমান এবারের নির্বাচনে সম্ভাব্য জয়ীদের মধ্যে এগিয়ে আছেন।

এছাড়া হাসিনার সময়ে অত্যাচার-নির্যাতনের শিকার হওয়ার পর জামায়াতের পুনরুত্থান হয়েছে।

জুলাই বিপ্লবের পর তৈরি হওয়া জাতীয় নাগরিক পার্টিকে (এনসিপি) নিয়ে মার্কিন সংবাদমাধ্যমটি বলেছে, এনসিপি বাংলাদেশের 'সহিংস' রাজনীতিতে শক্তিশালীভাবে নিজেদের মেলে ধরতে পারেনি। উল্টো তারা ডিসেম্বরে জামায়াতের সঙ্গে জোট করার ঘোষণা দেয়,যা অনেককে অবাক করেছিল।

সোয়াস ইউনিভার্সিটি অব লন্ডনের ডেভেলপমেন্ট স্টাডিসের অধ্যাপক নাওমি হোসেন বলেছেন, 'জামায়াতের সঙ্গে এ জোটের অন্যতম কারণ হলো নিরাপত্তা। এছাড়া জামায়াতের সঙ্গে জোট করলে এনসিপির কিছু নেতার জয়ের সম্ভাবনাও আছে।'

সংসদের প্রতিনিধি হলে সহিংস রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে নিরাপত্তা পাওয়ার বিষয়টিও এক্ষেত্রে অবদান রেখেছে বলে জানিয়েছেন তিনি। তার মতে, এনসিপির নেতারা মনে করেছেন যদি তারা (জোট করে) সংসদে যেতে পারে তাদের নিরাপত্তাও বাড়বে।

তবে যে জামায়াতের সঙ্গে তারা জোট করেছে, তারা কোনো নারীকে নির্বাচনের সুযোগ দেয়নি। এ নিয়ে এনসিপির অনেকেই ক্ষুব্ধ। তাদের মধ্যে অন্যতম নাফিজা জান্নাত।

তিনি বলেছেন, 'এনসিপি সংস্কার, অন্তর্ভুক্তিসহ অনেক কিছুর ব্যাপারে কথা দিয়েছিল।' জামায়াতের সঙ্গে জোট এবং কোনো নারীকে নমিনেশন না দেওয়ার ব্যাপারে তিনি বলেছেন, 'এটি একটি অসম্মানজনক ঘটনা। আমি তাদের বলেছি, এটি আমাদের জন্য কতটা লজ্জাজনক।'

তবে এবারের নির্বাচনে অনেক কিছু নতুন আসবে বলেও মনে করছেন অনেকে।

অক্সফোর্ডে উন্মোচিত হলো নোবেলজয়ী মালালার প্রতিকৃতি

পোস্ট ডেস্ক : অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের লেডি মার্গারেট হল (এলএমএইচ)-এ নোবেল শান্তি পুরস্কারজয়ী ও নারী শিক্ষার অগ্রদূত মালালা ইউসুফজাইয়ের একটি প্রতিকৃতি উন্মোচন করা হয়েছে। পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টোর পর মালালা হলেন কলেজটির দেওয়ালে স্থান পাওয়া দ্বিতীয় পাকিস্তানি নারী।

বিশ্বের নারীদের জন্যই অনুপ্রেরণা। আমি সবসময় তাকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করি।'

তিনি মানবাধিকারের গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং আফগানিস্তানে তালেবানের মেয়েদের শিক্ষা নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মুসলিম দেশগুলোকে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান।

মেয়েদের শিক্ষার পক্ষে দৃঢ় অবস্থান

'অক্সফোর্ডে প্রথম আসার সময় আমার হৃদয়ে ছিল সোয়াত উপত্যকার পাহাড়। এখানে এসে বুঝেছি-ঘর শুধু একটি জায়গা নয়, বরং মানুষ, স্মৃতি আর আনন্দের মুহূর্তগুলোই ঘর হয়ে ওঠে।'

প্রতিকৃতির তাৎপর্য

অক্সফোর্ড পাকিস্তান প্রোগ্রামের সহ-প্রতিষ্ঠাতা ড. তালহা জে পিরজাদা বলেন, মালালার এই প্রতিকৃতি কলেজ

শিল্পী ইসাবেলা ওয়াটলিং আঁকা এই প্রতিকৃতি এলএমএইচ -এর বার্ষিক 'ফাউন্ডারস অ্যান্ড বেনেফেক্টরস ডিনার'-এ উন্মোচিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রায় ২০০ জন অতিথি। তাদের মধ্যে ছিলেন মালালার বাবা জিয়াউদ্দিন ইউসুফজাই, মা তূর পেকাই ইউসুফজাই, ভাই খুশাল খান ইউসুফজাই ও স্বামী আসের মালিক।

বেনজির ভুট্টোর প্রতি শ্রদ্ধা

মালালা বলেন, 'বেনজির ভুট্টো শুধু পাকিস্তানের নারীদের জন্য নয়, সারা

মালালা জোর দিয়ে বলেন, তালেবানের এই নিষেধাজ্ঞা ইসলামের শিক্ষার পরিপন্থি। তিনি আফগান নারীদের সাহসের প্রশংসা করেন, যারা গোপন স্কুল ও অনলাইন শিক্ষার মাধ্যমে পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাদের প্রতি সমর্থন ও সংহতির কথাও জানান তিনি।

অক্সফোর্ডে নিজের পথচলার স্মৃতি

অক্সফোর্ডে দর্শন, রাজনীতি ও অর্থনীতি (পিপিই) বিষয়ে পড়াশোনা করে ২০২০ সালে স্নাতক হন মালালা। নিজের অভিজ্ঞতা স্মরণ করে তিনি বলেন,

ও বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি 'পূর্ণচক্র মুহূর্ত'। এটি অক্সফোর্ডে পাকিস্তানি নারীদের পথ খুলে দেওয়ার প্রতীক।

প্রোগ্রামের আউটরিচ লিড মিনাহিল সাকিব বলেন, 'কলেজে তার উপস্থিতি প্রজন্মের পর প্রজন্ম টিকে থাকবে-মেয়েদের শিক্ষার পক্ষে তার আজীবন সংগ্রামের শক্তিশালী স্মারক হয়ে।'

শিল্পী ইসাবেলা ওয়াটলিং জানান, মালালার 'শক্তি ও সৌন্দর্য' একসঙ্গে ক্যানভাসে ধরতে পারা ছিল তার জন্য এক বিরাট সম্মান ও চ্যালেঞ্জ।

ইরানে ২১০৮ ব্যক্তির দণ্ড মওকুফ খামেনির, তালিকায় নেই বিক্ষোভকারীরা

পোস্ট ডেস্ক : ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি মঙ্গলবার দুই হাজারের বেশি দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির দণ্ড মওকুফ বা হ্রাস করেছেন বলে দেশটির বিচার বিভাগ জানিয়েছে। তবে সাম্প্রতিক বিক্ষোভে জড়িত কেউ এই তালিকায় নেই বলে জানানো হয়েছে।

ইসলামী বিপ্লবের বার্ষিকীর আগে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ইরানে এই উপলক্ষসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সময়ে বছরের পর বছর ধরে সর্বোচ্চ নেতা এ ধরনের ক্ষমা প্রদানে সম্মতি দিয়ে আসছেন।

বিচার বিভাগের মিজান অনলাইন ওয়েবসাইট জানিয়েছে, 'ইসলামী বিপ্লবের নেতা বিচার বিভাগের প্রধানের আবেদনে সাড়া দিয়ে দুই হাজার ১০৮ জন দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির সাজা ক্ষমা, হ্রাস বা রদ করতে সম্মত হয়েছেন।'

তবে তালিকায় 'সাম্প্রতিক দাঙ্গার আসামি ও দণ্ডপ্রাপ্তরা' অন্তর্ভুক্ত নন বলে জানিয়েছে সাইটটি। বিচার বিভাগের উপপ্রধান আলি মোজাফফারির উদ্ধৃতি দিয়ে এ তথ্য জানানো হয়।

ডিসেম্বরের শেষ দিকে জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির প্রতিবাদে ইরানে বিক্ষোভ শুরু হয়, যা পরে দেশব্যাপী সরকারবিরোধী আন্দোলনে রূপ নেয় এবং ৮ ও ৯ জানুয়ারি চূড়ান্ত রূপ ধারণ করে।

তেহরান স্বীকার করেছে, এই অস্থিরতায় নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য ও নিরীহ পথচারীসহ তিন হাজারের বেশি মানুষ নিহত হয়েছে। সরকার এ সহিংসতাকে 'সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড' বলে আখ্যায়িত করেছে।

ইরানি কর্তৃপক্ষ বলেছে, বিক্ষোভগুলো শুরুতে শান্তিপূর্ণ ছিল, পরে তা 'বিদেশি উসকানিতে সৃষ্ট দাঙ্গায়' পরিণত হয়, যেখানে হত্যাকাণ্ড ও ভাঙচুর ঘটে।

হঠাৎ সৌদি যুবরাজের সঙ্গে ব্রিটিশ যুবরাজের বৈঠক

পোস্ট ডেস্ক : সৌদি আরবে প্রথমবারের মতো আনুষ্ঠানিক সফরে গেছেন ব্রিটেনের রাজপরিবারের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য যুবরাজ উইলিয়াম। মঙ্গলবার (১০ ফেব্রুয়ারি) এ তথ্য জানিয়েছে সৌদি সংবাদমাধ্যম আল আরাবিয়া।

তিন দিনের সফরের অংশ হিসেবে সৌদি যুবরাজ মুহাম্মদ বিন সালমানের সঙ্গে বৈঠক করবেন উইলিয়াম। সাম্প্রতিক সময়ে উপসাগরীয় দেশটির সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক ভালো করার উদ্যোগ হাতে নিয়েছে লন্ডন।

অল্প কিছুদিন পরই দুই দেশ কূটনীতিক সম্পর্কের শতবর্ষ উদযাপন করতে যাচ্ছে। বুধবার শেষ হতে যাওয়া সফরের মূল সুর 'বাণিজ্য, জ্বালানি ও বিনিয়োগ খাতে' সম্পর্ককে আরো দৃঢ় করা।

দীর্ঘদিন ধরেই সৌদি ও ব্রিটিশ রাজপরিবারের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক। রিয়াদকে উপসাগরীয় অঞ্চলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত অংশীদার হিসেবে বিবেচনা করে লন্ডন। প্রয়াত রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের জীবদ্দশায় চার বার সৌদি রাজপরিবারের সদস্যরা যুক্তরাজ্য সফর করেন।

২০১৮ সালের মার্চে সর্বশেষ যুবরাজ সালমানের সঙ্গে দেখা করেন উইলিয়াম। সে সময় লন্ডনে ক্লারেন্স হাউসে তৎকালীন যুবরাজ চার্লস সৌদি যুবরাজের সম্মানে নৈশভোজের আয়োজন করেন।

ব্রিটিশ রাজবংশের উত্তরাধিকারী উইলিয়ামকে নিয়ে সৌদির ঐতিহ্যবাহী অঞ্চল আত-তুরাইফ পরিদর্শন করেন বিন সালমান। পরিদর্শনের পর যুবরাজ সালমানের সঙ্গে বৈঠকে অংশ নেন উইলিয়াম।

এই সফরে রাজা চার্লসের বড় ছেলে উইলিয়াম সৌদি তরুণ-তরুণীদের সঙ্গেও দেখা করবেন। তিনি দেশটির টেকসই ও নাগরিক উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলোর বিষয়ে ধারণা নেবেন। পাশাপাশি সৌদি নারীদের ক্রীড়া, ই-স্পোর্টস, সাংস্কৃতিক সহযোগিতা ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প পরিদর্শন করবেন যুবরাজ। এরপর প্রাচীন শহর আলুলায় যাবেন তিনি।

সৌদি রাজপ্রাসাদের পক্ষ থেকে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর মসনদ নড়বড়ে

কেবল দেশের গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলোতেই মনোযোগ দিতে চান এবং রাজনৈতিক বিতর্কের চাপে কোনো সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের প্রশ্ন নেই। এই পরিস্থিতিতে মন্ত্রিসভার জ্যেষ্ঠ সদস্যরা প্রকাশ্যে স্টারমারের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন।

চ্যান্সেলর ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীসহ শীর্ষ পর্যায়ের মন্ত্রীরা এক যৌথ বিবৃতিতে বলেছেন, সরকার ঐক্যবদ্ধ রয়েছে এবং প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বের প্রতি তাদের পূর্ণ আস্থা আছে।

তারা পদত্যাগের দাবিকে বিরোধী দল কনজারভেটিভ পার্টির একটি 'রাজনৈতিক চাল' বলে উল্লেখ করেছেন। মন্ত্রিসভার এই সংহতি স্টারমারের জন্য কিছুটা স্বস্তির হলেও বিরোধীদের সমালোচনা থেমে নেই।

ডাউনিং স্ট্রিটের কর্মীদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের প্রমাণ করতে হবে যে রাজনীতি জনকল্যাণের জন্য শক্তিশালী হাতিয়ার হতে পারে। আমরা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে দেশ পরিবর্তনের কাজ চালিয়ে যাব।' পরে দলীয় এমপিদের এক বৈঠকেও তিনি নিজের অবস্থানে অনড় থাকার কথা জানান।

চ্যান্সেলর র‍্যাচেল রিভস, উপপ্রধানমন্ত্রী ডেভিড ল্যামি এবং সম্ভাব্য নেতৃত্বপ্রত্যাশী অ্যাঞ্জেলা রেনার প্রকাশ্যে তার প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন।

এদিকে বিরোধী কনজারভেটিভ পার্টির নেতা কেমি ব্যাডেনক স্টারমারের কঠোর সমালোচনা করে বলেন, প্রধানমন্ত্রী সরকার পরিচালনায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে ব্যর্থ হলে নতুন নির্বাচনের দাবিও তোলা হতে পারে বলে মন্তব্য করেন তিনি। লর্ড ম্যান্ডেলসনকে বরখাস্তের পর তাকে দেওয়া সরকারি অর্থের বিষয়টি বর্তমানে পর্যালোচনা করছে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দপ্তর।

নির্বাচিত যেকোন সরকারের সঙ্গেই কাজ

তৈরি জেএফ-১৭ থান্ডার যুদ্ধবিমান কেনার বিষয়েও বাংলাদেশের আলোচনা চলছে।

ক্রিস্টেনসেন বলেন, দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের বাড়তে থাকা প্রভাব নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র উদ্বিগ্ন এবং চীনের সঙ্গে সম্পৃক্ততার ঝুঁকি সম্পর্কে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে কাজ করতে চায় ওয়াশিংটন। তিনি জানান, সামরিক সক্ষমতা বাড়াতে বাংলাদেশকে যুক্তরাষ্ট্র ও মিত্র দেশগুলোর বিভিন্ন প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের প্রস্তাব দেয়া হবে। তবে এ বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানাননি। চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানায়, চীন ও বাংলাদেশ কৌশলগত অংশীদার হিসেবে রাজনীতি, অর্থনীতি ও নিরাপত্তা খাতে সহযোগিতা করছে, যা দুই দেশের জন্যই উপকারী। এই সহযোগিতা কোনো তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে নয় এবং এতে বাইরের কোনো হস্তক্ষেপ বরদাশত করা হবে না বলেও জানানো হয়।

ক্রিস্টেনসেন বলেন, প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ভালো সম্পর্ক দেখতে চায়, যা আঞ্চলিক স্থিতিশীলতায় সহায়ক হবে। শেখ হাসিনা দেশ ছাড়ার পর নয়াদিল্লি-ঢাকা সম্পর্কের অবনতি হয়েছে। এতে ভিসা কার্যক্রম ও দুই দেশের ক্রিকেট সম্পর্কেও প্রভাব পড়েছে।

বাণিজ্য কূটনীতিকে অগ্রাধিকার: মার্কিন রাষ্ট্রদূত বলেন, অনেক মার্কিন প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে বিনিয়োগের সম্ভাবনা দেখছে। তবে তারা চাইবে নতুন সরকার শুরুতেই স্পষ্ট বার্তা দিক যে দেশটি বিনিয়োগের জন্য প্রস্তুত।

তিনি বলেন, বাণিজ্য কূটনীতি আমাদের অন্যতম অগ্রাধিকার। অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে যে অগ্রগতি হয়েছে, তা এগিয়ে নিতে এবং বাণিজ্য, অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তা সম্পর্ক জোরদারে নতুন সরকারের সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী যুক্তরাষ্ট্র।

জ্বালানি কোম্পানি শেভরন দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশে কাজ করলেও অন্যান্য বড় মার্কিন প্রতিষ্ঠানের উপস্থিতি তেমন নেই। ১৭ কোটি ৫০ লাখ মানুষের দেশে উচ্চ করহার এবং মুনাফা দেশে ফিরিয়ে নেয়ার জটিলতা বিনিয়োগে বাধা তৈরি করেছে। বাংলাদেশে এখনো স্টারবাকস বা ম্যাকডোনাল্ডসের কোনো শাখা নেই।

রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য সহায়তা: বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া প্রায় ১২ লাখ রোহিঙ্গা শরণার্থীর বিষয়ে রাষ্ট্রদূত বলেন, মানবিক সহায়তায় যুক্তরাষ্ট্রই সবচেয়ে বড় দাতা দেশ। তিনি বলেন, রোহিঙ্গা শরণার্থী সংকটে যুক্তরাষ্ট্র সবচেয়ে বড় অবদান রেখে চলেছে এবং বাংলাদেশে স্বাস্থ্যখাতে সহায়তা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। জাতিসংঘের সঙ্গে সম্প্রতি ২০০ কোটি ডলারের একটি বৈশ্বিক তহবিল চুক্তি সই হয়েছে, যা বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশে সহায়তার কার্যকারিতা বাড়াবে। তিনি অন্য আন্তর্জাতিক দাতাদেরও আরও বেশি সহায়তা বাড়ানোর আহ্বান জানান।

রাষ্ট্রদূত বলেন, এই বিশাল দায়িত্ব যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে একা বহন করা সম্ভব নয়। রোহিঙ্গা সংকটে আন্তর্জাতিক অংশীদারদের আরও এগিয়ে আসতে হবে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা রোহিঙ্গাদের সহায়তার জন্য পর্যাপ্ত অর্থ সংগ্রহে হিমশিম খাচ্ছে। ফলে তাদের খাদ্য রেশন কমানো হয়েছে এবং কিছু শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেছে।

আমিরাতের ক্লাবে বাংলাদেশের জায়ান

আল সাহরা এসসিতে যোগ দিয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী ফুটবলার জায়ান আহমেদ। বুধবার এই ক্লাবের হয়ে অভিষেকও হয় বাংলাদেশের এই লেফটব্যাকের। ২০২৫ সালে প্রতিষ্ঠিত রিমাল আল সাহরা অল্প সময়েই নজর কাড়তে সক্ষম হয়েছে। বর্তমানে ইউএই তৃতীয় বিভাগ লীগের পয়েন্ট টেবিলে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে দলটি। ওই অবস্থান ধরে রাখতে পারলে আগামী মৌসুমে দ্বিতীয় বিভাগে খেলবে জায়ানের দল। ইউএই এফএ কাপের প্রিলিমিনারি রাউন্ডের ম্যাচে মাজদ এফসির বিপক্ষে রিমাল আল সাহরার হয়ে অভিষেক হয় জায়ানের। নির্ধারিত সময়ের খেলা ২-২ গোলে ড্র হওয়ার পর টাইব্রেকারে ১০-৯ ব্যবধানে জয় পায় মাজদ এফসি। ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে ৪৬ মিনিটে ইংলিশ লেফট-ব্যাক টাইলাহ সানচেজের বদলি হিসেবে মাঠে নামেন জায়ান। যুক্তরাষ্ট্রে জন্ম ও বেড়ে ওঠেন জায়ান। তার বাবা শরীফ আহমেদ সাবেক ফুটবলার। বাবার আগ্রহে আমেরিকায় বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে খেলে তিনি নজর কাড়েন। এরপর ঢাকায় ট্রায়াল দিতে আসেন গত বছরের জুনে। বাংলাদেশের জার্সিতে এএফসি অ-২৩ দলে খেলে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করে জাতীয় দলে ডাক পান জায়ান। পরে ৯ই অক্টোবর হংকংয়ের বিপক্ষে তার অভিষেক হয়। এরপর আরও দুটি ম্যাচ খেলেন। গতি ও স্কিলে বাংলাদেশের ফুটবলপ্রেমীদের মন জয় করেছেন অল্প দিনেই। ১৮ই নভেম্বর ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ খেলে আমেরিকায় ফিরে যান এই ডিফেন্ডার।

সিলেটে তিন কেন্দ্রে উত্তেজনা, আটক ৩ জন

পড়েছিলো। তবে এয়ারপোর্ট থানার ওসি মোবাশ্বির আহমদ জানিয়েছেন- ভোট কেন্দ্রে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। পুলিশ মোতায়েন রয়েছে ওই কেন্দ্রে। এদিকে রাতে নগর বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত সভাপতি রেজাউল হাসান কয়েস লোদী জানিয়েছেন- প্রতিপক্ষ প্রার্থীর কর্মী সমর্থকরা দলে দলে ভোট কেন্দ্রে ঢুকার চেষ্টা করেছে। রাতে তিনি বিষয়টি সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনারকে জানিয়েছেন। তিনি বলেন- যে অবস্থা দেখা যাচ্ছে তাতে রাতভর কেন্দ্র পাহারায় থাকতে হবে।

কোটিপতি ইউনূসসহ অন্তর্বর্তী সরকারের

সরকারি সুবিধাদি গ্রহণ করেন না।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ প্রকাশিত বিবরণীতে ২০২৪ সালের জুন এবং ২০২৫ সালের জুন পর্যন্ত উপদেষ্টা এবং তাদের স্বামী বা স্ত্রীর মোট সম্পদের পরিমাণ প্রকাশ করা হয়েছে।

বিবরণী অনুযায়ী, বর্তমান ও সাবেক উপদেষ্টাদের মধ্যে বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীনের পরিসম্পদের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। তার প্রায় ৯১ কোটি ৬৫ লাখ টাকার পরিসম্পদ রয়েছে। ২০২৪ সালে যা ছিল ৯১ কোটি ১০ লাখ ৯৮ হাজার ৮৪২ টাকার। দায় নেই।

সর্বনিম্ন সম্পদের মালিক সাবেক ছাত্র উপদেষ্টা মাহফুজ আলম। তার পরিসম্পদের পরিমাণ প্রায় পৌনে ১৩ লাখ টাকা। ২০২৪ সালে যা ছিল ৪ লাখ ২০ হাজার টাকার পরিসম্পদ। তার কোনো দায় নেই।

সাবেক হওয়া আরেক ছাত্র উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়ার মোট পরিসম্পদ ২০২৫ সালের জুন শেষে ছিল ১৫ লাখ ৩৪ হাজার ৭১৭ টাকা। ২০২৪ সালের সম্পদের তথ্য দেননি। তার দায় ২৮ হাজার ৬৬৯ টাকা।

আয়কর আইন অনুযায়ী, একজন করদাতার মালিকানাধীন স্থাবর-অস্থাবর, আর্থিক ও মূলধনি সম্পত্তির সমষ্টি হলো পরিসম্পদ। প্রকাশিত বিবরণীতে তাদের আর্থিক, আর্থিক বহির্ভূত সম্পদ (নন-ফাইন্যান্সিয়াল), বিদেশে থাকা পরিসম্পদ এবং ব্যক্তিগত ও ব্যবসায়িক দায়ের তথ্য দেওয়া হয়েছে।

উপদেষ্টাদের মধ্যে সম্পদের মালিকানার দিক থেকে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমান। তিনি এককভাবে সম্পদের পরিমাণ প্রকাশ করেননি। স্ত্রীর সম্পদসহ একসঙ্গে মোট পরিসম্পদের তথ্য দিয়েছেন। এতে দেখা যায়, ২০২৫ সালের জুন শেষে এ দম্পত্তির মোট সম্পদ ছিল ৪৬ লাখ ৩৫ হাজার ৮৫০ ডলার (বিনিময় হার ১২০ টাকা ধরে তা ৫৫ কোটি ৬৩ লাখ ২ হাজার টাকার সমপরিমাণ) এবং ২২ লাখ টাকা। ২০২৪ সালেও তাদের একই পরিমাণ ডলার থাকলেও টাকার পরিমাণ ছিল ২০ লাখ টাকা। তাদের ১২ লাখ ডলারের দায় রয়েছে; ২০২৪ সালে যা ছিল ১২ লাখ ৩০ হাজার ডলার।

এরপর সম্পদ বেশি পরিকল্পনা উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদের। ২০২৫ সালের জুন শেষে তার পরিসম্পদ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৬ কোটি ২২ লাখ ৯৫ হাজার ৪৮৩ টাকা। ২০২৪ সালে যা ছিল ১৫ কোটি ৯ লাখ ১৩ হাজার ১০২ টাকা। তার কোনো ব্যক্তিগত ও ব্যবসায়িক দায় নেই।

তালিকায় চতুর্থ অবস্থানে রয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস। এক বছরে প্রায় ১ কোটি ২৩ লাখ টাকা বেড়ে ২০২৫ সালের জুনে তার মোট সম্পদের পরিমাণ ছিল ১৫ কোটি ৬২ লাখ ৮৮ হাজার ৮০৬ টাকা। ২০২৪ সালের ৩০ জুন মুহাম্মদ ইউনূসের মোট সম্পদের পরিমাণ ছিল ১৪ কোটি ৩৯ লাখ ৩৯ হাজার ৬৭৭ টাকা।

অন্যদের মধ্যে অর্থ উপদেষ্টা সালেহ উদ্দিন আহমেদের ২০২৫ সালের জুনে মোট পরিসম্পদের পরিমাণ ছিল ৭ কোটি ১৬ লাখ ১৫ হাজার ২৬ টাকা। ২০২৪ সালের একই মাস শেষে যা ছিল ৭ কোটি ১০ লাখ ৪৯ হাজার ৭১৮ টাকা। সে সময় তার ব্যক্তিগত ও ব্যবসায়িক দায় ছিল ৮৪ হাজার টাকা। তবে বর্তমানে তার কোনো দায় নেই। আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের মোট পরিসম্পদের পরিমাণ ১ কোটি ৬০ লাখ ৯৮ হাজার ২৩২ টাকা। ২০২৪ সালে এর পরিমাণ ছিল ১ কোটি ৪৮ লাখ ১০ হাজার ৪৩৩ টাকা। তার কোনো ব্যবসায়িক ও ব্যক্তিগত দায় নেই।

পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেনের মোট পরিসম্পদ ২ কোটি ৯৩ লাখ ১১ হাজার ১৫৮ টাকার। ২০২৪ সালে যা ছিল ২ কোটি ৮৬ লাখ ৮৬ হাজার ৬০৯ টাকা। তার ব্যক্তিগত ও ব্যবসায়িক দায় নেই।

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলমের মোট পরিসম্পদ ২ কোটি ৭৭ লাখ ২০ হাজার ৭৭৪ টাকার। ২০২৪ সালে যা ছিল ২ কোটি ৬১ লাখ ৬৫ হাজার ৮৭৯ টাকার। তার ব্যক্তিগত ও ব্যবসায়িক দায় নেই।

শিল্প উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খানের মোট পরিসম্পদের পরিমাণ ২ কোটি ৫২ লাখ ৯৯ হাজার ২৬৯ টাকা। ২০২৪ সালে যা ছিল ৯৮ লাখ ২২ হাজার ৭ টাকার। তার ১ লাখ ৫৫ হাজার টাকার দায় রয়েছে।

খাদ্য উপদেষ্টা আলী ইমাম মজুমদারের পরিসম্পদের পরিমাণ ৩ কোটি ৮৮ লাখ ৯৭ হাজার ৯৯৪ টাকা। ২০২৪ সালে যা ছিল ৩ কোটি ৩৭ লাখ ১৫ হাজার ৪২০ টাকা। তার কোনো দায় নেই।

শিক্ষা উপদেষ্টা চৌধুরী রফিকুল আবরারের মোট পরিসম্পদ ৭ কোটি ৫৭ লাখ ৪৩ হাজার ৪২২ টাকার। ২০২৪ সালে যার পরিমাণ ছিল ৭ কোটি ২ লাখ ১ হাজার ১৬৮ টাকা। ২০২৪ সালে তার ৯ লাখ ৫০ হাজার ১৮৭ টাকার দায় ছিল; ২০২৫ সালের জুনে তার দায় ২ লাখ ৭৩ হাজার ৩৮৭ টাকা।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবিরের মোট পরিসম্পদের পরিমাণ ৬ কোটি ৭২ লাখ ৫৫ হাজার ৩৩৭ টাকা। ২০২৪ সালে যা ছিল ৬ কোটি ৪৭ লাখ ২০ হাজার ৩৯৭ টাকা। তার কোনো দায় নেই।

বন ও পরিবেশ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসানের মোট পরিসম্পদ ১ কোটি ১২ লাখ ৭২ হাজার ৯২৪ টাকার। ২০২৪ সালে এর পরিমাণ ছিল ২ কোটি ২৫ লাখ ৬৫ হাজার ৫৫ টাকা। ২০২৪ সালে তার দায় ছিল ১০ লাখ ৫৪ হাজার ৭৫২ টাকা; বর্তমানে তা ৬ লাখ ৪৭ হাজার ৮৮৭ টাকা।

মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফারুক-ই-আজমের পরিসম্পদের পরিমাণ ২ কোটি ২ লাখ ৮ হাজার ৯২৯ টাকা। ২০২৪ সালে যা ছিল ১ কোটি ৭৬ লাখ ৬৫ হাজার ১৬৪ টাকা। সে সময় তার ১২ লাখ টাকার দায় থাকলেও বর্তমানে কোনো দায় নেই।

নৌপরিবহন উপদেষ্টা এম সাখাওয়াত হোসেনের ২০২৪ সালে পরিসম্পদের পরিমাণ ছিল ৩ কোটি ২৪ লাখ ৯৯ হাজার ৫১৭ টাকা। বর্তমানে যা ৩ কোটি ৫১ লাখ ১২ হাজার ৮৫৪ টাকা। তার কোনো দায় নেই।

স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নূরজাহান বেগমের মোট পরিসম্পদ ৬ কোটি ২৪ লাখ ৮৬ হাজার ৬৬৩ টাকার। ২০২৪ সালে যা ছিল ৬ কোটি ২০ লাখ ৭৬ হাজার ৮২৬ টাকা। তার কোনো ব্যবসায়িক ও ব্যক্তিগত দায় নেই।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা বিধান রঞ্জন পোদ্দারের মোট পরিসম্পদের পরিমাণ ৫ কোটি ৮৩ লাখ ১০ হাজার ৫৩৫ টাকা। ২০২৪ সালে যা ছিল ৪ কোটি ৪৬ লাখ ৮৩ হাজার ১৮৭ টাকা। তার কোনো দায় নেই।

প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতারের মোট পরিসম্পদের পরিমাণ ১ কোটি ২ লাখ ২৫ হাজার ৬০ টাকা। ২০২৪ সালে যা ছিল ৮১ লাখ ২৮ হাজার ৯২৯ টাকা। তার কোনো দায় নেই।

সমাজকল্যাণ উপদেষ্টা শারমীন এস মুরশিদের মোট পরিসম্পদ ১০ কোটি ৯৩ লাখ ৬৪ হাজার ৭১৯ টাকার। ২০২৪ সালে যা ছিল ১০ কোটি ৬৫ লাখ ৯ হাজার ২৭৬ টাকার। তার বর্তমান দায় ১ কোটি ৯১ লাখ ৩৭ হাজার ৯২৯ টাকা। ২০২৪ সালে ছিল ২ কোটি ৮৬ লাখ ৪৯ হাজার ২০২ টাকা।

ধর্ম উপদেষ্টা আ ফ ম খালিদ হোসেনের মোট পরিসম্পদ ১ কোটি ১৩ লাখ ৯২ হাজার ১০২ টাকার। ২০২৪ সালে ছিল ৮৮ লাখ ১৫ হাজার ৭৭৪ টাকার। তার দায় নেই।

পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সুপ্রদীপ চাকমার পরিসম্পদ ১ কোটি ৯ লাখ ৯৮ হাজার ৭৯৬ টাকার। ২০২৪ সালে যা ছিল ১ কোটি ২৬ লাখ ৩৩ হাজার ১৪১ টাকার। দায় নেই। সংস্কৃতি উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকীর পরিসম্পদ ২ কোটি ১৫ লাখ ১৮ হাজার ২৬ টাকার। ২০২৪ সালে ছিল ২ কোটি ২৬ লাখ ৯২ হাজার ২৬ টাকার। দায় নেই।

প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী আব্দুল হাফিজের মোট পরিসম্পদের পরিমাণ ১৩ কোটি ৫৭ লাখ ৪৯ হাজার ৫০৯ টাকা। ২০২৪ সালে যা ছিল ১২ কোটি ৭২ লাখ ৮৭ হাজার ৭১১ টাকা। দায় নেই।

গোপনে পারমাণবিক পরীক্ষা চালালো চীন

পোস্ট ডেস্ক : গোপনে পারমাণবিক বিস্ফোরণের পরীক্ষা চালিয়েছে চীন। যুক্তরাষ্ট্রের এমন অভিযোগ সোমবার সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছে দেশটি। একে তারা সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে আখ্যা দিয়েছে। চীন বলেছে, ওয়াশিংটন নিজেদের পারমাণবিক পরীক্ষা পুনরায় শুরুর অজুহাত তৈরি করতেই এমন দাবি তুলছে। এ খবর দিয়েছে বার্তা সংস্থা এএফপি। গত শুক্রবার জেনেভায় অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র নিয়ন্ত্রণবিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি অব স্টেট থমাস ডি-ন্যানো অভিযোগ করেন, চীন গোপনে একাধিক পারমাণবিক পরীক্ষা চালিয়েছে। এর মধ্যে ২০২০ সালের ২২ জুনের একটি পরীক্ষাও রয়েছে। তারা আরও বৃহৎ ক্ষমতাসম্পন্ন পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এএফপি'কে দেয়া এক বিবৃতিতে সোমবার চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, মার্কিন অভিযোগগুলো সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং নির্জলা মিথ্যা। নিজেদের পারমাণবিক পরীক্ষা পুনরায় শুরু করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র যে অজুহাত তৈরি করতে চাইছে, চীন তার ঘোর বিরোধিতা করে।

বিবৃতিতে যুক্তরাষ্ট্রকে তাৎক্ষণিকভাবে দায়িত্বজ্ঞানহীন কর্মকাণ্ড বন্ধ করার আহ্বানও জানানো হয়। গত অক্টোবরে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প বলেন, মস্কো ও বেইজিংয়ের সঙ্গে সমতার ভিত্তিতে পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা শুরু করবে ওয়াশিংটন। তবে তিনি কী ধরনের পারমাণবিক পরীক্ষা পুনরায় চালু করতে চান, সে বিষয়ে বিস্তারিত কোনো ব্যাখ্যা দেননি।

ডি-ন্যানোর ওই মন্তব্য আসে এমন এক সময়, যখন তিনি যুক্তরাষ্ট্রের একটি নতুন প্রস্তাব উপস্থাপন করছিলেন। ওই প্রস্তাবে নিউ স্টার্ট চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর পারমাণবিক অস্ত্রের ওপর নতুন সীমা নির্ধারণে যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও চীনের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় আলোচনার আহ্বান জানানো হয়।

উল্লেখ্য, ওয়াশিংটন ও মস্কোর মধ্যে সর্বশেষ কার্যকর পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ চুক্তি নিউ স্টার্টের মেয়াদ গত বৃহস্পতিবার শেষ হয়েছে। চীন ইতিমধ্যেই জানিয়েছে, এ পর্যায়ে তারা কোনো নিরস্ত্রীকরণ আলোচনায় যোগ দিতে আগ্রহী নয়।

দেশে পানি দূষণ রোধে ৩৭ কোটি ডলারের ঋণ অনুমোদন বিশ্বব্যাংকের

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : ঢাকা ও এর আশপাশের এলাকার পানি দূষণ রোধ এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নে ৩৭ কোটি ডলার (প্রায় ৪ হাজার কোটি টাকার বেশি) ঋণ অনুমোদন করেছে বিশ্বব্যাংক। বুধবার বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিস থেকে জানানো হয়, যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে সংস্থাটির প্রধান কার্যালয়ে নির্বাহী পরিচালকদের সভায় এই অর্থায়ন অনুমোদন করা হয়।

বিশ্বব্যাংক জানায়, 'মেট্রো ঢাকা ওয়াটার সিকিউরিটি অ্যান্ড রেজিলিয়েন্স' শীর্ষক এই কর্মসূচির আওতায় ঢাকার বিভিন্ন সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা ওয়াসার সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে। এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো নদ-নদী ও খালের পানি দূষণ কমিয়ে সেগুলোর নাব্যতা ও স্বাভাবিক প্রবাহ ফিরিয়ে আনা। সংস্থাটি জানিয়েছে, এই কর্মসূচির মাধ্যমে প্রায় ৫ লাখ ৫০ হাজার মানুষ উন্নত স্যানিটেশন সুবিধা এবং ৫ লাখ মানুষ উন্নত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবার আওতায় আসবে। বিশেষ করে দূষণ ও সেবা বঞ্চিত এলাকাগুলোকে এই প্রকল্পে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

বাংলাদেশ ও ভুটানে নিযুক্ত বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর জঁ পেসমে বলেন, জলাশয়গুলো ঢাকার কোটি মানুষের জীবনরেখা। কিন্তু দ্রুত ও অপরিকল্পিত নগরায়ণের ফলে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ভেঙে পড়েছে, যা জনস্বাস্থ্য ও অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব ফেলছে। এই প্রকল্প ঢাকার নদী ও খালের স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারে প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি তৈরি করবে।

সংস্থাটির প্রতিবেদনে উঠে এসেছে, ঢাকার মাত্র ২০ শতাংশ বাসিন্দা পাইপযুক্ত স্যুয়ারেজ সিস্টেমের আওতায় আছে। অন্যদিকে, ৮০ শতাংশেরও বেশি অপরিশোধিত পয়ঃবর্জ্য সরাসরি শহরের জলাশয় ও নদীতে গিয়ে পড়ছে। এছাড়া ঢাকার অর্ধেকের বেশি খাল বর্তমানে বিলীন হয়ে গেছে বা বর্জ্যে ভরাট হয়ে আছে। প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, দেশের মোট রপ্তানিমুখী পোশাক কারখানার ৮০ শতাংশই ঢাকা ও এর আশেপাশে অবস্থিত। প্রায় ৭ হাজার কারখানা প্রতিদিন ২ হাজার ৪০০ মিলিয়ন লিটার অপরিশোধিত বর্জ্য নদীতে ফেলছে। এর ফলে চর্মরোগ ও ডায়রিয়াসহ নানা স্বাস্থ্যিক জটিলতা বাড়ছে।

এই প্রকল্পে বেসরকারি খাতকে সম্পৃক্ত করে শিল্পবর্জ্য শোধনাগার (ইটিপি) এবং পানির পুনঃব্যবহার বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হবে। বিশ্বব্যাংকের সিনিয়র ওয়াটার স্পেশালিস্ট ও টাস্ক টিম লিডার হর্ষ গোয়েল জানান, এই কর্মসূচিটি একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অংশ। প্রথম ধাপে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের নির্দিষ্ট এলাকায় কাজ শুরু হবে। নদীগুলোর পানি পরীক্ষার জন্য 'ডিজিটাল রিয়েল-টাইম মনিটরিং' এবং সমন্বিত নদী পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। এছাড়া প্রাথমিক বর্জ্য সংগ্রহ ব্যবস্থার উন্নয়ন, রিসাইক্লিং পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং জনসচেতনতামূলক প্রচারণা চালানো হবে যাতে সরাসরি ড্রেন বা নদীতে কেউ বর্জ্য না ফেলে।

যুবদল নেতার খামারে বিদেশি পিস্তল

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : ফেনীতে বদরুল আমীন নামের এক যুবদল নেতার গরুর খামার থেকে একটি বিদেশি পিস্তলসহ ৪টি গুলি উদ্ধার করেছে সেনাবাহিনী। বুধবার সকাল ১০টার দিকে সদর উপজেলার বালিগাঁও ইউনিয়নের হকদি গ্রামের ডা. সাহাব উদ্দিনের বাড়িসংলগ্ন খামার থেকে এসব উদ্ধার করা হয়।

খামারটির মালিক বদরুল আমীনের সঙ্গে সদর উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক দিদারুল আলমের ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দুইদিন ধরে দিদার আইনশৃঙ্খলা বাহিনী নজরদারিতে ছিলেন। এ কারণে তিনি অস্ত্রটি বদরুল আমীনের খামারে নিয়ে রাখেন। সেনাবাহিনীর সূত্র বিষয়টি নিশ্চিত করে জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সদর উপজেলার বালিগাঁও ইউনিয়নের হকদি গ্রামে অভিযান চালায় সেনাবাহিনীর একটি দল। এ সময় যুবদল নেতা বদরুল আমীনের গরুর খামার থেকে একটি বিদেশি পিস্তল, চারটি গুলি ও একটি ছোরা উদ্ধার করা হয়েছে।

ফেনী সেনা ক্যাম্পের ইনচার্জ মেজর শাহরিয়ারের ভাষ্য, গরুর খামার থেকে উদ্ধার পিস্তল ও অন্যান্য সামগ্রী ফেনী মডেল থানায় হস্তান্তর করা হবে।

ফেনী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গাজী মুহাম্মদ ফৌজুল আজিম বলেন, সেনাবাহিনীর অভিযানে পিস্তল উদ্ধারের ঘটনা শুনেছেন। বিস্তারিত তথ্য এখন পর্যন্ত জানা যায়নি।

মালয়েশিয়ায় ৩ বাংলাদেশি উদ্ধার

জন্য তাসিক কেনিয়ির আশপাশের এলাকায় মাছ ধরা ও বনজ সম্পদ সংগ্রহ করতে বাধ্য হন।

তিনি আরও জানান, তদন্তে দেখা গেছে অভিযুক্ত ব্যক্তি শ্রমিকদের জন্য উপযুক্ত বাসস্থানের ব্যবস্থা করেননি। পাশাপাশি তিনি ভুক্তভোগীদের পাসপোর্ট ও কাজের অনুমতিপত্র জব্দ করে নিজের কাছে রেখে দেন। তিনি বলেন, অন্তর্বর্তী সুরক্ষা আদেশ আবেদনের প্রক্রিয়া শেষ হলে ভুক্তভোগীদের চিকিৎসা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হবে। তিনি বলেন, এই মামলাটি মানবপাচার ও অভিবাসী পাচারবিরোধী আইন ২০০৭ (অ্যাটিপসম)-এর ৪৪ ও ১২ ধারায় তদন্ত করা হচ্ছে। পুলিশ মানবপাচার অপরাধকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখে এবং এ ধরনের অপরাধের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রাখবে। এ বিষয়ে যাদের কাছে কোনো তথ্য রয়েছে, তাদের তদন্তে সহায়তার জন্য এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হচ্ছে বলে জানান তিনি।

কানাডার স্কুলে বন্দুক হামলা নিহত ১০

একজন মারা যান।

এ ছাড়া একটি বাড়ি থেকে আরও দুজনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে, যা এই হামলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে ধারণা করছে পুলিশ। নিহতদের মধ্যে কতজন অপ্রাপ্তবয়স্ক, সে বিষয়ে কিছু জানায়নি পুলিশ।

আরসিএমপি জানায়, এটি ছিল স্কুলে সক্রিয় বন্দুকধারীর ঘটনা। সন্দেহভাজন হামলাকারীকেও মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। তার শরীরে আত্মহত্যাজনিত আঘাতের চিহ্ন রয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।

দুজনকে গুরুতর বা জীবনসংকটাপন্ন অবস্থায় এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে হাসপাতালে নেয়া হয়েছে। আরও প্রায় ২৫ জনকে স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে, যাদের আঘাত গুরুতর নয়। পুলিশ জানায়, স্কুলের বাকি শিক্ষার্থী ও কর্মীদের নিরাপদে সরিয়ে নেয়া হয়েছে।

আরসিএমপির নর্দান ডিস্ট্রিক্ট কমান্ডার কেন ফ্লয়েড সাংবাদিকদের বলেন, একজন নারী সন্দেহভাজনকে শনাক্ত করা হয়েছে, তবে তার নাম প্রকাশ করা হচ্ছে না। এক সতর্কবার্তায় হামলাকারীকে বাদামি চুল ও পোশাক পরা নারী হিসেবে বর্ণনা করা হয়।

নিহতদের বয়স বা কী ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে, সে বিষয়ে তদন্ত চলমান থাকায় বিস্তারিত জানাতে রাজি হয়নি পুলিশ। বিষয়টি আরসিএমপির মেজর ক্রাইমস ইউনিট তদন্ত করছে।

স্কুলটির দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী ডেরিয়ান কুইস্ট সিবিসি রেডিও ওয়েস্টকে বলেন, হামলার সময় তিনি ও অন্য শিক্ষার্থীরা টেবিল এনে দরজা আটকে দুই ঘণ্টার বেশি সময় ধরে অবস্থান করেন। ভ্যাঙ্কুভার থেকে প্রায় ১১০০ কিলোমিটার উত্তরে রকি পর্বতমালার পাদদেশে অবস্থিত টাম্বলার রিজ শহরের জনসংখ্যা তিন হাজারেরও কম।

বিশ্বের ধনীরা দেশত্যাগ করে কোথায়

হচ্ছে, ২০২৫ সালে দেশটি প্রায় ১০ হাজার মিলিয়নেয়ারকে আকর্ষণ করবে। স্বল্প করনীতি, স্থিতিশীল শাসনব্যবস্থা এবং বিনিয়োগবান্ধব ভিসা কর্মসূচি এই আকর্ষণের মূল কারণ।

যুক্তরাষ্ট্রও এখনো অন্যতম প্রধান গন্তব্য, যেখানে প্রতিবছর ৭ হাজারের বেশি ধনী ব্যক্তি স্থানান্তরিত হচ্ছেন, যাদের অনেকেই বিনিয়োগভিত্তিক স্থায়ী বসবাসের সুযোগ পাচ্ছেন। এছাড়া, ইতালি, সুইজারল্যান্ড এবং সৌদি আরবও জনপ্রিয় গন্তব্য হয়ে উঠছে, যেখানে আর্থিক সুবিধা, ব্যবসার সুযোগ এবং উন্নত জীবনযাত্রার সমন্বয় রয়েছে।

অন্যদিকে, কিছু ঐতিহ্যবাহী অর্থনৈতিক শক্তিধর দেশ থেকে ধনী মানুষের বহির্গমন বাড়ছে। যুক্তরাজ্য সবচেয়ে বেশি ক্ষতির মুখে পড়তে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে, যেখানে প্রায় ১৬ হাজার ৫শ' মিলিয়নেয়ারের দেশ ছাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দেশটির কর ও অভিবাসন নীতির পরিবর্তন এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। চীন, ভারত এবং কয়েকটি ইউরোপীয় দেশ থেকেও ধনী ব্যক্তিদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় চলে যাওয়ার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, যার পেছনে উচ্চ করহার, নীতিগত অনিশ্চয়তা এবং রাজনৈতিক চাপ কাজ করছে।

বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে বলেছেন, এই অভিবাসন প্রবণতা বৈশ্বিক অর্থনীতিতে বড় প্রভাব ফেলতে পারে। ধনী ব্যক্তিদের আগমন নতুন বিনিয়োগ, উদ্যোক্তা কার্যক্রম এবং আন্তর্জাতিক ব্যবসায়িক নেটওয়ার্ক তৈরি করে। বিপরীতে, যেসব দেশ ধনীদের হারাচ্ছে তারা ব্যক্তিগত পুঁজি কমে যাওয়া, কর আয়ের হ্রাস এবং অর্থনৈতিক গতিশীলতা কমে যাওয়ার ঝুঁকিতে পড়তে পারে।

ধনীদের এই স্থানান্তর ক্রমেই বৈশ্বিক অর্থনৈতিক কাঠামোর একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হয়ে উঠছে, যা বাজার, বিনিয়োগ প্রবণতা এবং জাতীয় নীতিনির্ধারণে এবং বিশ্বব্যাপী আর্থিক ক্ষমতার ভারসাম্যকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলবে।

বাংলাদেশে চীনের প্রভাব মোকাবিলায়

মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন বলেন, দক্ষিণ এশিয়ায় ক্রমবর্ধমান চীনা প্রভাব নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র উদ্বিগ্ন। চীনা সম্পৃক্ততার ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়গুলো স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

রাষ্ট্রদূত আরও বলেন, 'চীনা সরঞ্জামের বিকল্প এবং বাংলাদেশের সামরিক সক্ষমতার চাহিদা মেটাতে যুক্তরাষ্ট্র মিত্রদের বিভিন্ন ব্যবস্থার পাশাপাশি একাধিক বিকল্প প্রস্তাব দিচ্ছে।'

তবে এই বিকল্প কী, তা নিয়ে বিস্তারিত তথ্য দেননি মার্কিন রাষ্ট্রদূত।

চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, কৌশলগত অংশীদার হিসেবে চীন ও বাংলাদেশ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তা ক্ষেত্রে সহযোগিতা করে আসছে। এটি উভয় দেশের জন্য সুফল বয়ে এনেছে। রয়টার্সের কাছে পাঠানো এক বিবৃতিতে মন্ত্রণালয় আরও জানায়, দুই দেশের পারস্পরিক লাভজনক ও বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা কোনো তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে নয়। তৃতীয় কোনো পক্ষের হস্তক্ষেপও বরদাশত করা হবে না।

মার্কিন রাষ্ট্রদূত ক্রিস্টেনসেন বলেন, আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার জন্য ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে একটি ভালো সম্পর্ক দেখতে চায়। যদিও শেখ হাসিনা ভারতে পালিয়ে যাওয়ার পর থেকে দেশ দুটির সম্পর্কে চরম অবনতি ঘটেছে। এর প্রভাব দেখা গেছে ভিসা পরিষেবা ও ক্রিকেট ঘিরে।

বাণিজ্যিক কূটনীতিতে অগ্রাধিকার

রাষ্ট্রদূত ক্রিস্টেনসেন বলেন, অনেক মার্কিন প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে বিনিয়োগের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছে। এ জন্য তারা পরবর্তী সরকারের কাছে থেকে 'ব্যবসার জন্য উন্মুক্ত' থাকার বিষয়ে দ্রুত ও স্পষ্ট ইঙ্গিত দেখতে চাইবে।

ক্রিস্টেনসেন বলেন, 'বাণিজ্যিক কূটনীতি আমাদের শীর্ষ অগ্রাধিকারগুলোর মধ্যে অন্যতম। অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে হওয়া অগ্রগতির ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে আমরা নতুন সরকারের সঙ্গে কাজ করার অপেক্ষায় আছি। বিশেষ করে বাণিজ্যিক, অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তা শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে।'

জ্বালানি খাতের প্রতিষ্ঠান শেভরন কয়েক দশক ধরে বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। কিন্তু প্রায় ১৭ কোটি মানুষের এই দেশে অন্যান্য মার্কিন কোম্পানির উপস্থিতি খুব একটা দেখা যায় না। এর পেছনে বাধা হিসেবে কাজ করে উচ্চ কর এবং মুনাফা বিদেশে নিয়ে যাওয়ার জটিলতা। বিখ্যাত মার্কিন প্রতিষ্ঠান স্টারবাকস বা ম্যাকডোনাল্ডসের কোনো শাখাও বাংলাদেশে নেই। রাষ্ট্রদূত বলেন, বাংলাদেশের মানুষের দ্বারা যারা নির্বাচিত হবে, যুক্তরাষ্ট্র তাদের সঙ্গেই কাজ করবে।

রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য সহায়তা

বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া ১২ লাখ রোহিঙ্গা শরণার্থীর বিষয়ে রাষ্ট্রদূত বলেন, মানবিক কার্যক্রমে যুক্তরাষ্ট্র এখনও সবচেয়ে বড় অবদানকারী দেশ। রোহিঙ্গা শরণার্থী সংকটেও যুক্তরাষ্ট্র একক বৃহত্তম দাতা। সম্প্রতি সারা বিশ্বে ব্যবহারের জন্য যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘের সঙ্গে ২ বিলিয়ন ডলার আর্থিক সহায়তার রূপরেখায় স্বাক্ষর করেছে। এটি বাংলাদেশসহ অন্যান্য স্থানে সহায়তার কার্যকারিতা বাড়াবে।

এই কার্যক্রমে অন্যান্য আন্তর্জাতিক দাতাদের অংশ নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে মার্কিন রাষ্ট্রদূত বলেন, এই প্রচেষ্টা ওয়াশিংটন একা এগিয়ে নিতে পারবে না। তাই রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সমর্থন আরও বাড়ানো দরকার।

গত কয়েক বছর ধরে জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা (ইউএনএইচসিআর) রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য পর্যাপ্ত তহবিল সংগ্রহে হিমশিম খাচ্ছে। ফলে রেশন কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। রোহিঙ্গা শিশুদের জন্য গড়ে তোলা কিছু স্কুলও বন্ধ হয়ে গেছে।

কড়া নিন্দা চীনের : দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব নিয়ে ঢাকায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেনের মন্তব্যের সমালোচনা করেছে চীন। দেশটি বলছে, মার্কিন রাষ্ট্রদূত আবারও চীন-বাংলাদেশ সম্পর্ক নিয়ে আঙুল তুলেছেন। এ ধরনের বক্তব্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। মার্কিন রাষ্ট্রদূত আবারও চীন-বাংলাদেশ সম্পর্ক নিয়ে আঙুল তুলেছেন এবং সাদাকালো মিশিয়ে উপস্থাপন করেছেন। বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারি) এক বিবৃতিতে ঢাকার চীনা দূতাবাসের মুখপাত্র মার্কিন রাষ্ট্রদূতের বক্তব্যের প্রতিবাদ জানান।

যুক্তরাষ্ট্রের নানা শর্তের বেড়াজালে বাণিজ্য চুক্তি

পোস্ট ডেস্ক : বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র পাল্টা শুল্কহার ১ শতাংশীয় পয়েন্ট কমিয়ে ১৯ শতাংশ করেছে। একই সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তির আওতায় যুক্তরাষ্ট্র থেকে তুলা ও কৃত্রিম তন্তু আমদানি করে তৈরি করা পোশাক দেশটিতে রপ্তানি করা হলে তাতে কোনো পাল্টা শুল্ক আরোপ না করার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। এতে দেশটিতে সম্ভাব্য ক্ষতি এড়িয়ে রপ্তানি বাড়বে বলে মনে করছে সরকার। তবে এ সুবিধা পেতে দেশটির সঙ্গে বাণিজ্যে নানা ধরনের শর্ত মেনে নিয়েছে বাংলাদেশ।

শর্তের অন্যতম- সামরিক-অসামরিক কেনাকাটা বাড়ানোসহ শুল্ক ও অশুল্ক ব্যাপক ছাড়; এমনকি কিছু ক্ষেত্রে অন্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্যেও যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের বিষয়টি চুক্তিতে রয়েছে। বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র থেকে সামরিক সরঞ্জাম ক্রয় বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। একই সঙ্গে কিছু দেশ থেকে কমানোর অঙ্গীকার করেছে। উভয় দেশের মধ্যে হওয়া পারস্পরিক বাণিজ্য চুক্তির কপি ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে। চুক্তির কপি গতকাল ওয়েবসাইটে প্রকাশ করেছে মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধির কার্যালয়-ইউএসটিআর।

গত সোমবার রাতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশ পারস্পরিক বাণিজ্য চুক্তি করে। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন ও যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে দেশটির বাণিজ্য প্রতিনিধি জেমিসন গ্রিয়ার আলোচিত এতে স্বাক্ষর করেন। চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে দেশটির আরোপিত পাল্টা শুল্কহার ১ শতাংশীয় পয়েন্ট কমানো হয়েছে। উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে পণ্য প্রবেশে বিদ্যমান সাধারণ গড় শুল্কহার সাড়ে ১৫ শতাংশ। এর ওপর বাড়তি পাল্টা শুল্ক আরোপ হবে ১৯ শতাংশ। অর্থাৎ দেশটির বাজারের বাংলাদেশি পণ্যে মোট শুল্কের পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে সাড়ে ৩৪ শতাংশ।

চুক্তিতে উল্লেখ রয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র থেকে তুলা ও কৃত্রিম তন্তু আমদানি করে তৈরি করা পোশাক দেশটিতে রপ্তানি করার ক্ষেত্রে একটি কৌশল অবলম্বন করা হবে। যার মাধ্যমে পাল্টা শুল্ক আরোপ না করার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত। এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বলেছে, যুক্তরাষ্ট্রের কাঁচামালে তৈরি পোশাক দেশটিতে রপ্তানির ক্ষেত্রে কোনো ধরনের পাল্টা শুল্ক দিতে হবে না।

মঙ্গলবার বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে সরকার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের বাজার বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত সংবেদনশীল ও গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি বলেন, আলোচনার মাধ্যমে দুটি বড় অর্জন এসেছে। প্রথমত শুল্কহার ২০ শতাংশ থেকে আরও কমিয়ে ১৯ শতাংশে নামানো হয়েছে। দ্বিতীয়ত বাংলাদেশের মোট রপ্তানির প্রায় ৮৬ শতাংশ গার্মেন্টস পণ্যের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের তুলা ব্যবহার করে তৈরি পোশাক শূন্য পাল্টা শুল্কে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে প্রবেশের সুযোগ পাবে। অন্য কোনো দেশ এ সুবিধা পায়নি। উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, ভারত যুক্তরাষ্ট্রের তুলায় তৈরি পোশাক দেশটিতে রপ্তানি করতে চাইলে সাধারণত প্রায় ১৫ শতাংশের সঙ্গে ১৮ শতাংশ পাল্টা শুল্ক প্রযোজ্য হবে।

বাণিজ্য উপদেষ্টা উল্লেখ করেন, বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ তুলা আমদানিকারক দেশ। দেশের গার্মেন্টস শিল্পে ব্যবহৃত তুলার মাত্র ২ শতাংশ দেশীয়ভাবে উৎপাদিত হয়। বাকি ৯৮ শতাংশই আমদানিনির্ভর। এই প্রেক্ষাপটে যুক্তরাষ্ট্রের তুলা ব্যবহার বাংলাদেশের জন্য যেমন উপযোগী তেমনি এটি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি কমাতেও সহায়ক হবে।

তিনি আরও জানান, চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের মোট রপ্তানির ৮৫ থেকে ৮৬ শতাংশ পণ্য যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে পাল্টা শুল্ক ছাড়া প্রবেশের সুযোগ পাবে। বাকি ১৪ থেকে ১৫ শতাংশ রপ্তানি পণ্যের ক্ষেত্রে ১৯ শতাংশ শুল্ক প্রযোজ্য হবে। বাণিজ্য উপদেষ্টা বলেন, চুক্তিতে একটি শর্ত সংযুক্ত রাখা হয়েছে। যার মাধ্যমে প্রয়োজনে উপযুক্ত নোটিশ দিয়ে বাংলাদেশ এ চুক্তি থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে। ফলে ভবিষ্যতে কোনো সরকার যদি মনে করে, এই চুক্তি দেশের স্বার্থের অনুকূল নয়, তাহলে তারা সে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।

সংবাদ সম্মেলনে বাণিজ্য সচিব মাহবুবুর রহমান বলেন, আমরা যে চুক্তি স্বাক্ষর করেছি তার সঙ্গে তারা 'পটেনশিয়াল ট্যারিফ অ্যাডজাস্টমেন্ট ফর পার্টনার কান্ট্রিজ' নামে একটা শুল্ক সুবিধা দিয়েছে। পাল্টা চুক্তির আলোচনায় থাকা সব দেশের জন্য এটি প্রযোজ্য হবে। চুক্তি হওয়ার দিন থেকেই তা কার্যকর হবে। সেটা হলো ২ হাজার ৫০০ পণ্যের ওপর তারা ডিউটি ফ্রি বেনিফিট দিয়েছে। এর আওতায় ফার্মাসিউটিক্যালসসহ আমরা উৎপাদন করি এমন অনেক পণ্য রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ২০২৫ সালের ২ এপ্রিল ১০০টি দেশের ওপর বিভিন্ন হারে পাল্টা শুল্ক আরোপের ঘোষণা দেন। শুরুতে বাংলাদেশের জন্য হারটি ছিল ৩৭ শতাংশ। পরে ৩৫ শতাংশ 'পাল্টা শুল্ক' ঘোষণা করে আলোচনার সুযোগ রাখেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ওয়াশিংটনে তৃতীয় দফা বৈঠকের পর ৩১ জুলাই হার ২০ শতাংশে নামানোর ঘোষণা আসে।

বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে ব্যাপক কেনাকাটা

বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের বছরে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যের পরিমাণ প্রায় ৮০০ কোটি মার্কিন ডলার। এর মধ্যে বাংলাদেশ রপ্তানি করে প্রায় ৬০০ কোটি ডলারের পণ্য। আমদানি করে প্রায় ২০০ কোটি ডলারের পণ্য। দুই দেশের মধ্যে এ বাণিজ্য কমানোর কথা বলেই যুক্তরাষ্ট্র পাল্টা শুল্ক আরোপ করে। তাই বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে যুক্তরাষ্ট্র থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কৃষিপণ্য আমদানির প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বাংলাদেশ। চুক্তির কপি অনুযায়ী এসব কৃষিপণ্যের মোট আনুমানিক মূল্য ধরা হয়েছে ৩৫০ কোটি মার্কিন ডলার। বর্তমান বিনিময় হার অনুযায়ী বাংলাদেশি মুদ্রায় যার পরিমাণ ৪২ হাজার কোটি টাকার বেশি।

কৃষিপণ্যের প্রতিশ্রুতির মধ্যে রয়েছে- আগামী পাঁচ বছরে প্রতিবছর কমপক্ষে ৭ লাখ টন গম আমদানি। পাশাপাশি এক বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ ১২৫ কোটি বিলিয়ন ডলার (বা ২৬ লাখ টন, যেটি কম) মূল্যের সয়াবিন ও সয়াজাত পণ্য। এ ছাড়া তুলা আমদানির পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছে।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পারস্পরিক বাণিজ্য চুক্তির অংশ হিসেবে বাংলাদেশ মার্কিন উড়োজাহাজ, জ্বালানি এবং সামরিক সরঞ্জাম ক্রয় বাড়ানোর উদ্যোগ নিতে সম্মত হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশের জাতীয় পতাকাবাহী সংস্থা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স যুক্তরাষ্ট্রের বোয়িং কোম্পানির তৈরি ১৪টি বেসামরিক উড়োজাহাজ কেনার পরিকল্পনা করছে। পাশাপাশি ভবিষ্যতে প্রয়োজন অনুযায়ী অতিরিক্ত উড়োজাহাজ ক্রয়ের বিকল্পও রাখা হয়েছে। এ ছাড়া উড়োজাহাজের যন্ত্রাংশ ও সংশ্লিষ্ট সেবা যুক্তরাষ্ট্র থেকে সংগ্রহের বিষয়েও সহযোগিতা বাড়ানোর কথা চুক্তিতে বলা হয়েছে।

চুক্তিতে আরও বলা হয়েছে, জ্বালানি খাতে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র থেকে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাসসহ (এলএনজি) বিভিন্ন জ্বালানি পণ্য দীর্ঘ মেয়াদে আমদানির উদ্যোগ নেবে। দীর্ঘমেয়াদি চুক্তিসহ ১৫ বছরে প্রায় ১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের জ্বালানি পণ্য কেনার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়াও বেশ কিছু পণ্য কেনার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

দেড় হাজার পণ্যে শুল্কমুক্ত সুবিধা দেবে বাংলাদেশ

HOME TUITION
Are you worried about Maths, Science and English?
No worries! Call our UK expert GCSEs, 11plus and SATs qualified teachers.
- 100% proven grades 8/9 in GCSEs Maths and Science in 2025.
- 99 % proven success rates for 11 plus in Redbridge, Bexley, Kent and private schools in past 7 years.
- Outstanding proven results in KS2 SATS over the last 12 years.
- From year 1 to GCSEs. 12 years of success. Expert in AQA, Edexcel, OCR GCSEs exams and 11 plus mock preparation.
Speak directly to a DBS verified teacher, and discuss your child's tuition now .
Shohel Ahmed, B.COM (Hons) in Accounting with Maths
Mob: 07921881890, email: Shohel_1000@yahoo.com
Najia Rahman Chowdhury QTS in Primary
Mob: 07931510811.
Address: 42 Blake Avenue Barking, IG11 9SQ

ইসলামে অন্যায় ও বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি

উম্মে আহমাদ ফারজানা

ইসলাম দুর্বল, অসহায় ও নির্যাতিত মানুষের অধিকার রক্ষায় কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেছে। কেননা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং মানুষের অধিকার সংরক্ষণ ইসলামের মৌলিক উদ্দেশ্যগুলোর অন্যতম। তাইতো স্বয়ং আল্লাহ তাআলা হাদিসে কুদসিতে ঘোষণা করে বলেন, তিন শ্রেণির লোক আছে, কিয়ামতের দিন যাদের বিরুদ্ধে আমি নিজেই প্রতিপক্ষ হবো

১. যে ব্যক্তি আমার নামে কোনো অঙ্গীকার বা চুক্তি করে, তারপর তা ভঙ্গ করে।

২. যে ব্যক্তি কোনো স্বাধীন মানুষকে বিক্রি করে তার মূল্য ভোগ করে।

৩. এবং যে ব্যক্তি কোনো শ্রমিককে কাজে নিয়োগ করে, তার কাছ থেকে পূর্ণ কাজ আদায় করে, কিন্তু তার পারিশ্রমিক প্রদান করে না। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ২২২৭)

আল্লাহ তাআলা সব জালিম ও অন্যায়কারীর বিরোধী হলেও এই হাদিসে তিনি বিশেষভাবে এই তিন শ্রেণির মানুষের কথা আলাদা করে উল্লেখ করেছেন, কারণ তারা প্রত্যেকে সরাসরি আল্লাহর অধিকার লঙ্ঘন করে।

প্রথমত, সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর নামে কোনো চুক্তি বা অঙ্গীকার করেছিল, অতঃপর তা ভঙ্গ করেছে-এর অর্থ হলো সে আল্লাহ তাআলার নামে কোনো অঙ্গীকার করেছিল অথবা তাঁর নামে শপথ করেছিল, তারপর সেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে কিংবা সে আল্লাহ তাআলার নামে বা তাঁর শরিয়তের নির্ধারিত বিধানের মাধ্যমে নিরাপত্তা বা আশ্রয় প্রদান করেছিল, পরে সেই প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'যারা আল্লাহর সঙ্গে দৃঢ় অঙ্গীকার করার পর তা ভঙ্গ করে এবং আল্লাহ যা সংযুক্ত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন তা ছিন্ন করে, আর পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে, তারাই

প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত।

' (সুরা : বাকারাহ, আয়াত : ২৭)

আর বিশ্বাসঘাতকতা কখনোই একজন মুমিনের বৈশিষ্ট্য হতে পারে না। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর তোমরা আল্লাহর সঙ্গে করা অঙ্গীকার পূর্ণ করো। আল্লাহকে জামিন করে শপথ দৃঢ় করার পর তা ভঙ্গ কোরো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সব কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবগত।

' (সুরা : নাহল, আয়াত : ৯১)

হাদিসে এসেছে, রাসুল (সা.) বলেছেন, 'কিয়ামতের দিন বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তির জন্য একটি পতাকা উত্তোলন করা হবে এবং বলা হবে, এটি অমুকের পুত্র অমুকের বিশ্বাসঘাতকতা।' (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ১৭৩৫)

বিশ্বাসঘাতকতা এমন একটি কাজ, যা সুস্থ বিবেক, যুক্তি ও স্বাভাবিক মানবিক প্রবৃত্তি দ্বারা ঘৃণিত। এর কুপ্রভাব শুধু ব্যক্তিগত পর্যায়েই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং তা ব্যক্তিজীবন থেকে রাষ্ট্রের প্রতিটি স্তরে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, আইন-শৃঙ্খলা ও জনস্বার্থ মারাত্মকভাবে ব্যাহত করে।

দ্বিতীয়ত, ওই ব্যক্তি, যে একজন স্বাধীন মানুষকে বিক্রি করে তার মূল্য আত্মসাৎ করে। আল্লাহ একজন স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রি করাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছেন এবং একে মহাপাপ হিসেবে ঘোষণা করেছেন।

এমন ব্যক্তি আল্লাহ তাআলাকে তার প্রতিপক্ষ হিসেবে পাবে, কারণ সে আল্লাহ তাআলার এক মহান অধিকার লঙ্ঘন করেছে, আর তা হলো মানুষের স্বাধীনতার অধিকার।

তৃতীয়ত, সেই ব্যক্তি, যে কোনো শ্রমিককে নিয়োগ করে তার কাছ থেকে পূর্ণ সেবা গ্রহণ করে, কিন্তু তাকে তার ন্যায্য পারিশ্রমিক প্রদান করে না। রাসুল (সা.) স্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছেন যে 'শ্রমিকের ঘাম শুকানোর আগেই তাকে তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও।' (ইবনে মাজাহ, হাদিস : ২৪৪৩)

এই হাদিসে শ্রমিকের মজুরি দ্রুত পরিশোধের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে এবং ইচ্ছাকৃত বিলম্ব না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কারণ মজুরি প্রদানে বিলম্ব করাও এক ধরনের জুলুম, যা আল্লাহ তাআলা কঠোরভাবে নিন্দা করেছেন। তিনি বলেন, 'আর জালিমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী থাকবে না।' (সুরা : হজ, আয়াত : ৭১)

রাসুল (সা.)-এর ১০ বছরের খাদেম আনাস (রা.) বলেন, "আমি ১০ বছর আল্লাহর রাসুল (সা.)-এর খিদমত করেছি। আল্লাহর কসম! তিনি আমাকে কখনো 'উফ' পর্যন্ত বলেননি; কখনো বলেননি, 'তুমি এটা কেন করলে?' বা 'এটা কেন করনি?'।" (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ২৩০৯)

আর ইসলামে অন্যায় সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে সব ধর্ম ও সভ্যতায় অন্যায়কে ঘৃণিত ও নিন্দনীয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কারণ অন্যায়ের মধ্যে রয়েছে অন্যের অধিকারের ওপর আগ্রাসন, শরিয়তের নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন এবং কোনো বিষয়কে তার যথাযথ ও ন্যায়সংগত অবস্থান থেকে সরিয়ে দেওয়া। অতএব, ইসলামে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ, মানুষের স্বাধীনতা হরণ এবং শ্রমিকের অধিকার অস্বীকার-এসব এমন গুরুতর অপরাধ, যার কারণে অপরাধীকে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার মোকাবেলায় দাঁড়াতে হবে।

নামাজের সময় শয়তান ধোঁকা দিলে কী করণীয়?

পোস্ট ডেস্ক : নামাজ মুমিনের জন্য আল্লাহর সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপনের সর্বোত্তম ইবাদত। কিন্তু এই ইবাদতকে ব্যাহত করার জন্য শয়তান নানাভাবে চেষ্টা করে। নামাজের সময় রাকাত, রুকু, সিজদা বা ওজু নিয়ে সন্দেহ সৃষ্টি করাও তার অন্যতম কৌশল। ইসলাম এ বিষয়ে আমাদের অজ্ঞাত রাখেনি; বরং কুরআন ও হাদিসে স্পষ্ট, বাস্তবসম্মত এবং সহজ সমাধান দিয়েছে- যাতে বান্দা প্রশান্ত চিত্তে নামাজ আদায় করতে পারে।

নামাজে ওয়াসওয়াসার উৎস

ওয়াসওয়াসা দেওয়া শয়তানের পরিচয় হলো 'খানযাব' শয়তান। হাদিসে পাকে এসেছে-

হযরত উসমান ইবনু আবিল আস (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আরজ করলাম-

دْقَ نَاطَيْشَّلا نَّإِ ،هَّللا لَوُسَر اَي يِتاَلَص نَيْبَو يِنْيَب َلاَح ْ ُاَقَف ،َّيَلَع اَهُسِّبَلُي يِتَءاَرِقَو ُنَاطْيَش َكاَذ ﷺ ِهَّللا ُلوُسَر ُهَتْسَسْحَأ اَذِإَف ،ُبَزْنِخ َهَل ُلَاقُي ْنَع ُلُفْتاَو ُهْنِم ِهَّللاِب ْذَّوَعَتَف .اًثَالَث َكِراَسَي

'হে আল্লাহর রাসূল! শয়তান আমার ও আমার নামাজ ও কিরাতের মাঝে বাধা সৃষ্টি করে এবং আমাকে এতে বিভ্রান্ত করে ফেলে।' তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন,

'ওটা এক শয়তান, যার নাম 'খানযাব'। যখন তুমি তার উপস্থিতি অনুভব করবে, তখন আল্লাহর কাছে তার থেকে আশ্রয় চাইবে এবং তোমার বাম দিকে হালকা ভাবে তিনবার থুথু নিক্ষেপের ভঙ্গি করবে।' (মুসলিম ২২০৩)

এ হাদিসের শিক্ষা ও দিকনির্দেশনা-

নামাজে যে সন্দেহ ও অমনোযোগ তৈরি হয়, তা সাধারণত 'খানযাব' নামক শয়তানের কুমন্ত্রণা।

মনে মনে 'আউজুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম' পড়া।

বাম দিকে হালকা ভাবে তিনবার থুথু নিক্ষেপের ভঙ্গি করা (লালা ছাড়া)

এতে শয়তানের কুমন্ত্রণা দুর্বল হয়ে যায়- এটি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর পরীক্ষিত সুন্নাহ।

নামাজে রাকাত নিয়ে সন্দেহ হলে কী করবেন

নামাজে সন্দেহ হলে হাদিসে সিজদায়ে সাহুর নির্দেশ এসেছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন-

هتاَلَص يِف ْمُكُدَحَأ َّكَش اَذِإ مَأ اًثاَلَث ،ىَّلَص ْمَك ِرْدَي ْمَلَف بَاوَّصلا َّرَحَتَيْلَف ،اًعَبْرَأ ْمُث ،مِّلَسُيِل َّمُث ،ِهْيَلَع َّمِتُيْلَف نِيَتَدْجَس ُدُجْسَي

'তোমাদের কেউ নামাজে দাঁড়ালে শয়তান এসে তাকে সন্দেহে ফেলে, এমনকি সে মনে করতে পারে না যে, সে কত রাকাত নামাজ আদায় করেছে। তোমাদের কারও এই অবস্থা হলে সে যেন বসা অবস্থায় দুটি সিজদা (সাহু) করে। (বুখারি ১১৬০)

এ হাদিসের শিক্ষা ও দিকনির্দেশনা-

নামাজে রাকাআত সংখ্যা নিয়ে সন্দেহ হলে-

যেটা বেশি সঠিক মনে হয়, সেটার ওপর ভিত্তি করে নামাজ পূর্ণ করবেন

সালাম ফেরানোর পর দুটি সিজদায়ে সাহু করবেন

এটি নামাজের ঘাটতি পূরণ করে এবং শয়তানের কৌশল ব্যর্থ করে দেয়

কুরআনের মূলনীতি: সন্দেহ নয়, নিশ্চিতের অনুসরণ

যদিও নামাজের সন্দেহ নিয়ে সরাসরি কুরআনের আয়াতের উদ্ধৃতি নেই, তবে কুরআনের একটি মৌলিক নীতি এখানে প্রযোজ্য-

ِّقَحْلا َنِم يِنْغُي اَل َّنَّظلا َّنِإ اًئْيَش

'নিশ্চয়ই সন্দেহ সত্যের কোনো বিকল্প নয়।' (সুরা ইউনুস: ৩৬)

ফিকহের ভাষায় এই নীতিই দাঁড়িয়েছে:

ِّكَّشلاِب ُلوُزَي اَل ُنيِقَيْلَا

'নিশ্চিত বিষয় সন্দেহ দ্বারা নষ্ট হয় না'

বাস্তব জীবনে প্রয়োগযোগ্য সংক্ষিপ্ত নির্দেশনা

হালকা বা মাঝেমধ্যে সন্দেহ হলে সিজদায়ে সাহু দিতে হয়

বারবার সন্দেহ (ওয়াসওয়াসা রোগের মতো) তাই সন্দেহ উপেক্ষা করা

ওজু ভাঙার সন্দেহ নিশ্চিত না হলে ওজু বহাল থাকবে

শয়তানি কুমন্ত্রণা হলে 'আউজুবিল্লাহ' পড়ে বাম পাশে ৩ বার থুথু ভঙ্গি করা

নামাজে সন্দেহ হওয়া ঈমানের দুর্বলতা নয়; বরং অনেক সময় তা ঈমানদার হওয়ার কারণেই হয়- কারণ শয়তান তাকেই বিরক্ত করে, যে আল্লাহর দিকে মনোযোগী। রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাদের শিখিয়ে গেছেন, সন্দেহে ভেঙে পড়তে নয়; বরং সুন্নাহ অনুযায়ী দৃঢ়ভাবে তা মোকাবিলা করতে হয়। সুতরাং, সন্দেহ এলে ভয় নয়- ইলম ও আমলের মাধ্যমে শান্ত থাকাই মুমিনের পরিচয়। আল্লাহ আমাদের নামাজকে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে হেফাজত করুন। আমিন।

আমানত নষ্ট : সমাজ বিপর্যয়ের নীরব ঘাতক

মুফতি সাইফুল ইসলাম

ইসলামে দায়িত্ব ও নেতৃত্বকে অত্যন্ত গুরুতর একটি আমানত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনা পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে যোগ্যতা, সততা ও দায়িত্ববোধকে অপরিহার্য শর্ত হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। যখন এই আমানত তার প্রকৃত হকদারের কাছে অর্পণ করা হয়, তখন সমাজে ন্যায়, শৃঙ্খলা ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত হয়। আর যখন দায়িত্ব অযোগ্য ও অনুপযুক্ত ব্যক্তির হাতে তুলে দেওয়া হয়, তখন তা কেবল প্রশাসনিক ব্যর্থতাই নয়, বরং সামগ্রিক সামাজিক অবক্ষয় ও বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক গুরুত্বপূর্ণ সতর্কবার্তা প্রদান করেছেন।

اَمَنْيَب َلاَق ،َةَرْيَرُه يِبَأ ْنَع مِلَسَو ِهْيَلَع ِهللا ىلَص ُّيِبَّنلا ِهَءاَج ،مْوَقْلا ُثِّدَحُي سِلْجَم يِف ُةَعاَّسلا ىَتَم َلاَقَف ٌّيِباَرْعَأ ِهللا ىلَص ِهَّللا ُلوُسَر ىَضَمَف َلاَقَف ،ُثِّدَحُي مِلَسَو ِهْيَلَع ُضْعَب َلاَق ،مْوَقْلا ِمَس َعِمَس اَم َلاَق ،ُهِرَكَف ْلَب ْمُهُضْعَب َلاَقَو ىَضَق اَذِإ ىَّتَح ،ْعَمْسَي ْمَل ُثيِدَح - َهاَرَأ - َنْيَأ " َلاَق ُلِئاَّسلا ْنَع " ُةَعاَّسلا . َلاَق اَه اَنَأ اَي َلوُسَر ِهَّللا . ُةَناَمَأْلا ْتَعِّيُض اَذِإَف " َلاَق َلاَق . " ُةَعاَّسلا رِظَتْنَاف اَذِإ " َلاَق اَهُتَعاَضِإ َفْيَك ِهِلْهَأ ِرْيَغ ىَلِإ ُرْمَأْلا َدِّسُو ". ُةَعاَّسلا ِرِظَتْنَاف

আবু হুরাইরাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মজলিসে জনসম্মুখে কিছু আলোচনা করছিলেন। ইতিমধ্যে তাঁর নিকট জনৈক বেদুঈন এসে জিজ্ঞেস করল, 'কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে?' আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর আলোচনায় রত থাকলেন।

এতে কেউ কেউ বললেন, লোকটি যা বলেছে তিনি তা শুনেছেন কিন্তু তার কথা পছন্দ করেননি। আর কেউ কেউ বললেন বরং তিনি শুনতেই পাননি। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলোচনা শেষে বললেন, 'ক্বিয়ামাত (কিয়ামত) সম্পর্কে প্রশ্নকারী লোকটি কোথায়?' সে বলল, 'এই যে আমি, হে আল্লাহর রাসূল!' তিনি বললেন, যখন আমানত নষ্ট করা হয় তখন কিয়ামতের প্রতীক্ষা করবে। সে বলল, কিভাবে আমানত নষ্ট করা হয়? তিনি বললেন, 'যখন কোন অনুপযুক্ত ব্যক্তির উপর কোন কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়, তখন তুমি কিয়ামতের অপেক্ষা করবে।

' (বুখারি, হাদিস : ৫৯)

এই হাদিসটি ইসলামের নেতৃত্ব ও দায়িত্ববোধ সম্পর্কিত একটি মৌলিক নীতিকে অত্যন্ত গভীরভাবে তুলে ধরে। হাদিসে বর্ণিত ঘটনার প্রেক্ষাপটটি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবিদের সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করছিলেন। এমন সময় এক বেদুঈন এসে হঠাৎ কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করে বসে। নবীজি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর না দিয়ে তার আলোচনা শেষ করেন। এতে বোঝা যায়, তিনি শৃঙ্খলা, প্রেক্ষাপট ও কথার যথাযথ সময়ের প্রতি গুরুত্ব দিতেন।

পরে তিনি প্রশ্নকারীকে ডেকে এমন একটি উত্তর দিলেন, যা শুধু কিয়ামতের সময় নয়, বরং কিয়ামতের লক্ষণ ও সমাজের অবক্ষয়ের একটি মৌলিক কারণকে স্পষ্ট করে।

তিনি বললেন, যখন আমানত নষ্ট করা হবে, তখন কিয়ামতের অপেক্ষা করতে। এখানে "আমানত" শব্দটি শুধু ব্যক্তিগত সম্পদ বা গোপন বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এর অন্তর্ভুক্ত সব ধরনের দায়িত্ব, কর্তৃত্ব, পদ, নেতৃত্ব এবং জনগণের অধিকার। অর্থাৎ সমাজ, রাষ্ট্র বা প্রতিষ্ঠানের যে কোনো দায়িত্বই এক ধরনের আমানত।

এরপর যখন জিজ্ঞাসা করা হলো, আমানত কীভাবে নষ্ট হয়, তখন নবীজি স্পষ্ট করে দিলেন যে, যখন কোনো কাজ বা দায়িত্ব অযোগ্য ব্যক্তির হাতে তুলে দেওয়া হয়। অর্থাৎ যোগ্যতা, সততা ও দক্ষতার পরিবর্তে যদি স্বজনপ্রীতি, দলীয় স্বার্থ, লোভ, প্রভাব বা ব্যক্তিগত সম্পর্কের ভিত্তিতে দায়িত্ব দেওয়া হয়, তখন সেটাই আমানতের খিয়ানত।

এই হাদিসের মূল বার্তা হলো, নেতৃত্ব ও দায়িত্ব কোনো সম্মান বা ক্ষমতার প্রতীক নয়; এটি জবাবদিহিমূলক একটি ভারী দায়িত্ব। অযোগ্য নেতৃত্বের ফলে ন্যায়বিচার নষ্ট হয়, দুর্নীতি বৃদ্ধি পায়, মানুষের অধিকার ক্ষুণ্ন হয় এবং ধীরে ধীরে সমাজে অস্থিরতা, অবিশ্বাস ও অবক্ষয় ছড়িয়ে পড়ে। এ ধরনের পরিস্থিতি বৃহত্তর বিপর্যয়ের পূর্বলক্ষণ, যা নবীজি কিয়ামতের আলামত হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

ইবনে হাজার আসকালানি (রহ.) ব্যাখ্যা করেছেন, এখানে উদ্দেশ্য হলো সমাজের শৃঙ্খলা ও নৈতিক ভিত্তি ভেঙে পড়া। যখন যোগ্যতা উপেক্ষিত হয় এবং অযোগ্যতা প্রাধান্য পায়, তখন তা শুধু একটি প্রতিষ্ঠানের নয়, পুরো জাতির পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায় (ফাতহুল বারি)।

সারকথা, এই হাদিস আমাদের শিক্ষা দেয় যে সমাজের কল্যাণ, ন্যায়বিচার ও স্থিতিশীলতার জন্য প্রতিটি দায়িত্ব যোগ্য, সৎ ও আমানতদার ব্যক্তির হাতে অর্পণ করা অপরিহার্য। অন্যথায় তা শুধু একটি ভুল সিদ্ধান্ত নয়, বরং একটি বড় ধরনের সামাজিক ও নৈতিক বিপর্যয়ের সূচনা।

সপ্তাহের নামাযের সময় সূচী

তারিখ	ফজর	সুর্যদ্বয়	যোহর	আছর	মাগরিব	ইশা
১৩.০২.২৬ শুক্রবার	5:58	7:15	01:00	3:23	5:22	7:30
১৪.০২.২৬ শনিবার	5:56	7:13	12:45	3:24	5:24	7:30
১৫.০২.২৬ রবিবার	5:55	7:12	12:45	3:26	5:26	7:30
১৬.০২.২৬ সোমবার	5:53	7:10	12:45	3:28	5:28	7:45
১৭.০২.২৬ মঙ্গলবার	5:51	7:08	12:45	3:29	5:29	7:45
১৮.০২.২৬ বুধবার	5:49	7:06	12:45	3:31	5:39	7:45
১৯.০২.২৬ বৃহস্পতিবার	5:47	7:04	12:45	3:33	5:41	7:45

নামায শুম্পর এই সময়সূচি লন্ডনের জন্য প্রযোজ্য।

বিশ্বকাপ না খেলায় শাস্তি হবে না বিসিবির

পোস্ট ডেস্ক : লাহোরে স্বল্পমেয়াদি সফর শেষে বাংলাদেশের জন্য দুটি বড় ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নিয়ে ফিরেছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি) নিশ্চিত করেছে, সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহের কারণে বিসিবির ওপর কোনো ধরনের শাস্তি বা জরিমানা আরোপ করা হবে না। একই সঙ্গে ২০২৮ থেকে ২০৩১ সালের মধ্যে একটি আইসিসি বৈশ্বিক আসর আয়োজনের সুযোগ পাবে বাংলাদেশ।

নিরাপত্তা ইস্যুতে বাংলাদেশের বিশ্বকাপে খেলতে না যাওয়া এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ খেলতে পাকিস্তানের অস্বীকৃতি জানানোকে কেন্দ্র করে রবিবার লাহোরে আইসিসি, বিসিবি ও পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) মধ্যে একটি ত্রিপক্ষীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠক শেষে বাংলাদেশের পক্ষে দুটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত জানায় বিশ্ব ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা আইসিসি।

আইসিসি এক আনুষ্ঠানিক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের ওপর কোনো আর্থিক, ক্রীড়াগত বা প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করা হবে না। একই সঙ্গে এ বিষয়েও সম্মত হওয়া হয়েছে যে, বিসিবি চাইলে বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটি (ডিআরসি)-তে যাওয়ার অধিকার সংরক্ষণ করবে। এই অধিকার আইসিসির বর্তমান বিধিমালার আওতায় বিদ্যমান থাকবে এবং অক্ষুণ্ন থাকবে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরো বলা হয়, আইসিসির দৃষ্টিভঙ্গি নিরপেক্ষতা ও ন্যায়সংগততার নীতিতে পরিচালিত এবং শাস্তির পরিবর্তে সহায়ক সমর্থন প্রদানের যৌথ উদ্দেশ্যকে প্রতিফলিত করে।

এই সমঝোতার অংশ হিসেবে আরও সিদ্ধান্ত হয়েছে, আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ ২০৩১-এর আগে বাংলাদেশ একটি আইসিসি ইভেন্ট আয়োজন করবে। এটি আইসিসির প্রচলিত আয়োজক নির্বাচন প্রক্রিয়া, সময়সূচি ও পরিচালনাগত শর্তাবলীর আওতায় অনুষ্ঠিত হবে। আইসিসির মতে, এই সিদ্ধান্ত আয়োজক হিসেবে বাংলাদেশের সক্ষমতার ওপর আস্থার প্রতিফলন এবং সদস্য দেশগুলোর মধ্যে অর্থবহ আয়োজক সুযোগ দেওয়ার প্রতিশ্রুতিকে আরো শক্তিশালী করে।

আইসিসির প্রধান নির্বাহী সঞ্জোগ গুপ্ত বলেন, 'বিশ্বকাপে বাংলাদেশের অনুপস্থিতি দুঃখজনক। তবে এটি একটি মূল ক্রিকেট জাতি হিসেবে বাংলাদেশের প্রতি আইসিসির দীর্ঘস্থায়ী অঙ্গীকারকে কোনোভাবেই পরিবর্তন করে না।'

তিনি আরো বলেন, 'বিসিবিসহ গুরুত্বপূর্ণ অংশীজনদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে আমরা ক্রিকেটের বিকাশ নিশ্চিত করতে এবং খেলোয়াড় ও সমর্থকদের জন্য ভবিষ্যৎ সুযোগ আরো শক্তিশালী করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বাংলাদেশ একটি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্রিকেট ইকোসিস্টেম, যা দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ, প্রতিযোগিতামূলক উন্নয়ন ও বৈশ্বিক সংযুক্তির যোগ্য- এটি কোনো স্বল্পমেয়াদি ব্যাঘাতে সংজ্ঞায়িত হয় না।'

অবশেষে বয়কট প্রত্যাহার করলেন রোনালদো

পোস্ট ডেস্ক : সৌদি প্রো লিগের ক্লাব আল-নাসরের ম্যাচ বয়কটের সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছেন ক্রিস্তিয়ানো রোনালদো। পর্তুগিজ মহাতারকা আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি আল-ফাতেহর বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে আবার মাঠে ফিরবেন বলে জানিয়েছে ক্রীড়াবিষয়ক সংবাদমাধ্যম ইএসপিএন।

৪১ বছর বয়সী রোনালদো এরই মধ্যে আল নাসরের দুটি ম্যাচ বয়কট করেছেন। তবে তাকে ছাড়াই আল ইত্তিহাদ ও আল রিয়াদের বিপক্ষে জয় পেয়েছে তার দল।

ইএসপিএনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সৌদি আরবের পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড (পিআইএফ)-এর সঙ্গে অসন্তোষের কারণেই এই দুটি ম্যাচে খেলেননি রোনালদো। বিশেষ করে ট্রান্সফার উইন্ডোতে আল নাসরকে প্রত্যাশিত সহায়তা না দেওয়ায় ক্ষুব্ধ ছিলেন তিনি।

রোনালদোর অসন্তোষ আরো বেড়ে যায়, যখন পিআইএফ-সমর্থিত আরেক ক্লাব আল-হিলাল জানুয়ারির দলবদলে আল-ইত্তিহাদ থেকে করিম বেনজেমাকে দলে ভেড়ায়। রিয়াল মাদ্রিদের সাবেক সতীর্থ বেনজেমার সেই দলবদল আল-নাসরের প্রতি বৈষম্য বলে মনে করেন রোনালদো।

সূত্র জানায়, পিআইএফ রোনালদোর প্রধান দাবিগুলো মেনে নেওয়ার পরই মাঠে ফেরার সিদ্ধান্ত নেন এই তারকা। আল নাসরের বকেয়া বেতন পরিশোধ করা হয়েছে এবং ক্লাবের শীর্ষ কর্মকর্তাদের আগের মতো স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে স্পোর্টিং ডিরেক্টর সিমাও কুতিনহো ও সিইও হোসে সেমেদো আবার দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। চলতি মৌসুমে এখন পর্যন্ত আল নাসরের হয়ে ২২ ম্যাচ খেলেছেন রোনালদো। করেছেন ১৮ গোল, সঙ্গে তিনটি অ্যাসিস্ট। সৌদি প্রো লিগে আল নাসর বর্তমানে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। শীর্ষে থাকা চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী আল হিলালের থেকে তারা মাত্র এক পয়েন্ট পিছিয়ে।

ফল বিক্রেতা থেকে বিশ্বকাপের মঞ্চে হায়দার আলী

পোস্ট ডেস্ক : পাকিস্তানের পাঞ্জাবের ছোট্ট গ্রাম আজমত শাহ। সেখানেই জন্ম হায়দার আলীর। পরিবার ছিল সাধারণ, জীবনের শুরুটাই ছিল লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে। ছোটবেলায় বাবা-মায়ের বিচ্ছেদের পর চাচার কাছে মানুষ হয়েছেন তিনি।

কিন্তু দারিদ্র্যের গণ্ডি পেরিয়ে তার স্বপ্ন ছিল বিশাল-পাকিস্তানের জার্সিতে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলবেন, দেশের হয়ে সর্বোচ্চ পর্যায়ে প্রতিনিধিত্ব করবেন।

এই স্বপ্ন বুকে নিয়ে একসময় হায়দার চলে যান লাহোরে। জীবিকা নির্বাহের জন্য করতে হয় রাতের বেলায় ওয়েটারের কাজ, কখনো ফল বিক্রি। ২০১৮ সালে পাকিস্তানের প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে অভিষেক হলেও জাতীয় দলে কাঙ্ক্ষিত জায়গা করে নেওয়া হয়নি তার।

হায়দার বলেন, 'ঘরোয়া ক্রিকেটে ভালোই করেছিলাম। কী ঘটেছিল সেটা বলতে চাই না। জীবন এমনই, সবসময় সবকিছু আমাদের পক্ষে যায় না। আমি ইতিবাচক থাকতে পছন্দ করি।

কোভিড-১৯ মহামারির সময় তার আর্থিক অবস্থা আরো খারাপ হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত ২০২২ সালে উন্নত ভবিষ্যতের আশায় তিনি পাড়ি জমান সংযুক্ত আরব আমিরাতে (ইউএই)। সেখান থেকেই শুরু হয় নতুন স্বপ্ন- ইউএই জাতীয় দলের জার্সিতে খেলা।

আইসিসির তিন বছরের আবাসিক নিয়ম পূরণ করে ২০২৫ সালে ইউএই দলের হয়ে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেন হায়দার। অভিষেক সিরিজেই বাজিমাত।

শারজাহতে বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচে ৪ ওভারে ৭ রান দিয়ে নেন ৩ উইকেট। একই বছর আইএলটি২০ লিগে দুবাই ক্যাপিটালসের হয়ে শিরোপা জয়ের স্বাদও পান তিনি। এখন ৩১ বছর বয়সী এই বাঁহাতি স্পিনার স্বপ্ন দেখছেন প্রথম বিশ্বকাপে খেলার।

হায়দার বলেন, 'বিশ্বকাপ ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় মঞ্চ। প্রত্যেক ক্রিকেটারের স্বপ্ন এখানে খেলা। ভারতের মাটিতে বিশ্বকাপ-সেখানে মানুষ ক্রিকেটকে প্রাণের মতো ভালোবাসে। এটা আমার জন্য বাড়তি অনুপ্রেরণা।'

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচে পাওয়ারপ্লেতে নতুন বল হাতে নিতে পারেন হায়দার। আইএলটি২০-তে পাওয়ারপ্লেতে তার ইকোনমি ৫.৯৩। ন্যূনতম ২০ ইনিংস খেলা বোলারদের মধ্যে এটি টুর্নামেন্টের রেকর্ড।

তিনি বলেন, 'আমি পাওয়ারপ্লেতে বোলিং করতে ভালোবাসি। প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়া, ভারত কিংবা নিউজিল্যান্ড হোক, সেটা বড় কথা নয়। আমি শুধু বলের ওপর মনোযোগ দিই এবং দলের জন্য কী করতে হবে সেটা ভাবি।'

ডেভিড ওয়ার্নার, রভম্যান পাওয়েলের মতো তারকাদের সঙ্গে একই ড্রেসিংরুম ভাগ করে নেওয়াও তার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছে।

হায়দারের বলেন, "আইএলটি২০ আমার জীবন বদলে দিয়েছে। প্রথম ম্যাচের পর ওয়ার্নার আমাকে বলেছিল, 'তুমি অসাধারণ, এমন বাঁহাতি স্পিনার আমি খুব কমই দেখেছি।' এই কথাগুলো অনেক শক্তি দেয়।"

বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজ নির্ধারণী ম্যাচে তার পারফরম্যান্সকে ক্যারিয়ারের অন্যতম সেরা মুহূর্ত বলে মনে করেন হায়দার।

তিনি বলেন, 'এই দেশ আমাকে সম্মান দিয়েছে, সুযোগ দিয়েছে। আমি ইউএই ব্যাজের জন্য খেলি, আর সেটাই আমার সবচেয়ে বড় গর্ব।'

চেষ্টা না করাটাই বড় ব্যর্থতা : লিন্ডসি ভন

পোস্ট ডেস্ক : উইন্টার অলিম্পিকের আসরে বড় দুর্ঘটনার কবলে পড়েছেন বিশ্ববিখ্যাত স্কি রেসার লিন্ডসি ভন। মারাত্মক চোট পাওয়ায় তাকে হেলিকপ্টারে করে হাসপাতালে নিতে হয়েছে। আগের চোট নিয়েই প্রতিযোগিতায় এসেছিলেন লিন্ডসি। তবে দুর্ঘটনার পর তিনি জানিয়েছেন, চোট নিয়ে প্রতিযোগিতায় নামার সিদ্ধান্তে তিনি লজ্জিত বা অনুতপ্ত নন।

রবিবার (৮ ফেব্রুয়ারি) ফাইনালে রেস শুরুর মাত্র ১৩ সেকেন্ডের মাথায় একটি গেটের সঙ্গে লিন্ডসি ভনের ডান হাত আটকে যায়। এতে তিনি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাহাড়ি ঢালে ছিটকে পড়েন। হেলিকপ্টারে করে তাকে ইতালির একটি হাসপাতালে নেওয়া হয়। বর্তমানে তার পায়ের টিবিয়া হাড় মারাত্মকভাবে ভেঙে গেছে এবং সুস্থ হতে একাধিক অস্ত্রোপচার লাগবে।

রেসের মাত্র কয়েকদিন আগে সুইজারল্যান্ডে একটি প্রতিযোগিতায় ভনের পায়ের লিগামেন্ট ছিঁড়ে গিয়েছিল। চিকিৎসকরা ঝুঁকি দেখলেও ভন নিজের স্বপ্নের পেছনে ছুটতে চেয়েছিলেন। তিনি দুইটি ট্রেনিং রান শেষ করে নিজেকে ফিট মনে করেছিলেন।

তবে হাসপাতাল থেকে লিন্ডসি ভন জানান, দুর্ঘটনাটি আগের চোটের কারণে হয়নি, বরং রেসিং লাইনের সামান্য ভুলের কারণে হাত গেটে আটকে গিয়েছিল।

ভন জানান, স্বপ্নপূরণ হয়নি ঠিকই, তবে চেষ্টা না করাটাই হতো বড় ব্যর্থতা। আমি জানতাম জেতার সুযোগ আছে, সেটাই ছিল বড় কথা।

স্কি রেসিং যে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ, সেটি জেনেই বারবার মাঠে নেমেছেন বলেও জানান এই অ্যাথলিট।

আন্তর্জাতিক স্কি ফেডারেশনের সভাপতি ইয়োহান এলিয়াস লিন্ডসি ভনের পাশে দাঁড়িয়েছেন। তিনি বলেন, ভন প্রতিযোগিতার জন্য সম্পূর্ণ ফিট ছিলেন।

বাংলাদেশের এশিয়ান কাপ দলে সুইডেনপ্রবাসী আনিকা

পোস্ট ডেস্ক : নারী এশিয়ান কাপের চূড়ান্ত দলে জায়গা করে নিয়েছেন সুইডেন প্রবাসী আনিকা রানিয়া সিদ্দিকী। বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন সূত্রে জানা গেছে, ২০ বছর বয়সী এই ফুটবলারকে নিয়েই অস্ট্রেলিয়া যাচ্ছে বাংলাদেশ দল।

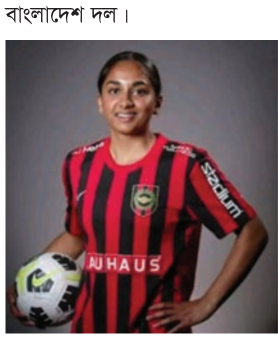

জানা গেছে, ইতোমধ্যে ২৬ সদস্যের চূড়ান্ত দল বাফুফেতে জমা দিয়েছেন কোচ পিটার বাটলার। সেই দলেই আছেন আনিকা।

গত ২৮ জানুয়ারি থেকে ফিটনেস ট্রেনার ক্যামেরুন লর্ডের অধীনে জাতীয় দলের সঙ্গে কয়েক দিন অনুশীলন করে আবার সুইডেন ফিরে গেছেন তিনি। কয়েকদিনের মধ্যে আবার ঢাকায় ফেরার কথা তার।

মধ্যমাঠের পাশাপাশি দুই উইংয়েও খেলতে পারেন আনিকা। সুইডেনের ক্লাব ব্রোমাপোজকর্নের অনূর্ধ্ব-১৯ দলে খেলেছেন তিনি।

গত মাসে সুইডিশ কাপে ক্লাবটির সিনিয়র দলেও অভিষেক হয়েছে তাঁর। এশিয়ান কাপের মূল দলে তার অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতভাবেই শক্তি বাড়াচ্ছে বাংলাদেশের।

আনিকার সঙ্গে চূড়ান্ত দলে জায়গা করে নিয়েছেন সদ্য অনূর্ধ্ব-১৯ সাফ মাতিয়ে আসা ফরোয়ার্ড আলপি আক্তার। সাফে চার ম্যাচে ৭ গোল করে সর্বোচ্চ গোলদাতা ও সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার জিতেছেন তিনি। সুবাদে জায়গা হয়েছে এশিয়ান কাপের দলে।

অস্ট্রেলিয়ার তিন শহরে আগামী ১ মার্চ থেকে শুরু হবে এশিয়ান কাপ। গ্রুপ পর্বে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ চীন, উত্তর কোরিয়া এবং উজবেকিস্তান।

গণতন্ত্রের অঙ্গীকার ও জাতীয় সরকার

এইচ আর এম রোকন উদ্দিন

নির্বাচন দোরগোড়ায়। জনগণ তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ গণতান্ত্রিক অধিকার তথা ভোটাধিকার প্রয়োগ করে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব কাকে দেবে, সেই সিদ্ধান্ত নেবে। নির্বাচন কেবল একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া নয়; এটি জাতির রাজনৈতিক পরিপক্বতা, দায়িত্ববোধ এবং গণতন্ত্রের প্রতি আমাদের অঙ্গীকারের একটি বড় পরীক্ষা। নির্বাচনী প্রচারণার সময় আমরা কিছু বিচ্ছিন্ন ও ছোটখাটো ঘটনা লক্ষ করেছি।

এসব ঘটনা হয়তো আলাদাভাবে খুব বড় নয়, কিন্তু ইতিহাস আমাদের শিখিয়েছে সতর্কতা শিথিল হলে ছোট আগুন থেকেই বড় অগ্নিকাণ্ডের জন্ম হতে পারে। এই সংবেদনশীল সময়ে আমাদের মনে রাখতে হবে, কিছু স্বার্থান্বেষী মহল ভেতর থেকে কিংবা বাইরে থেকে নির্বাচনকে ব্যর্থ করার জন্য বড় ধরনের নাশকতার চেষ্টা করতে পারে। তাদের উদ্দেশ্য গণতন্ত্রকে দুর্বল করা, অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করা এবং দেশকে ভুল পথে ঠেলে দেওয়া।

এই বাস্তবতায় আমাদের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন সতর্কতা, সংযম এবং ঐক্য।

আমাদের একটি মৌলিক সত্য মনে রাখতে হবে, আমরা সবাই এ দেশের সন্তান। রাজনৈতিক দলগুলো মতাদর্শ, নেতৃত্ব ও কৌশলে ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু কেউই দেশের বাইরের নয়। প্রতিটি রাজনৈতিক দল, প্রত্যেক প্রার্থী, প্রত্যেক কর্মী এই জাতীয় পরিবারেরই অংশ। রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা কখনোই রাজনৈতিক নির্মূলের রূপ নিতে পারে না।

বিরোধী দলকে ধ্বংস করার চেষ্টা, ভিন্নমতকে দমন করা বা কাউকে অগ্রহণযোগ্য ঘোষণা করা রাষ্ট্রকেই দুর্বল করে।

গণতন্ত্রের অঙ্গীকার ও জাতীয় সরকারগণতন্ত্র টিকে থাকে বাদ দেওয়ার মাধ্যমে নয়, বরং সহাবস্থানের মাধ্যমে। এই মুহূর্তে আমাদের একমাত্র ও সর্বোচ্চ লক্ষ্য হওয়া উচিত একটি অবাধ, সুষ্ঠু, গ্রহণযোগ্য ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন। এই লক্ষ্য দলীয় স্বার্থ, আসনসংখ্যা বা স্বল্পমেয়াদি রাজনৈতিক লাভের ঊর্ধ্বে। ভয়ভীতি, কারসাজি বা সহিংসতার মাধ্যমে অর্জিত কোনো বিজয় কখনো প্রকৃত বিজয় হতে পারে না।

আবার জনগণের রায় মেনে নিয়ে দায়িত্বশীল আচরণ করাও কোনো দলের জন্য পরাজয় নয়। একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রকৃত বিজয়ী হলো দেশ ও তার মানুষ। রাজনৈতিক দলগুলোর দায়িত্ব এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নেতাদের উচিত আবেগ নয়, প্রজ্ঞা দিয়ে কর্মীদের পরিচালিত করা; উসকানি নয়, শৃঙ্খলা শেখানো। নির্বাচনী ভাষণ ও বক্তব্য যেন বিভাজন উসকে না দেয়, ঘৃণা না ছড়ায়। মতভেদ থাকবে, এটিই স্বাভাবিক। তা প্রকাশ পাবে যুক্তি, নীতি ও কর্মসূচির মাধ্যমে; হুমকি, গুজব বা সহিংসতার মাধ্যমে নয়। রাজপথ হওয়া উচিত শান্তিপূর্ণ মত প্রকাশের জায়গা, সংঘর্ষের ময়দান নয়।

সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ হলো সাধারণ সমর্থক ও নাগরিকদের ভূমিকা। গণতন্ত্র শুধু প্রতিষ্ঠান দিয়ে রক্ষা হয় না; নাগরিকদের আচরণ দিয়েও রক্ষা হয়। প্রত্যেক নাগরিকের দায়িত্ব গুজব প্রত্যাখ্যান করা, মিথ্যা তথ্য যাচাই করা এবং পরিকল্পিত বিশৃঙ্খলায় পা না দেওয়া। ভুয়া খবর, অপপ্রচার ও ষড়যন্ত্রমূলক বয়ান হলো সেই সব শক্তির প্রধান অস্ত্র, যারা একটি সফল নির্বাচন দেখতে চায় না। তারা বিভ্রান্তি ছড়াতে চায়, আস্থা নষ্ট করতে চায় এবং এমন প্রতিক্রিয়া উসকে দিতে চায়, যা অস্থিতিশীলতার অজুহাত হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের সেই ফাঁদে পা দেওয়া যাবে না। নির্বাচনের প্রাক্কালে জাতীয় ঐক্যই হওয়া উচিত আমাদের সবচেয়ে শক্তিশালী ঢাল। ঐক্য মানে মতের একরূপতা নয়, ঐক্য মানে জাতীয় স্বার্থে একমত হওয়া। ঐক্য মানে ফলাফল যা-ই হোক, প্রক্রিয়াকে রক্ষা করা। ঐক্য মানে দেশকে দল, ব্যক্তি ও প্রতিশোধের ঊর্ধ্বে রাখা।

আর নির্বাচন শেষ হওয়ার পর ফলাফল যা-ই হোক, তা মেনে নিতে হবে। জনগণের রায় মেনে নেওয়াই গণতন্ত্রের মূলভিত্তি। যারা জয়ী হবে, তাদের মনে রাখতে হবে, জয় মানে দম্ভ, প্রতিহিংসা বা বর্জনের অধিকার নয়। জয় মানে সব নাগরিকের জন্য শাসন করার দায়িত্ব, এমনকি যারা তাদের ভোট দেয়নি, তাদের জন্যও। আর যারা পরাজিত হবে, তাদের কাছ থেকে প্রত্যাশা রাজনৈতিক পরিপক্বতা, সংবিধানসম্মত ও শান্তিপূর্ণ পথে অবস্থান নেওয়া, ভবিষ্যতের জন্য গঠনমূলক প্রস্তুতি নেওয়া। দেশ বারবার এমন এক চক্রে আবদ্ধ থাকতে পারে না, যেখানে প্রতিটি নির্বাচনের ফলাফলই প্রশ্নবিদ্ধ হয়, অস্বীকার করা হয় বা অস্থিরতার দিকে ঠেলে দেওয়া হয়। সেই পথ কেবল অচলাবস্থা ও অবনতির দিকেই নিয়ে যায়।

এই প্রেক্ষাপটে জাতীয় সরকার বা জোট সরকার গঠনের ধারণাটি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা উচিত। অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ, সামাজিক মেরুকরণ এবং আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক জটিলতার এই সময়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক শাসনব্যবস্থা দেশকে স্থিতিশীলতা দিতে পারে। স্বেচ্ছায় ও সদিচ্ছার ভিত্তিতে গঠিত একটি জাতীয় বা বিস্তৃত জোট সরকার বিভাজন কমাতে, রাজনৈতিক উত্তেজনা প্রশমিত করতে এবং জরুরি জাতীয় ইস্যুগুলোতে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে সহায়ক হতে পারে। এ ধরনের সহযোগিতা একটি শক্ত বার্তা দেবে যে দেশের স্বার্থে রাজনৈতিক নেতারা দলীয় গণ্ডি ছাড়িয়ে একসঙ্গে কাজ করতে সক্ষম।

জাতীয় চ্যালেঞ্জ কোনো দলীয় সীমানা মানে না। অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সুশাসন, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, সামাজিক ন্যায়বিচার ও জাতীয় নিরাপত্তা-সবকিছুর জন্য দরকার ধারাবাহিকতা, ঐকমত্য ও সহযোগিতা। বিভক্ত রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিয়ে দেশের কঠিন সময় পার করা যায় না। মতভেদ থাকা সত্ত্বেও ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্বই পারে জাতিকে সঠিক পথে এগিয়ে নিতে। পাশাপাশি আমাদের সব সময় সতর্ক থাকতে হবে দেশের ভেতরের ও বাইরের শত্রুদের অপপ্রচার ও ষড়যন্ত্র সম্পর্কে। ইতিহাস বলে, রাজনৈতিক পরিবর্তনের সময়গুলোই সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ। অস্থিতিশীলতা থেকে যারা লাভবান হয়, তারা বিভাজন উসকে দেয়, গুজব বাড়িয়ে তোলে এবং রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর আস্থা নষ্ট করতে চায়।

জাতীয় ঐক্য ও স্পষ্ট জাতীয় লক্ষ্যই এসব হুমকির বিরুদ্ধে সবচেয়ে শক্ত প্রতিরক্ষা। এই ঐক্য গড়ে উঠতে হবে সুস্পষ্ট জাতীয় উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে-সার্বভৌমত্ব রক্ষা, গণতন্ত্র শক্তিশালীকরণ, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা এবং সামাজিক সম্প্রীতি বজায় রাখা। রাজনৈতিক বিতর্ক হওয়া উচিত-এই লক্ষ্যগুলো কিভাবে সবচেয়ে ভালোভাবে অর্জন করা যায়, তা নিয়ে; কে কাকে কতটা ক্ষতি করতে পারল, তা নিয়ে নয়। আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হওয়া উচিত দেশকে একটি নতুন ও উন্নত মানে নিয়ে যাওয়া, যেখানে নির্বাচন হবে নিয়মিত, শান্তিপূর্ণ ও বিশ্বাসযোগ্য; যেখানে বিরোধী মতকে সম্মান করা হবে; যেখানে প্রতিষ্ঠানগুলো স্বাধীনভাবে কাজ করবে এবং যেখানে নাগরিকরা নিরাপদ, মর্যাদাবান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে আশাবাদী থাকবে।

এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য রাজনৈতিক দল ও নেতাদের সচেতনভাবে প্রতিশোধের বদলে সংযম, দমন নয় সংলাপ, আর সংঘাত নয় সহযোগিতার পথ বেছে নিতে হবে। পুরনো বিভাজন, অতীতের ক্ষোভ ও ব্যক্তিগত শত্রুতা পেছনে ফেলে বড় জাতীয় স্বপ্নকে সামনে আনতে হবে। অতীতের দ্বন্দ্বে বন্দি থাকলে কোনো জাতি সামনে এগোতে পারে না। এই নির্বাচন কেবল পরবর্তী সরকার গঠনের বিষয় নয়, এটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আমরা কী ধরনের রাজনৈতিক সংস্কৃতি রেখে যাচ্ছি, তারও নির্ধারণ। আমরা কি ভয় ও চিরস্থায়ী বৈরিতার রাজনীতি চাই, নাকি দায়িত্বশীল প্রতিযোগিতার সংস্কৃতি চাই? আমরা কি বিভাজনে দুর্বল রাষ্ট্র চাই, নাকি ঐক্যে শক্তিশালী রাষ্ট্র চাই?

আগামী দিনগুলোতে আমাদের আচরণই এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবে। আসুন, আইন ও নিরাপত্তার পাশাপাশি বিবেক, দেশপ্রেম ও প্রজ্ঞা দিয়ে এই নির্বাচনকে রক্ষা করি। আসুন, প্রমাণ করি আমরা গণতান্ত্রিকভাবে পরিপক্ব একটি জাতি। আসুন, দেখাই দেশের প্রতি আমাদের ভালোবাসা যেকোনো দল বা ব্যক্তির প্রতি অন্ধ আনুগত্যের চেয়েও বড়। আমরা যদি এতে সফল হই, তাহলে বিজয়ী যে-ই হোক না কেন, দেশই হবে প্রকৃত বিজয়ী। আর সেটিই হবে আমাদের সবার জন্য সবচেয়ে বড় অর্জন।

লেখক : অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল

Tareq Chowdhury
Principal

Kingdom Solicitors
Commissioner for OATHS

ইমিগ্রেশন ও ফ্যামেলী বিষয়ে
যে কোন আইনগত পরামর্শের
জন্য যোগাযোগ করুন

Mobile: 07961 960 650
Phone : 020 7650 7970

102 Cranbrook Road, Wellesley House,
2nd Floor, Ilford, IG1 4NH
www.kingdomsolicitors.com

BANGLA POST
www.banglapost.co.uk
Email: news@banglapost.co.uk

Slavery claims guidance overhauled

As many as four in 10 Channel migrants earmarked for deportation under Sir Keir Starmer's "one in, one out" scheme are claiming to be victims of modern slavery in an attempt to thwart their removal.

They are claiming to have been victims of trafficking when they were in their home country, in transit or in the UK, according to the Home Office.

The disclosure comes as the Government faces a High Court legal challenge by 16 migrants attempting to block their deportation.

The lawsuit is attempting to overturn new legal guidance introduced by Shabana Mahmood, the Home Secretary, to prevent migrants from using Britain's modern slavery laws to delay their removal.

Ms Mahmood overhauled the legal guidance in September so that migrants no longer had a right to seek to have their modern slavery claims reconsidered while they were in the UK once they had been rejected by the Home Office.

Instead, the appeals now have to go through a judicial review, which can take place in any country and does not stop their deportation.

The Home Office is seeking to counter the legal challenge by warning that there are so many migrants now claiming to be victims of modern slavery that it would undermine the one in, one out policy if their claims were

granted.The Government maintains that the return of the Channel migrants is lawful on the basis that they are being removed to a "safe" country that abides by international, law including the European Convention on Human Rights.The migrants, however, say the French system does not recognise any obligations on the state in relation to people who have been trafficked outside France and who have no other relevant connection with France.

Alex Norris, the minister for border security and asylum, said: "Last-minute modern slavery claims must never be used to prevent the removal of illegal migrants.

"The Government will fight any legal attempt in the courts to frustrate their removal or deportation. These cases are exactly why we are reforming our laws to stop these last-minute claims and restore order and control to our border.The challenge by the 16 migrants threatens Government efforts to ramp up returns under the one in, one out scheme, which was launched last summer. Some 305 migrants have been returned to France under the scheme since then, while 367 came to the UK from France.

Ms Mahmood also admitted there were still legal hurdles to the scheme, adding: "The minute we started to try to return people to France, we had all sorts of legal challenges.

"And the nature of those legal challenges changes, by the way, every few weeks, so once you shut down one ability to demonstrate a removal because of a claim under one bit of modern slavery regulations, another set come in. So there are constant challenges here, and we keep working through them."

This week, it was revealed that more migrants had crossed the Channel under Sir Keir Starmer than any other prime minister.

Some 66,244 migrants have reached the UK across the Channel since Labour won the election 19 months ago, at an average rate of 790 a week. A total of 65,811 migrants crossed while Boris Johnson was prime minister.

Ms Mahmood told MPs last week that it would take time for the Government's measures to have an impact and that she could not guarantee that the number of Channel crossings would be going down by this time next year. She also has a new package of reforms to deter "asylum shopping" migrants.

Starmer faces call to appoint woman to first secretary of state role

Sir Keir's judgement is also being questioned over the peerage given to former communications chief Lord Doyle, who lost the Labour whip over his links with a convicted sex offender.

Both issues came up at PMQs and Sir Keir had to confront them again during the meeting with the Women's Parliamentary Labour Party (PLP) on Wednesday.

The BBC has been told Sir Keir reiterated his apology for the appointment of Lord Mandelson as the UK's ambassador to the US.

It is understood Sir Keir said he looked forward to working with the Women's PLP on tackling misogyny and doing more to achieve cultural change.

A source in the room said it had been a positive meeting and the prime minister had understood the need to end a "boys' club" mentality in No 10.

The senior Labour figure described the prime minister as being in "listening mode" and described him as a "feminist ally" who did not want to "mansplain".

"He said he wanted a culture change across government," the source said.

Labour MP Natalie Fleet, who attended the meeting, said the suggestion of appointing a female first secretary of state was put to him by former Labour deputy leader Harriet Harman and he had promised to "take it away".

The first secretary of state is a role which, historically, has had similar standing and functions to that of deputy prime minister, a post currently held by David Lammy.

Previous holders of the post of first secretary of state include Dominic Raab, Damian Green and Lord Mandelson, during former Prime Minister Gordon Brown's government.

Barbara Castle was the first woman to be appointed first secretary of state, when Harold Wilson was prime minister in the 1960s.

Fleet said it would be "incredible" if a woman was given that role in Sir Keir's government.

The Labour MP for Bolsover said that during the meeting, the prime minister committed to meeting victims of sexual violence.

"There are horrendous things that happened to girls and nobody cares and nobody listens," Fleet told reporters outside the meeting room.

She said Sir Keir was "the best bet that we've got".

"He cares and he is going to deliver," Fleet said. "And it's my job to hold him to account. So this feels like a real opportunity out of the worst possible situation."

Labour MP Rachael Maskell, who was also at the meeting, said the prime minister has "the opportunity to prove he has understood the seriousness of the situation".

She was one of the first MPs to call for the prime minister to stand down, saying his position was untenable.

At PMQs, Sir Keir defended his former chief of staff Morgan McSweeney, who resigned at the weekend over his role in pushing for Lord Mandelson to be appointed as ambassador.

He said: "I've accepted responsibility and apologised for the mistakes that I've made."

The Conservative leader said the prime minister "likes to claim he cares about violence against women and girls".

Badenoch said: "The truth is he only cares about the victims when he's trying to save his own skin."

But Sir Keir defended his government's record on protecting women and girls against violence.

A source close to the prime minister rejected suggestions of a "boys' club" in Downing Street, saying there were a number of "highly qualified and capable women that work in Number 10" including cabinet ministers and special advisers "across the whole government who are often forgotten in all of this".

Plan 2 student loan interest is unfair, says Lucy Powell

Lucy Powell, the deputy Labour leader, has said interest rates on student loans are "unfair" and "egregious" amid growing calls for a redesign of the system.

Powell singled out Plan 2 loans, taken out by up to six million graduates who started university between 2012 and 2023, as having the harshest terms. She said her son had a Plan 2 loan.

She was asked by a listener on LBC on Wednesday whether she agreed with Rachel Reeves, the chancellor, who recently insisted the student loans system was "fair and reasonable". She replied: "As a parent myself with a son who is also in the Plan 2 scheme, I've been following these issues very closely, actually, for a number of years.

"I think, to be fair, what Rachel was probably talking about was more in the generality, which is: is it fair that graduates make a contribution towards their education? Because obviously, as graduates in general, we do earn a lot more money over our life time.

"I think the general principle is fair but I do accept absolutely that there are issues around this Plan 2, and the plus 3 per cent — that particularly is particularly egregious in my humble opinion."

Powell, who was shadow education secretary under Jeremy Corbyn's Labour leadership, added it was a system her party had inherited from the previous government.

Plan 2 loans have come under increasing scrutiny after a Sunday Times investigation exposed their punitive terms trap a generation of graduates into debt they will never pay off. Alan Johnson, the former education secretary, said at the weekend that "eye-watering" interest rates on the debt should be lowered while others have suggested replacing loans with a "graduate tax".

Interest on these loans is based on the rate of inflation in the retail price index plus three percentage points, depending on how much the

graduate earns. The higher their salary, the more interest they pay. Plan 2 graduates with an average debt of £53,000 need to earn at least £66,000 before their repayments are greater than the interest being added, meaning they begin chipping down the actual debt. Two thirds of graduates from this cohort who make repayments each month are not even paying down their interest.

Repayments kick in once a graduate starts earning £28,470, after which a graduate pays back 9 per cent of their salary. In April this repayment threshold is rising to £29,385, where it will stay for three years after Reeves announced it was being frozen in the 2025 budget. The Sunday Times is calling for this freeze to be reversed.

On Wednesday the National Union of Students held a protest outside parliament calling Reeves a "loan shark" for freezing the repayment thresholds. One graduate at the protest told the Press Association: "It makes me really angry. I want to pay back the loan. I did understand when I took it that it was a loan, but I didn't understand that I would just be paying interest off. I thought I'd be paying off the education."

Earlier in the week figures showed 85 per cent of graduates would vote for a party pledging to reform the loan system. Oliver Gardner, who founded Rethink Repayment, a campaign for fairer student loans, said: "It should come as no surprise to politicians that those affected by this exploitative loan system, including many parents, are demanding change and will vote with their feet on this issue."

Britain needs to think beyond net zero, says UN climate scientist

Post Desk: Britain needs to start thinking "beyond net zero" and looking at the technologies it will need to help bring global temperatures

back down too, according to the chairman of the United Nations climate science panel. Such technologies could include machines that suck CO2 from the air.

Sir Jim Skea, one of the country's foremost climate scientists, said it was now "pretty much inevitable" the world would breach its climate change target of limiting warming to 1.5C above pre-industrial levels.

Global temperatures from the last three years averaged more than 1.5C above pre-industrial levels. Beyond the threshold, Britain is expected to experience even wetter winters than the current relentless rainy spell.

Skea said Earth was likely to be headed for a period of "overshoot", where temperatures exceed the safety limit of 1.5C — but efforts by nations could still bring them back down.Asked about Britain's role, he said: "If people are going to keep 1.5C within reach, we need to start thinking beyond net zero. If you're going to bring warming back [down] and limit it to 1.5 again, net zero is step one. Step two is actually taking the carbon dioxide out of the atmosphere."

Skea, chairman of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), is clear the world should hit net zero by 2050, a target the Tories and Reform want to scrap in Britain.

Sarah Ferguson asked Epstein for bankruptcy advice while he was in jail, emails suggest

Sarah Ferguson asked Jeffrey Epstein for advice in dealing with her £6m debt pile, while he was still in jail for soliciting prostitution from a minor.

Emails recently released by the Department of Justice appear to show the desperate measures Ferguson considered to rescue her finances, from bailouts funded by two billionaires to selling her jewellery.

Ferguson found the experience "so so demoralising" and said she was "about to freak with exhaustion", the emails suggest. "Death is easier than this," she appears to have said.

Ferguson did not reply to a request for comment.

Ferguson was still Duchess of York in 2009, but divorced from Andrew Mountbatten-Windsor. A lucrative deal to promote Weight Watchers had just come to an end.

The emails highlight what a desperate financial position she was in at the time, and how it left her vulnerable to manipulation by anyone with the means to help her deal with her finances - most notably, Epstein himself.

Epstein apparently discussed Ferguson's situation in a long correspondence with David Stern, a London-based German businessman with extensive China connections. Stern had close links with the Royal Family, but appears to call Epstein "boss" in the emails.

Smart Edge
Real Estate
Where location meets opportunity

YOUR GATEWAY
TO SMARTER PROPERTY INVESTMENTS IN DUBAI

Dubai is not just a city, it's an opportunity. At Smart Edge Real Estate LLC, we connect local and international buyers with high-potential residential and commercial properties across Dubai's most promising locations. Whether you're looking for your dream home, a high-yield rental property, or a solid investment with capital appreciation, we provide expert guidance every step of the way. Our bespoke approach is built on deep market insight, strong developer relationships, and a commitment to trust and transparency.

www.smartedgerealestate.ae | www.smartedgerealestate.co.uk

MOBILE: +44 7960 000 929 (UK)
MOBILE: +971 506 123 929 (UAE)
LANDLINE: +44 203 633 2545 (UK)

UK OFFICE
57, 2ND FLOOR, THE WHITECHAPEL CENTRE
85 MYRDLE STREET, LONDON E1 1HL

DUBAI OFFICE
12E, THE PLAZA BUILDING, DEIRA CREEK HOLDINGS
AL KHOR, PO BOX 333888, DUBAI, UAE

"With over 30 years of experience in the media industry, advising clients, managing campaigns, and understanding consumer trends, I've brought that same insight and strategic thinking into Dubai's property market. At Smart Edge Real Estate, we don't just sell property, we guide you to make the right investment, at the right time, in the right location. Whether you're new to real estate or building a portfolio, I personally offer advisory support to help you make informed, profitable decisions."

TAZ CHOUDHURY, CO-FOUNDER & CEO

SHAHBAG JAMIA MADANIA QASIMUL ULUM

UK Charity No. 1126168

NGO Affairs Bureau Bangladesh
Registration No- 3052

MADRASHA &ORPHANAGE

UK: 71-75 Blakeland Street, Birmingham, B9 5XQ
Bangladesh : P.O: Shahbag, Zakiganj, Sylhet.
Phone: 0088 01716602167 / 0088 0171 5336357

Welfare

Orphanage

Madrasah

Please Help supporting the poor & needy with your:

Lillah Sadaqah Zakat Fitra
Fidya Kaffara Qurbani

PROJECTS

Hafiz Sponsor £250 x 3 = £750 .00

Shops (permanent income for Orphanage)
Per Shop £2500.00

Class/Living Room for Orphanage
Per Room £3000.00

Support Needed FISHERY Project to Generate Permanent Income for Madrasha & Orphanage
33 Decimal Land £1000, One Cow £400
Minnow (Fishery), Tree plant £100

Ashab-e-Badr Fund
one off payment £700.00 x 313 Donor

CAN DONATE VIA :

Paypal: shahbagjamia@yahoo.com
Online: www.shahbagjamia.com
Telephone: 0798 335 7324

UK Bank Details:
Shahbag Jamea Madania Quasimul Ulum Trust
HSBC Bank
Sort Code: 40-21-05 Account No: 51625608
B.I.C Swift Code- HBUKGB4112U
IBAN-GB98HBUK40210551625608

For further information please contact:
Maulana Abdul Hafiz, Principal
Mobile: 0798 335 7324
e: shahbagjamia@yahoo.com www.shahbagjamia.com

Year: 23 ◆ Issue: 1076 ◆ Friday 13 February - Thursday 19 February 2026

BANGLA POST

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED BANGLA NEWSPAPER

ডাঃ জাকি রিজওয়ানা আনোয়ার সমসাময়িক বিষয় নিয়ে বাংলা পোস্ট-এ নিয়মিত লিখছেন।

এ সাপ্তাহের কলাম পড়ুন ১৩ এর পাতায়।

দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের তালিকায় আবারো বাংলাদেশ

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : বিশ্বের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশগুলোর তালিকায় এক ধাপ অবনতি হয়ে ১৩তম হয়েছে বাংলাদেশ। আগের বছর, অর্থাৎ ২০২৪ সালে এই অবস্থান ছিল ১৪তম। ২০২২ সালের নভেম্বর থেকে ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ের তথ্যের ভিত্তিতে সূচকটি তৈরি করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (১০ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর ধানমন্ডির মাইডাস সেন্টারে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য তুলে ধরা হয়। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের (টিআই) 'দুর্নীতির ধারণা সূচক (সিপিআই) ২০২৫' প্রকাশ করেন টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের দুর্নীতির ধারণা সূচকে (সিপিআই) ২০২৫ সালে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩তম। ২০২৪ সালে ১০০ স্কোরের মধ্যে বাংলাদেশের স্কোর ছিল ২৩ এবং ২০২৩ সালে স্কোর ছিল ২৪। দুর্নীতি বাড়ায় বাংলাদেশের স্কোর ২০২৪ সালের তুলনায় ২০২৫ সালের তুলনায় এক কমেছে। কিন্তু অন্য দেশ আরও খারাপ করায় সূচকে এক ধাপ এগিয়েছে বাংলাদেশ।

২০২৫ সালে ডেনমার্ক সবচেয়ে কম দুর্নীতি হয়েছে। আর সবচেয়ে বেশি দুর্নীতির মাত্রা ছিল দক্ষিণ সুদান ও সোমালিয়া। শুধু আফগানিস্তান ছাড়া দক্ষিণ এশিয়ার (ভারত, পাকিস্তান, নেপালসহ অন্যান্য দেশ) দেশগুলোর মধ্যে দুর্নীতির মাত্রা বাংলাদেশে বেশি।

সিপিআই অনুসারে, ১০০ স্কোরের মধ্যে বৈশ্বিক গড় স্কোর ৪২। অর্থাৎ বৈশ্বিক গড় স্কোরের তুলনায় বাংলাদেশ পেয়েছে প্রায় অর্ধেক। কেবল তাই নয়, গত ১২ বছরের মধ্যে এবার সর্বনিম্ন স্কোর পেয়েছে বাংলাদেশ।

প্রতিবেদন প্রকাশের সময় টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান বলেন, 'বাংলাদেশের ১ পয়েন্ট বাড়ার কারণ হলো জুলাই গণঅভ্যুত্থানের ইতিবাচক মূল্যায়ন। কিন্তু সংস্কারপ্রক্রিয়ার দুর্বলতা, মাঠপর্যায়ে দুর্নীতিসহ অন্য কারণে সার্বিকভাবে এক ধাপ অবনতি হয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকার স্বচ্ছতার দৃষ্টান্ত তৈরি করতে পারেনি। আমরা একটা বড় সুযোগ হারালাম।'

তিনি বলেন, বাংলাদেশের দুর্নীতির অবস্থা ক্রমশই খারাপ হচ্ছে। এর থেকে উত্তরণ করতে হলে রাজনৈতিক সদিচ্ছার প্রয়োজন। আগের রাজনৈতিক সরকারের মতো এই সরকারেরও ব্যর্থতা আছে, তবে এই প্রতিবন্ধকতার পেছনে রাজনৈতিক দলগুলোর অসহযোগিতা ও আমলাতন্ত্রের দলীয়করণের বিষয়টি আমরা দেখেছি। ২০২৫ সালে বিশ্বের দুর্নীতির মাত্রা সবচেয়ে বেশি ছিল দক্ষিণ সুদান ও সোমালিয়ায়। দেশ দুটির স্কোর ১০০ এর মধ্যে মাত্র ৯। সিপিআই অনুযায়ী, ১০০-এর মধ্যে ৮৯ স্কোর পেয়ে সবচেয়ে ভালো অবস্থানে আছে ডেনমার্ক। অর্থাৎ, ১৮২টি দেশের মধ্যে ডেনমার্কে সবচেয়ে দুর্নীতি কম হয়।

মালয়েশিয়ায় ৩ বাংলাদেশি উদ্ধার

পোস্ট ডেস্ক : মালয়েশিয়ার তেরেংগানু রাজ্যের হুলু তেরেংগানু এলাকায় একটি নির্মাণস্থলে অভিযান চালিয়ে বাংলাদেশি ৩ জনকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। রোববার 'অপ পিন্টাস' নামের অভিযানের সময় তাদের উদ্ধার করা হয়। হুলু তেরেংগানু জেলা পুলিশ প্রধান সুপারিনটেনডেন্ট শরুদ্দিন আবদুল ওয়াহাব জানান, বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে তেরেংগানু পুলিশ কন্টিনজেন্ট সদর দপ্তরের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)-এর ডি৭ ইউনিট, হুলু তেরেংগানু জেলা পুলিশ সদর দপ্তরের সহযোগিতায় এই অভিযান পরিচালনা করে। এ খবর দিয়েছে বার্তা সংস্থা বারনামা।

এতে বলা হয়, আবদুল ওয়াহাব বলেন, অভিযানের সময় ৪৬ বছর বয়সী এক স্থানীয় নাগরিককে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি ২৯ থেকে ৪৪ বছর বয়সী ওই তিন বাংলাদেশির নিয়োগকর্তা বলে ধারণা করা হচ্ছে। বিবৃতিতে তিনি বলেন, পুলিশ তিনজন বাংলাদেশি নাগরিককে উদ্ধার করেছে। তাদের জোরপূর্বক শ্রমের শিকার বলে মনে করা হচ্ছে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, তারা নির্মাণশ্রমিক হিসেবে অনিয়মিত কর্মঘণ্টায় কাজ করতেন এবং গত পাঁচ মাস ধরে কোনো বেতন পাননি। এর ফলে তারা খাবারের --১৭ পৃষ্ঠায়

কানাডার স্কুলে বন্দুক হামলা নিহত ১০

পোস্ট ডেস্ক : কানাডার ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার টাম্বলার রিজ এলাকায় একটি উচ্চবিদ্যালয়ে বন্দুক হামলায় সন্দেহভাজন হামলাকারীসহ অন্তত ১০ জন নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ। এ খবর দিয়েছে আল জাজিরা।

এতে বলা হয়, রয়্যাল কানাডিয়ান মাউন্টেড পুলিশ (আরসিএমপি) মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে জানায়, টাম্বলার রিজ সেকেন্ডারি স্কুলে ছয়জনকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। হাসপাতালে নেয়ার পথে আরও --১৭ পৃষ্ঠায়

বিশ্বের ধনীরা দেশত্যাগ করে কোথায় যাচ্ছেন?

পোস্ট ডেস্ক : বিশ্বজুড়ে ধনী ব্যক্তিদের অভিবাসনে এক ঐতিহাসিক পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে, যা বৈশ্বিক পুঁজি প্রবাহ এবং অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার চিত্র বদলে দিচ্ছে। কর সুবিধা, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, ব্যবসার সুযোগ এবং উন্নত জীবনযাত্রার আকর্ষণে বিশ্বের উচ্চ সম্পদশালী ব্যক্তিরা ক্রমেই নতুন দেশে বসবাস ও বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন।

বিনিয়োগভিত্তিক অভিবাসন বিশেষজ্ঞদের মতে, চলতি বছরে প্রায় ১ লাখ ৪২ হাজার মিলিয়নেয়ার দেশ পরিবর্তন করবেন। ২০২৬ সালে এই সংখ্যা বেড়ে প্রায় ১ লাখ ৬৫ হাজারে পৌঁছাতে পারে, যা ইতিহাসে ধনীদের সর্বোচ্চ বার্ষিক স্থানান্তর হিসেবে বিবেচিত হবে।

সংযুক্ত আরব আমিরাত ধনী অভিবাসীদের প্রধান গন্তব্য হিসেবে রয়েছে। ধারণা করা --১৭ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশে চীনের প্রভাব মোকাবিলায় তৎপর যুক্তরাষ্ট্র

পোস্ট ডেস্ক : বাংলাদেশে চীনের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন যুক্তরাষ্ট্র। এ অবস্থায় নির্বাচনের পর নতুন সরকারকে চীনা হার্ডওয়্যারের বিকল্প প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সংক্রান্ত প্রস্তাব দেওয়ার পরিকল্পনা করছে ওয়াশিংটন। ঢাকায় নিয়োজিত মার্কিন রাষ্ট্রদূত রয়টার্সকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

২০২৪ সালের আগস্টে গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে শেখ হাসিনা সরকারের পতন হয়। এরপর তিনি ভারতে আশ্রয় নেন। তখন থেকেই ঢাকার ওপর নয়াদিল্লির প্রভাব কমতে শুরু করে। এতে বেইজিং নিজেদের প্রভাব আরও গভীর করার সুযোগ পেয়েছে।

সম্প্রতি বাংলাদেশের সঙ্গে একটি প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর করেছে চীন। এর আওতায় ভারত সীমান্তবর্তী এলাকায় ড্রোন তৈরির একটি কারখানা নির্মাণ করা হবে। বিষয়টি বিদেশি কূটনীতিকদের উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। এ ছাড়া, বাংলাদেশ পাকিস্তানের কাছে থেকে জেএফ-১৭ থান্ডার যুদ্ধবিমান কেনার বিষয়েও আলোচনা করছে। যা মূলত চীনের সঙ্গে যৌথভাবে তৈরি একটি বহুমুখী যুদ্ধবিমান। মঙ্গলবার রয়টার্সকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে --১৭ পৃষ্ঠায়

Bangla Post is published by Brit Bangla Services Ltd, Unit S7, The Whitechapel Centre, 85 Myrdle Street, London E1 1HL, Registered at the Post office as a newspaper
Tel: News - 0203 488 7990, Sales - 0203 633 2545 Email : info@banglapost.co.uk, news@banglapost.co.uk Web: www.banglapost.co.uk